জান্নাতের সবুজ পাখি

আলী হাসান উসামা

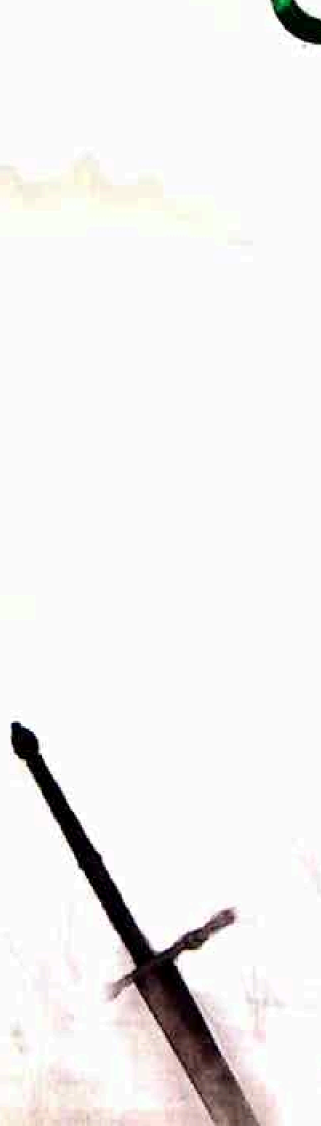

জান্নাতের সবুজ পাখি

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের—আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং যাঁর কাছে পাপমুক্তির আবেদন জানাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

জিহাদ। মাজলুম এই ফরজ বিধান নিয়ে আমাদের রয়েছে নানা লুকোচুরি, আছে হীনম্মন্যতা; অথচ কুরআন-হাদিসে রয়েছে তার বিস্তর আলোচনা। দীনের মৌলিক গ্রন্থসমূহেও জিহাদসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিধানের আলোচনা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তারপরও আমাদের মধ্যে দেখা দেয় নানা সংশয়, নানা দ্বিধা। জিহাদ সর্বদাই ফরজ—কখনো ফরজে আইন আবার কখনো-বা ফরজে কিফায়া।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লেখকের পঞ্চম মৌলিক রচনা। এতে তিনি জিহাদবিষয়ক ইলম প্রচার-প্রসার ও এতৎসংশ্লিষ্ট সংশয় দূরীকরণার্থে হাদিসের নয়টি কিতাব ঘেঁটে এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় সহিহ হাদিস সন্নিবদ্ধ করেছেন। আমিরুল মুজাহিদিন মাওলানা মাসউদ আজহার হাফিজাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর প্রতি এই গুরুত্ববহ আবেদনটি রেখেছিলেন প্রায় দেড় যুগ আগে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এ মাটির তরুণ আলিম আলী হাসান উসামাকে এই মহান খিদমতের জন্য কবুল করেছেন। বস্তুত জিহাদের বিশুদ্ধ ধারণা ও সঠিক জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে এ বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও রাসুল ﷺ-এর সহিহ হাদিস থেকে পাথেয় সংগ্রহের বিকল্প নেই।

গ্রন্থটির শুরুতে *জিহাদের তত্ত্বকথা* শিরোনামে ভূমিকাস্বরূপ এক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, যেখানে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ ও যুক্তির আলোকে জিহাদের হাকিকত, তত্ত্ব ও হিকমাহ স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি প্রচলিত কিছু সংশয় নিরসন করা হয়েছে। সুতরাং বইটির মূলপাঠ অধ্যয়নের আগে এই সুদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গাম করা একান্ত অনিবার্য। হাদিসের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাদিসের মূল ইবারতের সঙ্গে সাবলীল অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। কিছু দুর্বোধ্য জায়গায় টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, বাংলাভাষায় এটিই হবে এ ধারার প্রথম ব্যতিক্রমধর্মী রচনা।

মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে উদ্দিষ্ট বিষয়ে হাদিসকেন্দ্রিক তালিমের পরিবেশ গড়ে ওঠার স্বপ্নই বইটি রচনার মূল নিয়ামক। তালিমের জন্য ইমান, সালাত, সাওম, হজ, সাদাকা, কুরআন, ইলম, জিকির, সহিহ নিয়ত, মুসলমানদের সম্মান, ইসলামি শিষ্টাচার এবং দাওয়াত ও তাবলিগবিষয়ক হাদিসসমূহের সংকলনগ্রন্থ বিদ্যমান থাকলেও মাজলুম ফরজ জিহাদবিষয়ক হাদিসসমূহের স্বতন্ত্র কোনো সংকলন চোখে পড়ে না। যে কারণে মুসলমানগণ আমলিভাবে এই ফরজ থেকে বঞ্চিত রয়েছে, চর্চার অভাবে এর ইলম থেকেও তারা দূরে বসবাস করছে। ফলে সমাজে এ ব্যাপারে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ চাইলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সেই শূন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। পরবর্তীকালে আমরা আলোচ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনাসমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থও প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ। এটি আমাদের প্রথম প্রয়াস; একমাত্র নয়।

গ্রন্থটির নাম গৃহীত হয়েছে রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিস থেকে। *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—'শহিদদের রুহসমূহ (জান্নাতের) সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে।' বলা বাহুল্য, জিহাদ নিয়ে সমাজে যেসব প্রান্তিকতা—চরম উগ্রতা বা মাত্রাতিরিক্ত শিথিলতা ছড়িয়ে পড়েছে, তা দূর করতে এর সহিহ ইলম প্রসারের বিকল্প নেই। একমাত্র নববি দীপাধার থেকে উৎসারিত আলোকই পারে সমাজকে সঠিক নির্দেশনা দিতে এবং এর পরতে পরতে পুঞ্জীভূত আঁধার তাড়াতে।

বইটির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকাশের আগে আমরা কয়েকবার পড়েছি। বানান ও ভাষাসংক্রান্ত কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন দিলশাদ মাহমুদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত। আল্লাহ তাদের পরিশ্রমের উত্তম বিনিময় দান করুন। যাবতীয় প্রচেষ্টা তাঁর জন্য কবুল করুন।

বইটির যা কিছু উত্তম তার জন্য সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান রাব্বুল আলামিনের; আর যা কিছু অপূর্ণতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসংগতি—এসবের দায় সম্পূর্ণ আমাদের। আমরা পাঠকের যেকোনো পরামর্শ ও অভিযোগকে অগ্রীম স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের উপযুক্ত পর্যালোচনা আমাদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁর জন্য কবুল করুন; আর আমাদের সবাইকে শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
৮ জুলাই ২০২০

বিষয়সূচি

বই সম্পর্কে মূল্যায়ন ১৯

মুখবন্ধ ১১

জিহাদের তত্ত্বকথা ২৩

সাহায্যপ্রাপ্ত দল ৫৭

একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে ৫৭

কারও অসহযোগিতা ও বিরোধিতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না ৫৭

মুজাহিদরা সাহায্যপ্রাপ্ত দল ৫৮

মুজাহিদরা শত্রুদের মোকাবিলায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হবে ৫৮

পশ্চিম দেশীয়রা সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে ৫৯

শামবাসীদের সঙ্গে উম্মতের ভাগ্য নির্ধারিত ৬০

মুজাহিদদের সর্বশেষ জিহাদ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ ৬০

মুজাহিদরা কারও সহযোগিতা বা অসহযোগিতার পরোয়া করে না ৬১

আল্লাহ সবসময় তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত বান্দা সৃষ্টি করবেন ৬১

প্রতিটি ঘরে দীন প্রবেশ করা অবধি জিহাদ চলমান থাকবে ৬১

ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ অবধি শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত... ৬২

মুজাহিদরা সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষে যুদ্ধ করে যাবে ৬৩

জিহাদের লক্ষ্য ও ফজিলত ৬৪

জিহাদ সর্বোত্তম আমল ৬৪

মুজাহিদ সর্বোত্তম ব্যক্তি ৬৫

হয়তো গাজি, নয়তো শহিদ ৬৬

রাসুলের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ৬৮

শহিদের রক্ত থেকে মিশকের সুগন্ধি ছড়াবে ৬৮

জিহাদের পথে দু-পা ধুলিমাখা হওয়ার ফজিলত ৬৯

সর্বোত্তম জীবন মুজাহিদের জীবন ৬৯

তিন প্রকার ব্যক্তির দায়িত্বশীল স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ৭০
অবিচলতার সঙ্গে শাহাদাত বরণকারী বান্দার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট ৭০
জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তনের ফজিলত ৭১
জিহাদের পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না ৭১
হত্যাকারী মুসলমান ও নিহত কাফির জাহান্নামে একত্র হবে না ৭১
আল্লাহ স্বয়ং মুজাহিদের দায়িত্বশীল ৭২
আল্লাহর পথের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত ৭২
মুজাহিদ সকল কল্যাণ লাভকারী এবং সকল অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত ৭৩
জিহাদে ব্যয়িত সামান্য সময় ঘরে বসে ৭০ বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম ৭৩
শহিদের রক্ত আল্লাহর প্রিয় ৭৪
জিহাদে এক বিকাল পথচলার ফজিলত ৭৫
জিহাদে আহত হওয়ার পুরস্কার ৭৫
জিহাদের সারিতে সামান্য সময় অবস্থানের ফজিলত ৭৬
মুমিন শহিদ ও মুনাফিক শহিদ ৭৬
পৃথিবীসম সম্পদ ব্যয় করলেও তা জিহাদে কাটানো একটি সকালের মর্যাদাতুল্য নয় ৭৮
উত্তম ও অধমের পরিচয় ৭৮
মুমিনদের সকল শহিদ জান্নাতি ৭৯
কোন জিহাদ সর্বোত্তম ৮০
কোন মুজাহিদ সর্বোত্তম ৮০
এই উম্মাহর বৈরাগ্য ৮১
মুমিনের মৃত্যু হয়তো আঘাতে নয়তো মহামারিতে ৮১
কোনো আমল জিহাদের সমতুল্য নয় ৮২
সামান্য সময় জিহাদ করলে জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায় ৮২
জিহাদ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা কীভাবে সম্ভব ৮৪
জিহাদের কারণে আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দেন ৮৫
জিহাদে কাটানো সময়ের ফজিলত ৮৫

আল্লাহর পথে বিনিদ্র প্রহরার মর্যাদা ৮৬
সীমান্ত প্রহরা পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে উত্তম ৮৬
সীমান্তপ্রহরীদের আমলের সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে ৮৬
সীমান্তপ্রহরীরা কিয়ামতের দিন ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উঠবে ৮৮

মুজাহিদদের মর্যাদা ৮৯
মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে রয়েছে মর্যাদার শত স্তর ৮৯

শাহাদাতের ফজিলত ও তা কামনার বিধান ৯২
শহিদগণ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে ৯২
শহিদের সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন ৯২

প্রকৃত শাহাদাতকামীকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন ৯৩
শহিদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার ৯৩
সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন শ্রেণি ৯৪
শহিদরা জান্নাতের সবুজ তাঁবুর ভেতরে থাকবে ৯৪
সর্বোত্তম শহিদ কারা ৯৫
শহিদগণ জীবিত এবং জান্নাতে জীবিকাপ্রাপ্ত ৯৫
জান্নাত তরবারির ছায়াতলে ৯৬
শাহাদাত ঋণ ছাড়া সব পাপ মোচন করে দেয় ৯৭

ইসলামের দৃষ্টিতে শহিদ কারা ৯৯
পাঁচ প্রকার মৃত শহিদতুল্য ৯৯
প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহিদ ৯৯
শুধু জিহাদে নিহতদের শহিদ বললে শহিদের সংখ্যা হবে নিতান্ত স্বল্প ৯৯
'বাবা, ভেবেছিলাম তুমি শহিদ হবে' ১০০
প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারীদের নিয়ে আল্লাহর নিকট বাদানুবাদ ১০২
যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে-ও শহিদ ১০২

প্রকৃত মুজাহিদ পরিচিতি ১০৫
আল্লাহর কালিমা সমুন্নতকল্পে জিহাদকারী প্রকৃত মুজাহিদ ১০৫
মর্যাদা, জাত্যভিমান, বীরত্ব ও লৌকিকতার জন্য লড়াইকারী মুজাহিদ নয় ১০৫
জাতীয়তাবাদী আদর্শবাহীদের মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু ১০৬
জাগতিক স্বার্থে রণযাত্রায় জিহাদের সাওয়াব নেই ১০৬
তিন শ্রেণির হতভাগা মুসলিম, যাদের দ্বারা জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে ১০৭
যে মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করবে বা নিহত হবে, হাশরও সেই অবস্থায় হবে ১০৯

ইসলাম গ্রহণকারী কাফিরকে হত্যার বিধান ১১১
'তোমার এক হাত কাটার পরও কালিমা পড়ে নিলে তাকে হত্যা করো না' ১১২
মুরতাদ বা জিন্দিক না হলে কোনো মুসলিমকে হত্যার বৈধতা নেই ১১২
'কীভাবে অতীত বিস্মৃত হয়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে' ১১৬
আল্লাহ দেখাতে চান, তাওহিদের কালিমার মাহাত্ম্য কত বেশি ১১৬

আজানের সুর কানে ভেসে এলে সেখানে আক্রমণ চালানোর বিধান ১১৯
আজানের বাক্যগুলো স্বভাবধর্মের প্রতীক ১১৯
মসজিদ দেখলে বা মুআজ্জিনের আজান শুনলে হত্যাকাণ্ড নিষেধ ১১৯

ইসলামের দাওয়াত পায়নি যারা, আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার আগে তাদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশনা ১২১
ইয়াহুদিদের নির্বাসিত করার আগে দীনের দাওয়াত প্রদান ১২১
রাসুল ﷺ দাওয়াত দেওয়া অবধি কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না ১২২
অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার আদর্শিক পদ্ধতি ১২২

যুদ্ধে মুশরিকের সাহায্য গ্রহণের বিধান ১২৪
'আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নেব না' ১২৫
'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ' ১২৬
মুশরিকদের বিতাড়নের নির্দেশ ১২৭
'আরব উপদ্বীপে মুসলিম ছাড়া অন্য কাউকে থাকতে দেবো না' ১২৭
'হিজাজের ইয়াহুদিদের বের করে দাও' ১২৭
আরব উপদ্বীপের সীমানা ১২৭
গুপ্তচরের শাস্তি ১২৯
'গুপ্তচরকে ধরে হত্যা করো' ১২৯
গুপ্তচরের রক্ত হালাল ১২৯
জিম্মি কাফির গুপ্তচরবৃত্তি করলে সে-ও হত্যাযোগ্য ১৩১
জিহাদের নীতি ও নির্দেশিকা ১৩২
আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশিকা ১৩২
নিজেদের আমল অনুসারে তোমরা জিহাদের তাওফিকপ্রাপ্ত হও ১৩৪
লাশ বিকৃতি, বিশ্বাসঘাতকতা, গনিমত আত্মসাৎ ও শিশুহত্যা নিষিদ্ধ ১৩৫
নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন ১৩৫
প্রাপ্তবয়স্কদের হত্যা করো, নারী ও শিশুদের বাঁচিয়ে রাখো ১৩৫
যুদ্ধে সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়লে আমিরের করণীয় ১৩৭
সৈন্যদের খোঁজখবর রাখা ১৩৮
'জুলায়বিব আমার এবং আমি তার' ১৩৮
দুর্বলদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ কোমল আচরণ ১৩৯
'কে আমাকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহন দেখিয়ে দেবে' ১৩৯
দিনের শুরুতে যুদ্ধের সূচনা না করলে সূর্য ঢলা অবধি রাসুলের অপেক্ষা ১৪০
জিহাদ না করে মৃত্যুবরণের ক্ষতি ১৪১
জিহাদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি একপ্রকার মুনাফিক হয়ে মারা গেল ১৪১
জিহাদ ত্যাগ করলে পৃথিবীতেই নেমে আসে কঠিন বিপদ ১৪১
জিহাদ ছাড়া দীনদারি (বানান) ত্রুটিপূর্ণ ১৪১
অক্ষমদের ব্যাপারে ঘোষণা ১৪২
'পুরো সফরে তারা তোমাদের সঙ্গেই ছিল' ১৪২
অসুস্থরা নিয়তের কারণে ঘরে থেকেই সাওয়াব পাবে ১৪২
মুজাহিদদের সহযোগিতার ফজিলত ১৪৩
মুজাহিদের দায়িত্ব গ্রহণের ফজিলত ১৪৩
'নিজে জিহাদে যেতে না পারলে অন্যের হাতে যুদ্ধোপকরণ তুলে দাও' ১৪৩
মুজাহিদকে বাহনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ফজিলত ১৪৪

মুজাহিদের পরিবার-পরিজন ও সহায়সম্পদ দেখভালের ফজিলত ১৪৫
সচ্ছল ব্যক্তিকেও জিহাদের জন্য অর্থ প্রদান করা যায় ১৪৫
সর্বোত্তম সাদাকা জিহাদের পথে ব্যয় করা ১৪৬

জিহাদে দানের ফজিলত ১৪৭
জিহাদের দানে সাতশ গুণ প্রবৃদ্ধি ১৪৭
জিহাদে জোড়া জোড়া দানের ফজিলত ১৪৭

মুজাহিদদের পরিবারবর্গের মর্যাদা ১৪৯

নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ ১৫০
নার্সিং সেবা ১৫০
রন্ধন সেবা ১৫০
যোদ্ধাদের পানি পান করানো ১৫০
আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখা এবং কাফির হত্যার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ১৫১
নারীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা ১৫২
গনিমতে নারীদের অংশ ১৫২
যুদ্ধের সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে নারীদের অবদান ১৫৩

নৌযুদ্ধের ফজিলত ১৫৫
নৌবাহিনীর প্রতি রাসুলের সন্তুষ্টি ১৫৫
নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হলে বা সমুদ্রে ডুবে মরলে শহিদের সাওয়াব ১৫৬

রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৫৭
রোম বিজেতাদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ ১৫৭
কনস্টান্টিনোপলের পর মুসলিমদের হাতে রোম বিজিত হবে ১৫৮
পারস্য ও রোম বিজয়ের নিশ্চিত সুসংবাদ ১৫৯

যুদ্ধে নারী ও শিশুহত্যা ১৬০
যুদ্ধে জড়িত না থাকলে নারীদের হত্যা করা যাবে না ১৬০
যোদ্ধা নয় এমন শিশুদের হত্যা করা সমীচীন নয় ১৬০
'শাতিমে রাসুলের স্ত্রী-শিশুসন্তান নিরপরাধ হলে তাদেরও হত্যা করবে না' ১৬১
রাতে আক্রমণে অনিচ্ছায় নারী ও শিশু নিহত হলে দোষ নেই ১৬১
নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত থাকলে তাকে হত্যা করা বৈধ ১৬২

ঘাতক ও নিহতের পরিণাম ১৬৩
ঘাতক ও নিহত উভয়ই জান্নাতি ১৬৩
'সে আমার হাতে সম্মানিত হয়েছে; কিন্তু আমি তার কারণে লাঞ্ছিত হইনি' ১৬৩
কাফিরের হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না ১৬৪

কোনটি আগে : জিহাদ না আত্মশুদ্ধি ১৬৫
'জিহাদ ফরজ হলে ইসলামগ্রহণ করেই জিহাদে নেমে পড়ো' ১৬৫

ইমান আনয়নের পর জিহাদ সালাতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ১৬৫
এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও জান্নাত অবধারিত ১৬৬
জিহাদের পথে পথে ইলমের চর্চা ১৬৭
জিহাদে আল্লাহর জিকির ১৬৮
অপ্রয়োজনে উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা অর্থহীন ১৬৮
উঁচুতে ওঠা ও নিচে নামার সময় আল্লাহর স্মরণ ১৬৯
রাসুল ﷺ ছিলেন শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টিকারী ১৭০
মুজাহিদকে দেখে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর নুসরত ১৭০
দুর্বলদের কারণে সাহায্য আসে ১৭১
'তোমরা দুর্বলদের দ্বারাই সাহায্য ও রিজিকপ্রাপ্ত হচ্ছ' ১৭১
মুজাহিদ দুনিয়ার চোখে সাধারণ হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে অসাধারণ ১৭১
'দুর্বলদের খুঁজে এনে তাদের দিয়ে দুআ করাও' ১৭২
দুর্বলদের ছোট করে দেখা উচিত নয় ১৭২
আমিরের নেতৃত্বে যুদ্ধ ১৭৩
জিহাদ করা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খলিফার দায়িত্ব ১৭৩
আমিরের সচেতনতা ১৭৪
আমির সৈন্যদের সাধ্যানুপাতে দায়িত্ব বণ্টন করবেন ১৭৪
যুদ্ধ হলো কৌশল ১৭৬
যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া বৈধ ১৭৬
আগুনে পুড়িয়ে শাস্তির বিধান ১৭৭
আল্লাহ তাআলার শাস্তিপদ্ধতি প্রয়োগে বান্দার সীমা ১৭৭
মুরতাদের শাস্তি ১৭৭
কোনো প্রাণীকেও পুড়িয়ে হত্যা করা বৈধ নয় ১৭৮
যুদ্ধকালে সুগন্ধি ব্যবহার ১৭৯
যুদ্ধকালে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে ১৭৯
রোজার ওপর জিহাদের প্রাধান্য ১৮০
জিহাদের কারণে রোজা না-রাখার ইখতিয়ার ১৮০
যুদ্ধের সঠিক সময় ১৮১
দিনের শেষভাগে সাহায্যের বায়ু প্রবাহিত হয় ১৮১
মুজাহিদদের ইসতিকবাল ১৮২
সালাতুল খাওফ ১৮৩
জিহাদ চলাকালে একত্রে সালাত আদায়ের বিবরণ ১৮৩
জিহাদ থেকে পলায়ন ১৮৫

কৌশলগত কারণে পিছিয়ে আসা পলায়ন নয় ১৮৫
মুখ দ্বারা জিহাদ ১৮৭
'তোমরা কথার দ্বারা জিহাদ করো' ১৮৭
জালিম শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলা একটি উত্তম জিহাদ ১৮৭
ঝুঁকি অনুপাতে সাওয়াবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ১৮৭
'মুমিন তরবারি ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই জিহাদ করে' ১৮৮
কবিতার দ্বারা কাফিরদের বিদ্রুপ করা ১৮৮
নফসের জিহাদ ১৮৯
শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নফসের জিহাদের গুরুত্ব ১৮৯
কঠিন সময়ে জিহাদ ১৯০
অর্থসংগতি, বাহন ও সহযোগীর অভাব থাকাকালে জিহাদ ১৯০
জিহাদের সাওয়াব প্রাপ্তির অফুরন্ত সুযোগ ১৯১
যুদ্ধের সরঞ্জাম দানকারীর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব ১৯১
অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করলে পরকালে কোনো প্রতিদান নেই ১৯১
শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে দুআ ১৯৩
যুদ্ধকালের দুআ ১৯৩
আল্লাহর সাহায্য না থাকলে ধ্বংস অপরিহার্য ১৯৩
শহিদের মৃত্যুযন্ত্রণা ১৯৫
সবচেয়ে সহজ মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু ১৯৫
বাহিনী, সেনাদল ও সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম ১৯৬
১২ হাজার সৈন্যের বাহিনী সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হয় না ১৯৬
জিহাদ সর্বদা জারি থাকবে ১৯৭
তিনটি বিষয় ইমানের মূলের অন্তর্ভুক্ত ১৯৭
শাসকের অধীনে জিহাদ কার্যকর রাখতে হবে ১৯৭
'একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে' ১৯৮
ঝান্ডা ও পতাকা ২০০
রাসুলের পতাকা ২০০
সাদা ঝান্ডা ২০০
কালো পতাকা ২০০
যুদ্ধে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার ২০১
'আমিত, আমিত' ২০১
'হা-মিম লা ইউনসারুন' ২০১
বাহিনী বিন্যস্তকরণ ২০২
এক জায়গায় সমবেত থাকার নির্দেশ ২০২

যুদ্ধের জন্য বের হলেও মানুষকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার অনুমতি নেই ২০২
জিহাদে প্রহরার ফজিলত ২০৪
'তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত' ২০৪
প্রহরী চোখের ফজিলত ২০৬
যেসব চোখের ওপর জাহান্নাম হারাম ২০৬
দূত ও বার্তাবাহকের বিধান ২০৭
দূত জিন্দিক হলেও তাকে হত্যা করা বৈধ নয় ২০৭
'তুমি দূত না হলে আমি তোমার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিতাম' ২০৭
যুদ্ধকালে নীরব থাকার নির্দেশনা ২০৯
সাহাবিরা যুদ্ধকালে আওয়াজ অপছন্দ করতেন ২০৯
যুদ্ধকালে অহংকার প্রদর্শন ২১০
শত্রুর বিরুদ্ধে মুজাহিদের অহংকার আল্লাহ পছন্দ করেন ২১০
অঙ্গ কেটে বিকৃত করা নিষেধ ২১১
রাসুল ﷺ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন ২১১
অস্ত্রশস্ত্র ২১২
গনিমত হিসেবে অস্ত্র ২১২
বন্দি হত্যা ২১৩
কাফির বন্দিদের হত্যার যৌক্তিকতা ২১৩
বন্দির হাত-পা বেঁধে তির ছুড়ে হত্যা করা নিষেধ ২১৪
দায়লাম ও কনস্টান্টিনোপল বিজয় ২১৫
মাহদির আগমনবার্তা ২১৫
গাজওয়াতুল হিন্দ ২১৬
গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদরা জাহান্নাম থেকে মুক্ত ২১৬
গাজওয়াতুল হিন্দে শরিক হওয়ার জন্য সাহাবির আকাঙ্ক্ষা ২১৬
এই উম্মাহর সন্ন্যাসী জীবন ২১৭
সন্ন্যাসী হতে চাইলে মুজাহিদ হও ২১৭
কাফিরদের সাথে বসবাস ২১৮
কাফিরদের সাথে বসবাস করা তাওহিদের দাবির বিপরীত ২১৮
মুশরিক ও মুসলমান কখনো একত্রে বাস করতে পারে না ২১৮
কাফিরদের জোটবদ্ধ আক্রমণ ২১৯
'শীঘ্রই কাফিরগোষ্ঠী জোটবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে' ২১৯
মুসলিম গোয়েন্দা ২২০
কে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে? ২২০

হারাম মাসে যুদ্ধ	২২২
হারাম মাসে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ চলবে	২২২
জাহান্নামি ব্যক্তিও জিহাদ করে	২২৩
আল্লাহ পাপিষ্ঠ লোক দ্বারাও ইসলাম সুদৃঢ় করেন	২২৩
ঘোড়া প্রতিপালন	২২৫
ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রয়েছে	২২৫
ঘোড়ার আকৃতি	২২৫
ঘোড়ার চুলের ব্যাপারে নির্দেশনা	২২৬
জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে ঘোড়া পালনের ফজিলত	২২৬
জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা	২২৭
ঘোড়ার নামকরণ	২২৭
ঘোড়াকে নিজ হাতে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ানোর ফজিলত	২২৭
ঘোড়ার মালিক তিন ধরনের হয়	২২৭
ঘোড়দৌড় ও উটের দৌড় প্রতিযোগিতা	২২৯
উত্থানের পর পতন	২৩০
তিন প্রকার প্রতিযোগিতা বৈধ	২৩০
ঘোড়ার শরীরচর্চা	২৩০
রাসুল ﷺ শিকাল ঘোড়া পছন্দ করতেন না	২৩১
সালাফগণ তেজি ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন	২৩১
লাল ঘোড়া	২৩১
কালো ঘোড়া	২৩১
মাদি ঘোড়ার নামকরণ	২৩২
সফরে বাহনের যত্নআত্তি	২৩২
সফরের উত্তম সময়	২৩৩
বাহনের মালিক সামনে বসার অধিক হকদার	২৩৩
তিরন্দাজি	**২৩৪**
তিরচালনায় উৎসাহদান	২৩৪
'জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে তিরন্দাজি'	২৩৪
'তোমরা বিজয়ী শক্তি হলেও তিরন্দাজির অভ্যাস ত্যাগ করবে না'	২৩৫
'তিরন্দাজি শিখে ভুলে গেলে সে আমার উম্মতের কেউ নয়'	২৩৫
শত্রুর উদ্দেশে একটি তির ছুড়লে জাহান্নাম থেকে মুক্তি	২৩৬
জিহাদে তির ছুড়লে আল্লাহ মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করে দেন	২৩৬
আল্লাহ একটি তিরের কারণে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	২৩৭
গনিমত উত্তম রিজিক	**২৩৮**
পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য গনিমত ভোগের অনুমতি ছিল না	২৩৮

আমার রিজিক বর্শার ছায়াতলে ২৩৯
গনিমত ভোগের বৈধতা উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্বের অংশ ২৪০
বদরযুদ্ধের পরে গনিমত ভোগের বৈধতা ঘোষিত হয় ২৪০
রাসুলের সর্বোচ্চ গনিমত ছিল ২১০ ভরি রৌপ্যমুদ্রা ২৪১
গনিমত না পেলে পূর্ণ প্রতিদান আখিরাতে পাবে ২৪১
গনিমত বণ্টনের পদ্ধতি **২৪২**
ঘোড়ার দুই অংশ ও আরোহীর এক অংশ ২৪২
পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহীর অংশে ব্যবধান ২৪৩
শরিয়ত-নির্দেশিত খাতে বণ্টনের গুরুত্ব ২৪৩
গনিমতে মজুরির বিনিময়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর ভাগ ২৪৩
গনিমতের ক্ষেত্রে আমির সাধারণ মুসলিম অপেক্ষা অধিক হকদার নয় ২৪৪
গনিমতের সম্পদে সেনাপতির বিশেষ অংশ ২৪৪
গনিমত বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখা ২৪৫
চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে দান ২৪৬
দারুল হারবে খাবার পাওয়া গেলে তার বিধান ২৪৮
দারুল হারবে মুসলমানদের হারানো সম্পদ পাওয়া গেলে তা মূল মালিক পাবে ২৪৯
আমির চাইলে নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা দিতে পারেন ২৪৯
নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত জিনিস হত্যাকারী মুজাহিদকে দিলে তাতে খুমুস নেই ২৫২
মুজাহিদদের পুরস্কৃত করা ২৫২
বাহিনীর বিশেষ কাউকে পুরস্কার দেওয়া ২৫২
পুরস্কার হিসেবে সুন্দরী নারী ২৫৩
রাসুল ﷺ যেভাবে পুরস্কার দিতেন ২৫৪
এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণের পরই অতিরিক্ত দেওয়া যায় ২৫৫
ফাইয়ের বিধান **২৫৭**
ফাই পুরোটাই বায়তুলমালের প্রাপ্য ২৫৭
ফাই শুধু রাসুলের জন্য নির্ধারিত ছিল ২৫৮
গনিমতের মতো ফাই এক-পঞ্চমাংশে ভাগ হবে না ২৬২
ফাইয়ের একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র রাসুলের বৈশিষ্ট্য ২৬৩
ফাই থেকে আজাদকৃত গোলামদের অংশ প্রদান ২৬৩
বিবাহিতদের জন্য দু-ভাগ এবং অবিবাহিতদের জন্য এক ভাগ ২৬৪
ফাইয়ের সম্পদ যাদের প্রাপ্য ২৬৫
গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ **২৬৭**
গনিমত আত্মসাতের ভয়াবহ শাস্তি ২৬৭
আত্মসাৎকৃত সম্পদ মানুষ কিয়ামতের দিন বয়ে বেড়াবে ২৬৮
গনিমত আত্মসাৎকারী নবির খাদিম হলেও তার পরিণতি জাহান্নাম ২৬৯

গনিমত আত্মসাৎকারীরা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে ২৬৯
বণ্টনের পূর্বে গনিমতের সম্পদ ব্যবহার নিষেধ ২৭০
বণ্টনের পূর্বে গনিমতের সম্পদ বিক্রয় নিষেধ ২৭০
লুণ্ঠন নিষেধ ২৭১
গনিমত আত্মসাৎকারীদের ব্যাপারে রাসুলের কঠোরতা ২৭২
গনিমতের সুঁই-সুতার চেয়ে কম সম্পদ আত্মসাৎ করাও অপমান, গ্লানি... ২৭৩
তিন জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যাবে ২৭৩
রাসুল ﷺ গনিমত আত্মসাৎকারীর জানাজা আদায় করেননি ২৭৪

যুদ্ধবন্দি নারীদের বিধান **২৭৫**
যুদ্ধবন্দিনী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের পূর্বে তার সঙ্গো সহবাস অবৈধ ২৭৫
অন্যের ফসলে নিজের পানি সিঞ্চন করা নিষিদ্ধ ২৭৫
যুদ্ধবন্দিনী গর্ভবতী না হলেও মাসিক ঋতু শেষ হওয়ার আগে সহবাস করা যাবে না ২৭৬
যুদ্ধবন্দিনীর শিশুসন্তান থাকলে তাকে মায়ের থেকে আলাদা করা যাবে না ২৭৬
যুদ্ধবন্দিনী মাকে দাসী হিসেবে বিক্রি করতে চাইলে সন্তানসহ বিক্রি করতে হবে ২৭৬
'গর্ভবতী দাসীর সঙ্গো সহবাসকারী আমার উম্মত নয়' ২৭৭
গর্ভবতী দাসীর সঙ্গো মিলিত হওয়া নিষেধ ২৭৭

বন্দি বিনিময়ের বিধান **২৭৮**
রাসুল ﷺ বন্দি বিনিময় করেছেন ২৭৮

খুমুসের বিধান **২৭৯**
খুমুস ইমামের অধিকারে থাকবে ২৭৯
খুমুস মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় হয় ২৮০
খুমুসের অর্থ দ্বারা অভাবী ব্যক্তিদের জিহাদে পাঠানো যাবে ২৮০

দাসের অংশ **২৮১**
দাসের জন্য গনিমতে নির্দিষ্ট অংশ নেই ২৮১

আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাধীন **২৮২**
মুসলিম ক্রীতদাস দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করলে স্বাধীন বলে বিবেচিত হয় ২৮২

সন্ধিচুক্তি **২৮৪**
অঙ্গীকার ভঙ্গ করে জিহাদে অংশগ্রহণ কাম্য নয় ২৮৪
মুজাহিদের পক্ষ থেকে 'ভয় নেই' বলা নিরাপত্তাদানের নামান্তর ২৮৪
চুক্তির ব্যতিক্রম করতে হলে যা করা অপরিহার্য ২৮৫
রাসুল ﷺ চুক্তির খেলাফ করে দূতকেও আশ্রয় দেননি ২৮৬
চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে হত্যা করা যাবে না ২৮৬
সাধারণ মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান ২৮৭
'তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম' ২৮৭

নারীও প্রতিপক্ষের কাউকে চাইলে আশ্রয় দিতে পারবে ২৮৮
চুক্তিবন্ধ কাফিরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে জান্নাতের ঘ্রাণও পাওয়া যাবে না ২৮৮
চুক্তিবন্ধ কাফিরের ওপর জুলুম করা হারাম ২৮৯

বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ২৯০
বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা ২৯০
বায়আত রক্ষায় সাহাবিদের কঠোরতা ২৯০
শত্রুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের দলভুক্ত হওয়ার ভান করে হত্যা করা ২৯১

জিজয়া ২৯২
উমর রা. অগ্নিপূজকদের থেকে জিজয়া গ্রহণ করতেন ২৯২
ইসলাম গ্রহণ করো কিংবা জিজয়া দাও, অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ২৯৩
জিজয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হবে ২৯৫
অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিজয়া আদায় ২৯৫
জিজয়া মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে ২৯৬
রাসুল ﷺ নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যেভাবে চুক্তি করেছেন ২৯৬
জিজয়ার দ্বারা প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা অর্জিত হয় ২৯৭
কোনো মুসলিমের ওপর জিজয়া ধার্য হবে না ২৯৮
উমর রা. যেভাবে জিজয়া নির্ধারণ করেছিলেন ২৯৮
জিজয়ার অন্ধ উট ২৯৯

উশর ৩০১
জিম্মিদের ব্যবসায়ের লাভ থেকে কর আদায় ৩০১
অর্থসংগতি বিবেচনা করে করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে ৩০১
যে কারণে উমর রা. নাবাতের অমুসলিমদের ওপর এক-দশমাংশ কর ধার্য করেছিলেন ৩০২

বই সম্পর্কে মূল্যায়ন

আমরা এমন একটি সময় অতিক্রম করছি, যখন কুরআন-হাদিসের আলোকে শরিয়তের যেকোনো মাসআলার অবাধে তাহকিকের অনুমতি নেই। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র তথা প্রতিষ্ঠিত কুফরি মতবাদগুলোর গায়ে আঁচড় লাগে বা এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো ইলমি তাহকিক, আলোচনা-পর্যালোচনা, কোনো প্রচারপত্র, কোনো বইপত্র, কোনো ইলমি গবেষণা এখন মৌখিক ঘোষণার পাশাপাশি সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুফরিশক্তিও তার ষড়যন্ত্রের সকল জাল বিছিয়ে রেখেছে এবং সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের কর্ণধারগণও নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে চলেছেন এবং আত্মরক্ষার সকল কৌশল ব্যবহার করে চলেছেন। প্রয়োজনে এমন কাজ না করে বা এমন কাজের নিন্দা করে হলেও আত্মরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন; কিন্তু শরিয়তের ফরজ দায়িত্বগুলো তার যোগ্য ব্যক্তির হাতে তখনই বেশি শাণিত হয়, যখন সে বাধার সম্মুখীন হয়। আলোর মশাল তখনই অধিক দীপ্তিময় হয়, যখন আঁধার অনেক বেশি ঘনীভূত হয়। আঘাত তখনই লক্ষ্যভেদ করে যেতে পারে, যখন প্রতিপক্ষ আঘাতকে প্রতিহত করতে আসে। আর এর বাস্তবতাই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আলহামদু লিল্লাহ!

শত্রুদের শত্রুতার সর্বনিকৃষ্ট কুটিলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের সর্বোচ্চ শক্তির প্রদর্শন আমাদের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। তারা আমাদের চোখের সামনেই সর্বগ্রাসী আয়োজন সেরে নিচ্ছে। কুফর-শিরক ব্যাপকভাবে তার ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে। অলিগলিতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তিস্থাপন ও মূর্তিপূজা নিত্যদিনের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যারা মুমিনগোষ্ঠীর কর্ণধার দাবি করে তাদের সঙ্গে আইম্মাতুল কুফরের অসম্ভব রকমের খাতির জমে উঠেছে। ইমানের দাবিদার ও তাদের নেতৃবর্গ ইমানি আন্দোলনবিরোধী অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার রাখঢাকের প্রয়োজনবোধ করছেন না। ইলমচর্চার সর্বোচ্চ অঙ্গানগুলো থেকে انتحال المبطلين, تحريف الغالين ও تاويل الجاهلين ইত্যাদির মূলোৎপাটনের ফিকির না

করে বরং সেগুলোর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইমানি আন্দোলনের পথিকদের বিভিন্নভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, গালমন্দ করা, বিভিন্নভাবে অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি যেন সকল মজলিসের নিত্যকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সে কারণেই, আল্লাহর পথের যে-সকল মুজাহিদ তাদের সামান্য পুঁজি নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুর চোখে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছে, যে-সকল সাহসী লেখক, গবেষক ও দায়ি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে কুরআন-হাদিসকে স্বমহিমায় উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করে চলেছে, তাদের সেসব কাজে যে দীপ্তি, জ্যোতি, তেজ, স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা যেন অভূতপূর্ব। ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

পৃথিবীর এই শেষবিকেলে ইমানদীপ্ত সজাগ-সচেতন যে একদল আলিমের পদচারণায় মুমিনদের আঙিনাগুলো ইমানি চেতনায় মুখরিত, যাদের আনাগোনায় আমি ও আমরা আপ্লুত, যাদের দেখানো স্বপ্নে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ স্বপ্নীল হয়ে উঠছে, মুহতারাম আলী হাসান উসামা তাদের অন্যতম।

জান্নাতের সবুজ পাখি রচনাটি যেমন তাঁর হাতের লেখা হিসেবে খুবই মানানসই, ঠিক তিনিও এ রচনার রচয়িতা হিসেবে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। আল্লাহর কাছে মিনতি, আল্লাহ তাআলা এ বইয়ের লেখক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীকে জান্নাতের সবুজ পাখি উপাধিতে ভূষিত করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ (হাফিজাহুল্লাহ)
২ রমজানুল মুবারক ১৪৪১
২৬ এপ্রিল ২০২০

মুখবন্ধ

আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্তকালের দিকে
আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে,
শত সংঘাতের মধ্যে এ কাফেলায় এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের হাতে একটিমাত্র গ্রন্থ আল কুরআন,
এই পবিত্র গ্রন্থ কোনোদিন, কোনো অবস্থায়, কোনো তৌহীদবাদীকে থামতে দেয়নি।
আমরা কী করে থামি?

আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।
কেউ পাথরে, কেউ তাঁবুর ছায়ায়,
কেই মরুভূমির উষ্ণবালু কিংবা সবুজ কোনো ঘাসের দেশে চলছি।
আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি,
এর আদি বা অন্ত নেই।

পনেরো শত বছর ধরে সভ্যতার উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ একটুও থামেনি।
আমাদের কত সাথিকে আমরা এই ভূ-পৃষ্ঠের কন্দরে কন্দরে রেখে এসেছি—
তাদের কবরে ভবিষ্যতের গুঞ্জন একদিন মধুমক্ষিকার মতো গুঞ্জন তুলবে।

আমরা জানি,
আমাদের ভয় দেখিয়ে শয়তান নিজেই অন্ধকারে পালিয়ে যায়।

আমাদের মুখাবয়বে আগামী উষার উদয়কালের নরম আলোর ঝলকানি।
আমাদের মিছিল ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে বিশ্রাম নেয়নি, নেবে না।

আমাদের পতাকায় কালেমা তাইয়েবা,
আমাদের এই বাণী কাউকে কোনোদিন থামতে দেয়নি
আমরাও থামব না।

—আল মাহমুদ

সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিজি, সুনানুদ দারিমি, সুনানু ইবনি মাজাহ, মুসনাদু আহমাদ এবং *মুয়াত্তা মালিক*—হাদিসের এই কালজয়ী নয়টি গ্রন্থ থেকে ইসলামের মাজলুম ফরজ জিহাদবিষয়ক সহিহ হাদিসের সংকলন হলো আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *জান্নাতের সবুজ পাখি*। পুনরুক্তি ছাড়া ৩৪৭টি বিশুদ্ধ হাদিস এতে সংকলিত হয়েছে। আমরা এই গ্রন্থে কোনো জয়িফ (দুর্বল) হাদিস উল্লেখ করিনি। জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা তো নয়ই। এর প্রতিটি হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই করে তবেই এই গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। হ্যাঁ, এমন হয়েছে যে, কোনো হাদিস শাস্ত্রীয় নীতির আলোকে এবং শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণের বক্তব্য অনুসারে সহিহ; তবে হালজামানার কোনো হাদিসবিশারদ ভুলবশত সেটাকে জয়িফ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এমন কিছু হাদিস আমরা উল্লেখ করেছি। তবে এমন প্রায় জায়গায় সংশ্লিষ্ট টীকায় আমরা এসব হাদিসের বিশুদ্ধতার তাহকিক উপস্থাপন করেছি।

প্রতিটি হাদিসের সঙ্গে তাখরিজ (গ্রন্থসূত্র) রয়েছে। প্রায় সব হাদিসের শুরুতে স্বতন্ত্র শিরোনাম যোগ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠকদেরও এর মর্মার্থ অনুধাবনে বেগ পেতে না হয়, সকলেই যেন হাদিসগুলো পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মুসলমানদের ঘরে ঘরে যেন এই হাদিসগ্রন্থের তালিম হয়, নির্বিশেষে সকলের অন্তরেই যেন দীন বিজয়ের স্বপ্ন এবং শাহাদাতের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, সেই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদি দরজা চাই;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!
ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাঁধিলে ওরা লুকাইবে কচুবনে,
দন্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।

—নজরুল

আমাদের আধ্যাত্মিক মুরুব্বি আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহ আমাদের এই গ্রন্থনাটি দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং শুভকামনা ব্যক্ত করেছেন। আমরাও দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এ গ্রন্থ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর পথের মুজাহিদ হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

আলী হাসান উসামা
alihasanosama.com

জিহাদের তত্ত্বকথা

আল্লাহর করুণা ও দয়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ-নিষেধ বান্দার প্রতি তাঁর একেকটি করুণা ও দয়া।

জমিনে কপাল রাখো, মুরতাদ ও শাতিমে রাসুলদের গর্দান উড়িয়ে দাও, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রোজা রাখো, চোরের হাত কেটে দাও, হজের সময় আরাফার বালুমাটিতে কিছু সময় অবস্থান করো, জিন্দিকের শিরশ্ছেদ করে দাও, শয়তানকে পাথর মারার ইবরাহিমি সুন্নাহর অনুকরণে ইট-বালু-সিমেন্টের তৈরি খুঁটিতে পাথর নিক্ষেপ করো, আমার দুশমন হিন্দু-বৌদ্ধ-ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান-নাস্তিকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখো, আমার জিকির করো, সম্মিলিত কোনো ফরজ আদায় করতে গেলে আমির নির্ধারণ করে নাও, তাকওয়া অর্জনের জন্য পশুর গলায় ছুরি চালাও, তোমাদের শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে জোরপূর্বক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দাও, সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করো, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি-মাটির ব্যবস্থা রাখো, শিরক-কুফর থেকে আল্লাহর জমিনকে পবিত্র করতে তির-ধনুক-বল্লম প্রস্তুত করো, শক্তি অর্জন করো, শরিয়তের প্রতিটি অধ্যায়ের ইলম হাসিল করো, ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করো, ব্যভিচারের মতো অপকর্মে লিপ্ত হলে শত গুণের অধিকারী অবিবাহিত মানুষটিকেও ১০০ চাবুক মারো; আর বিবাহিত হলে পাথর ছুড়ে হত্যা করো, ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য একজন খলিফা নির্বাচন করো, ধনী ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত হিসেবে গরিবদের বিলিয়ে দাও, বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা ইসলামি ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে তা উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো, আল্লাহর বন্ধুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো এবং আল্লাহর দুশমনকে দুশমন জ্ঞান করো।

এগুলো এবং এগুলোর মতো আরও শত-হাজার হুকুমের প্রত্যেকটি আল্লাহর পক্ষ

থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য একেকটি দয়া, করুণা ও স্নেহের প্রকাশ। কারণ, এগুলো আল্লাহর হুকুম। আল্লাহপ্রদত্ত হুকুমগুলো বান্দার জন্য শতভাগ কল্যাণকর, যার কিছু বান্দার বুঝে আসে, আর কিছু বুঝে আসে না। কখনো বুঝে আসে, আবার কখনো বুঝে আসে না। বুঝে আসুক বা না আসুক, কোনো হুকুম আল্লাহর হুকুম হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করাই দায়িত্ব এবং সেটা বান্দার জন্য উপকার বয়ে আনে।

আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই সুন্দর। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই উপকারী। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই অনিবার্য। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই মানুষের কাছে সম্মানিত। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই অলঙ্ঘনীয়। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। বান্দার কাছে আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই বড়। কারণ তা আল্লাহর হুকুম।

আল্লাহর হুকুমের মাঝে কোনো অসৌন্দর্য নেই, কোনো নিষ্ঠুরতা নেই, কোনো অমানবিকতা নেই, কোনো অশালীনতা নেই, কোনো অসাধ্যতা নেই, কোনো বাড়াবাড়ি নেই, কোনো শিথিলতাও নেই।

দুটি শক্তি : হিজবুল্লাহ ও হিজবুশ শয়তান

পৃথিবীর সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি আল্লাহর দল, আরেকটি শয়তানের দল। দুই দলের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত। দুই পক্ষের অনেক অনেক কাজ। তবে দুই পক্ষের কাজগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। দুই দলের সহজ পরিচয়—এক পক্ষ আল্লাহর পথে লড়াই করে, আরেক পক্ষ তাগুতের পক্ষে লড়াই করে।

﴿ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴾

যারা ইমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের দোসরদের সঙ্গে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। [সুরা নিসা : ৭৬]

যে দিন থেকে দল দুটোর আত্মপ্রকাশ, সে দিন থেকে পক্ষ দুটোর লড়াই শুরু। যত দিন পর্যন্ত দল দুটোর অস্তিত্ব বাকি থাকবে, তত দিন পর্যন্ত পক্ষ দুটোর মাঝে

লড়াইও চলমান থাকবে। ইবলিসের ঘোষণা ছিল,

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغۡوَيۡتَنِىۡ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ وَلَاُغۡوِيَنَّهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴾

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি কসম করে বলছি, আমি মানুষের জন্য পৃথিবীতে আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। [সুরা হিজর : ৩৯]

তার বিপরীতে আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন,

﴿ فَقَاتِلُوۡۤا اَوۡلِيَآءَ الشَّيۡطٰنِ‌ۚ اِنَّ كَيۡدَ الشَّيۡطٰنِ كَانَ ضَعِيۡفًا ﴾

তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। [সুরা নিসা : ৭৬]

﴿ وَقٰتِلُوۡهُمۡ حَتّٰى لَا تَكُوۡنَ فِتۡنَةٌ وَّيَكُوۡنَ الدِّيۡنُ لِلّٰهِ‌ؕ فَاِنِ انتَهَوۡا فَلَا عُدۡوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ ﴾

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যাবৎ-না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তারপর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে জালিম ছাড়া অন্য কারও ওপর কঠোরতা করা উচিত নয়। [সুরা বাকারা : ১৯৩]

উভয় দলের মাঝে ঘাত-প্রতিঘাত অব্যাহত থাকবে। এতে উভয় পক্ষ একে অপরের আঘাতে জর্জরিত হতে থাকবে। তবে আল্লাহর দল দুটি ক্ষেত্রে এসে শয়তানের দলকে উতরে যাবে। এক. তারা সঠিক অর্থে মুমিন হলে তাদের বিজয় নিশ্চিত। দুই. তারা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও পরকালের ব্যাপারে তারা আশাবাদী। আর শয়তানের দলের কোনো আশা নেই।

﴿ وَلَا تَهِنُوۡا فِى ابۡتِغَآءِ الۡقَوۡمِ‌ؕ اِنۡ تَكُوۡنُوۡا تَاۡلَمُوۡنَ فَاِنَّهُمۡ يَاۡلَمُوۡنَ كَمَا تَاۡلَمُوۡنَ‌ۚ وَتَرۡجُوۡنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرۡجُوۡنَ‌ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴾

তোমরা তাদের অনুসন্ধানে দুর্বলতা দেখিয়ো না। তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাদেরও তো তোমাদেরই মতো কষ্ট হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিসের আশা করো, যার আশা তারা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। [সুরা নিসা : ১০৪]

শয়তানের দলের একটি মুখোশধারী অংশ আল্লাহর দলের লোকদের শত্রুর ভয় দেখাতে থাকে। মুখোশধারী এ অংশটি মূলত শয়তানেরই দোসর।

﴿الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ
لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ ○ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ
الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَلَا
يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا
يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

যাদের লোকে বলেছিল, কাফিররা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পুনরায় একত্র হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো। তখন এটা তাদের ইমানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। পরিণামে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এভাবে ফিরে এলো যে, বিন্দুমাত্র অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহ যাতে খুশি হন তার অনুসরণ করেছে। বস্তুত আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। প্রকৃতপক্ষে সে তো শয়তান, যে তার দোসরদের সম্পর্কে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে তাদের ভয় করো না; বরং কেবল আমাকেই ভয় করো। আর যারা কুফরিতে একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে দাপট দেখাচ্ছে, তারা যেন তোমাদের দুঃখে না ফেলে। নিশ্চিত জেনো, তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান, আখিরাতে যেন তাদের কোনো অংশ না থাকে। তাদের জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। [সুরা আলে ইমরান : ১৭৩-১৭৬]

হিজবুশ শয়তানের বিভিন্ন রূপ

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষে-মানুষে যত যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে, তাদের কেউ দুনিয়াপ্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করেছে, তো কেউ আখিরাতের সফলতার জন্য যুদ্ধ করেছে। যারা আখিরাতের সফলতার জন্য লড়াই করেছে, তারা আল্লাহর দল; আর যারা দুনিয়াপ্রাপ্তির জন্য লড়াই করেছে, তারা শয়তানের দল। এ শয়তানের দল তাদের দুনিয়াপ্রাপ্তির লড়াইগুলোতে বিবিধ নাম চড়িয়েছে। বিভিন্ন শিরোনামে তারা লড়াইগুলো করেছে। শয়তানের দল তাদের লড়াইগুলোকে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যেসব নামে ও শিরোনামে উপস্থাপন করেছে, তা যথাক্রমে নিম্নরূপ :

১. পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই

ফিরআউন মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছে,

﴿ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰىنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَ قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴾

তারা বলল, নিশ্চয়ই এ দুজন জাদুকর। তারা চায় তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে উৎখাত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট (ধর্ম) ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাতে। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৌশল সংহত করে নাও, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এসে যাও। নিশ্চিত জেনো, আজ যে জয়ী হবে, সে-ই সফলতা লাভ করবে। [সুরা তোয়াহা : ৬৩-৬৪]

২. বিশৃংখলা প্রতিরোধের লড়াই

ফিরআউন মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছে,

﴿وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ﴾

ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করব আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা, সে তোমাদের দীন বদলে ফেলবে এবং দেশে অশান্তি বিস্তার করবে। [সুরা মুমিন/গাফির : ২৬]

﴿ وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴾

ফিরআউনের সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বলল, আপনি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করতে পারে এবং পারে আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করতে? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখব; আর তাদের ওপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে। [সুরা আরাফ : ১২৭]

৩. জালিমের জুলুম প্রতিরোধের লড়াই

ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে লড়াই করে, লাখো লাখো মুসলিম নারী-পুরুষকে দীর্ঘস্থায়ী এক ভয়ংকর যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে, তাদের সম্মান-সম্ভ্রমকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়ে, ক্ষমতাবানরা নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে, শতকরা ৯০/৯৫ ভাগ কুফরি শক্তির সাহায্য নিয়ে যে লড়াই হয়েছে এবং কাফিরদের হাত দিয়েই যার চূড়ান্ত বিজয়লাভ হয়েছে, সে লড়াইয়ের শিরোনাম হচ্ছে 'জালিমের জুলুম প্রতিরোধের লড়াই।'

৪. ভূখণ্ডের অধিকার রক্ষার লড়াই

﴿ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰىنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ﴾

তারা বলল, নিশ্চয়ই এ দুজন জাদুকর। তারা তোমাদের ভূমি থেকে তোমাদের উৎখাত করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট (ধর্ম) ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাতে। [সুরা তোয়াহা : ৬৩]

﴿ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

তারা বলল, আমরা জগৎসমূহের সেই প্রতিপালকের প্রতি ইমান এনেছি, যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক। ফিরআউন বলল, আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি ইমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোনো চক্রান্ত। তোমরা এই শহরে পারস্পরিক যোগসাজশে এই চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে পারো। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। [সুরা আরাফ : ১২১-১২৩]

৫. মায়ের ভাষা রক্ষার লড়াই

কারও মুখের ভাষা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মানুষের কিছু সম্পদ আছে, যার অধিকারীর প্রতি হিংসা করা যায়, সেই সম্পদের ধ্বংস কামনা করা যায়, তা নিজের অধিকারভুক্ত করার লালসা করা যায়; কিন্তু চুরি, ডাকাতি, আবদার, ক্রয়, ধার, ভাড়া এসবের কোনো পন্থায়ই তা মালিকের কাছ থেকে নেওয়া যায় না।

যেমন : কণ্ঠ, ভাষা, মেধা, রূপ-লাবণ্য, স্বভাব ইত্যাদি।

রূপ-লাবণ্য এসিড দিয়ে ঝলসে দেওয়া যায়। কণ্ঠনালি কেটে নিয়ে প্রতিস্থাপন করে কোনো লাভ হয় কি না চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে; কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে এতটুকুও করা যায় না। অর্থাৎ, ভাষা কেড়ে নেওয়ার মতো কোনো বস্তু নয়। ভাষা এমন কোনো পদার্থ নয়, যার ব্যাপারে কেড়ে নেওয়া শব্দটি ব্যবহার হতে পারে। যে-সকল ভাষাবিদ ভাষার ক্ষেত্রে কেড়ে নেওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তারা যদি এর যথাযথ কোনো রূপক অর্থ দাঁড় করাতে না পারেন, তাহলে এটা তাদের ভাষাজ্ঞানেরই দুর্বলতা।

এমন একটি বায়বীয় বিষয়কেও সুপ্রতিষ্ঠিত আকিদা-বিশ্বাসে পরিণত করা হয়েছে মূলত ক্ষমতার লড়াইকে বেগবান করতে। অফিস-আদালতে বাংলা বা উর্দু ভাষার প্রচলন না থাকলে আমরা বাংলা বা উর্দু ভুলে যাব, বিষয়টি এমন নয়। যদি এমন হতো, তাহলে ব্রিটিশদের ২০০ বছরের শাসনে আমরা সবাই বাংলা-উর্দু ভুলে বিনা পয়সায় ইংরেজিভাষী হয়ে যেতাম। লাখ লাখ টাকা খরচ করে ইংরেজি ভাষা শেখার প্রয়োজন হতো না। সমস্যা ছিল চাকুরি ও ক্ষমতার। অফিস-আদালত বাংলা বা উর্দু ভাষায় চালিত না হলে যাদের চাকরি পেতে সমস্যা হতো, ক্ষমতার মসনদে বসে ছড়ি ঘুরাতে সমস্যা হতো, তারাই মূলত ভাষার পক্ষে-বিপক্ষে লড়াইগুলো করেছে। মায়ের ভাষা রক্ষার মতো কোনো বিষয় সেখানে ছিল না। ক্ষমতার লড়াইকে একটি চটকদার শিরোনাম দিয়ে কিছু নিরীহ মানুষের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াপ্রাপ্তির লড়াইয়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'মায়ের ভাষা রক্ষার লড়াই'।

৬. জনগণের মুক্তির লড়াই

﴿يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَمَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ﴾

হে আমার সম্প্রদায়, আজ তো রাজত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর যদি আল্লাহর আজাব এসে পড়ে, তবে এমন কে আছে, যে তার বিপরীতে আমাদের সাহায্য করবে? ফিরআউন বলল, আমি যা সঠিক মনে করি সেই রায়ই তো তোমাদের দেবো। আমি তোমাদের যে পথনির্দেশ করছি, তা করছি সম্পূর্ণ সঠিক পথেরই দিকে। [সুরা মুমিন : ২৯]

৭. ভোটের অধিকার রক্ষার লড়াই

এটিও ক্ষমতার লড়াইয়ের সমার্থবোধক একটি শব্দ। দেখা যায় ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত ব্যক্তিরা একই দাবি নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে মেতে ওঠে। প্রথম পক্ষও বলে, জনগণ যেন স্বাধীনভাবে তাদের রায় দিতে পারে সে জন্য আমরা লড়াই করে যাচ্ছি। দ্বিতীয় পক্ষও বলে, জনগণ যেন তাদের ভোটের অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে জন্য আমরা লড়ে যাচ্ছি।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, একই দাবিতে যখন দুটি পক্ষ লড়বে, তখন তো তারা মুখোমুখি লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার কথা নয়। তারা সবাই এক দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর কথা এবং কোনো প্রকার লড়াই হওয়ার কথা নয়। আসলে এ লড়াইগুলো হচ্ছে দুনিয়াপ্রাপ্তির লড়াই। ক্ষমতা লাভের লড়াই। সাধারণ মানুষদের শোষণের শক্তি অর্জনের লড়াই। দুনিয়াপ্রাপ্তির এ লড়াইয়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'ভোটের অধিকার রক্ষার লড়াই'।

৮. প্রতিকৃতি ও পুতুলের সম্মান রক্ষার লড়াই

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ۝ إِنْ كَادَ
لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيْلًا ﴾

তারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তাদের কাজ হয় কেবল তোমাকে ঠাট্টাবিদ্রুপের পাত্র বানানো। তারা বলে, এই বুঝি সেই, যাকে আল্লাহ নবি বানিয়ে পাঠিয়েছেন? আমরা নিজ দেবতাদের প্রতি (ভক্তি-বিশ্বাসে) অবিচলিত না থাকলে সে তো আমাদের প্রায় বিভ্রান্ত করেই ফেলছিল। (যারা এসব কথা বলে,) তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানতে পারবে, কে সঠিক পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ছিল। [সুরা ফুরকান : ৪১-৪২]

﴿ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴾

তারা (একে অন্যকে) বলতে লাগল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও। [সুরা আমবিয়া : ৬৮]

৯. মাটির পুতুলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লড়াই

একটি মাটির পুতুলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লড়াই চলছে। মাটির পুতুলের মূল ব্যক্তিটিকে যারা দেখেছে তারা জানে, সে ব্যক্তি তার ক্ষমতার সবটুকু ব্যয় করে গেছে সাধারণ মানুষকে শোষণের পেছনে। সামর্থ্যের সবটুকু ব্যয় করে গেছে ইসলামের নামনিশানা মিটিয়ে দেওয়ার পেছনে। শক্তির সবটুকু ব্যয় করে গেছে ইসলামের ধারকবাহকদের ওপর জুলুমের পেছনে।

আজ সে মাটির পুতুল এমন ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, যার বাস্তবায়ন না করলে দেশের জনগণ ও দেশের মুসলমানরা বাঁচতেই পারবে না! মূলত মূর্তিপূজারীরা এভাবেই কোনো একটি মূর্তিকে অবলম্বন বানিয়ে নিজেদের মনের মাঝে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করে থাকে। প্রতিবেশী দেশের লোকেরা যেমন আজও হনুমানের নাম নিলেই নিজেদের বীর ভাবতে শুরু করে, আমাদেরও অনেকটা সেরকম অবস্থা।

উদ্দেশ্য হচ্ছে, এভাবেও যদি ক্ষমতাটা টিকে যায়। লড়াই মূলত ক্ষমতার। লড়াই মূলত দুনিয়াপ্রাপ্তির।

১০. ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে মানবতা রক্ষার লড়াই

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي
آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾

আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? তখন তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলল, এই ব্যক্তি তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া তো কিছু নয়। সে তোমাদের ওপর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। [সুরা মুমিনুন : ২৩-২৫]

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى﴾

তাদের যখন আমার আয়াতসমূহ, যা পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট—পড়ে শোনানো হয়, তখন তারা (আমার রাসুল সম্পর্কে) বলে, এই ব্যক্তি আর কিছুই নয়, কেবল এটাই চায় যে, সে তোমাদের সেই মাবুদদের থেকে ফিরিয়ে দেবে, যাদের তোমাদের বাপদাদা পূজা করে আসছে এবং তারা বলে, এ কুরআন এক মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। [সুরা সাবা : ৪৩]

﴿ وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝ اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ﴾

তারা এ কারণে বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে তাদেরই মধ্য হতে। কাফিররা বলে, সে মিথ্যাচারী জাদুকর। সে কি সমস্ত উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছে? এটা তো বড় আজব কথা। তাদের মধ্যকার নেতৃবর্গ এই বলে সরে পড়ল যে, চলো এবং তোমাদের পূজায় অবিচলিত থাকো। নিশ্চয়ই এটা এমনই এক বিষয়, যার পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। [সুরা সোয়াদ : ৪-৬]

হিজবুল্লাহর দায়িত্ব

এ লড়াই কেন

মানুষ কেন তার স্বগোত্রীয় মানুষদের হত্যা করবে? মানুষ কেন তার আপনজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে? দুনিয়াপ্রাপ্তির জন্য যারা লড়াই করে তাদের যেহেতু দুনিয়াটাই মুখ্য, তাই তারা এমন করতেই পারে। তাদের সামনে দুনিয়ার সম্পদ ব্যতীত আর সবই পর; কিন্তু আখিরাতমুখী একজন মানুষ, যার দুনিয়াতে কারও কাছে কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই, দুনিয়া যার কাছে একেবারে তুচ্ছ, যার কাছে দুনিয়ার মূল্য একটি মরা গাধার সমান, সে মানুষ কেন তার মতো অপর একজন মানুষকে হত্যা করবে! এতে তার প্রাপ্তিটা কী? এমন মানুষদের কেন পৃথিবীতে কোনো শত্রু থাকবে? এমন মানুষ কেন অপর কোনো মানুষের শত্রু হবে! একজন দুনিয়াবিমুখ আখিরাতমুখী মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের লড়াই কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন হওয়ার কারণে ধর্মগুরুদের একটি বড় অংশ যে সহজ সমাধানটি বের করেছেন তা হচ্ছে, ‘ধর্মের কারণে ধর্মে ধর্মে কোনো লড়াই নেই।

ধার্মিক ব্যক্তি কাউকে হত্যা করতে পারে না। ধর্মপ্রবর্তকগণ ধর্ম নিয়ে লড়াই করেননি। ধর্মের অজ্ঞ অনুসারীরা ধর্ম নিয়ে লড়াই করেছে।'

কিন্তু ইতিহাস বলে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের যথাযথ প্রচারক হলেন নবিগণ। আর নবিগণ ইসলামের জন্য লড়াই করেছেন। ইসলামের পক্ষে লড়াই করতে নিজের সহচরদের আদেশ করেছেন। ইসলামের পক্ষে লড়াই না করলে তাদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কুরআন, হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে এমন চিত্রই আমরা দেখতে পাই, অন্যথা নয়।

তাহলে ঘুরেফিরে সে প্রশ্নই আবার এসে দাঁড়ায়, শ্রেষ্ঠ মানবরা (নবিগণ) তৎকালে মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে কেন লড়াই করেছেন? মানবতার বার্তাবাহকগণ এবং তাঁদের প্রথমসারির অনুসারীগণ কেন মানবজাতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন?

মানবগোষ্ঠীর যে অংশটি সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে তাদের জন্য এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যত সহজ, যারা সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে না তাদের জন্য তত সহজ নয়। আর সে কারণেই যারা সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করেনি, তারা এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে হাজার রকমের মিথ্যা ও উদ্ভট কথার আশ্রয় নিয়েছে এবং নিয়ে চলেছে।

মালিকের প্রহরী ও চোর-ডাকাত

যারা সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে, তারা জানে এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা একজনের অধিক হওয়া সম্ভব নয়। তারা জানে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির কাছে কী চান, তা নবিগণের মাধ্যমে মানবজাতি জানতে পারে। সৃষ্টিকর্তার কোনো কথা নবির মাধ্যম ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। তারা জানে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হুকুম না মেনে তাঁর জমিনে কেউ বসবাসের অধিকার রাখে না। তারা জানে, সৃষ্টিকর্তার নিষেধকে লঙ্ঘন করে তাঁর জমিনে বাস করার অধিকার কেউ রাখে না।

খুবই যৌক্তিক দাবি। মালিকের ঘরে বাস করতে হলে মালিকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হয়, এটা কখনো কোনো অযৌক্তিক দাবি নয়। এ দাবি অতীতেও কখনো অযৌক্তিক ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো এ দাবি অযৌক্তিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সতত স্মর্তব্য যে, এ কথাগুলো সে-সকল ব্যক্তির জন্য যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। আর যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে এসব যৌক্তিক ও দলিলনির্ভর কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই, তারা এসব কথা শোনার উপযুক্ত নয়।

এ বিশ্বজগতের মালিক এক আল্লাহ। এ পৃথিবীর মালিক এক আল্লাহ। পৃথিবীর মানুষগুলোর মালিক এক আল্লাহ। মানুষের ব্যবহৃত প্রতিটি বস্তুর মালিক এক আল্লাহ। সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ। অতএব, সকল ক্ষেত্রে আদেশ-নিষেধও একমাত্র তাঁরই। ألا له الخلق والأمر। সৃষ্টি যার মালিকানা তাঁর, হুকুমও চলবে তাঁরই। তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহ করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের অবাধ্য হয়ে তাঁর জমিনে বসবাসের অধিকার কারও নেই।

সৃষ্টিকর্তার মালিকানার মধ্যে থেকে, মালিকের দেওয়া সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহারের অধিকার শুধু তারাই পাবে, যারা মালিককে মালিক বলে স্বীকার করবে, মালিকের আনুগত্য স্বীকার করে নেবে এবং মালিকের আদেশ-নিষেধকে শিরোধার্য করে নেবে।

পক্ষান্তরে যারা এক আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করবে না, মালিকের আনুগত্যকে স্বীকার করে নেবে না এবং মালিকের আদেশ-নিষেধকে মেনে চলার স্বীকৃতি দেবে না, তারা মালিকের জমিনে বসবাসের অধিকার পাবে না, মালিকের দেওয়া জীবনধারণের উপাদানগুলো ব্যবহারের অধিকার তাদের থাকবে না। এমনকি মালিকের দেওয়া জীবনটার ওপরও তারা অধিকার হারিয়ে ফেলবে।

মালিকের একচ্ছত্র মালিকানাকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকার জন্য শুধুমাত্র দুটো অবকাশ রাখা হয়েছে। এক. মালিকের বাধ্য গোলামদের অধীনস্থ হয়ে, অবাধ্যতার অপরাধে কর দিয়ে, হীনতার সঙ্গে, জিম্মি হিসেবে জীবনযাপন করতে পারবে। দুই. আল্লাহর বাধ্য গোলামদের দাস হিসেবে জীবনযাপন করতে হবে।

আল্লাহর অবাধ্যদের যারা এ অবকাশ দুটির কোনোটি গ্রহণ করবে না, তারা আল্লাহর জমিনে চোর বা ডাকাত। আর আল্লাহর বাধ্য বান্দারা হচ্ছে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি ও তাঁর প্রহরী। মালিকের জমিনে যতক্ষণ পর্যন্ত চোর-ডাকাতের উৎপাত চলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মালিকের প্রতিনিধি ও প্রহরীর ঘুম নেই, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেই।

মালিকের প্রতিনিধি ও প্রহরীর সংখ্যা যত কমই হোক, তাদের উপায়-উপকরণ যত স্বল্পই হোক, তারা ব্যক্তিগতভাবে ও আত্মিকভাবে যত দুর্বলই হোক, তারা সর্বাবস্থায় মালিকের লোক। আর চোর-ডাকাত সংখ্যায় যত বেশিই হোক, তাদের উপায়-উপকরণ যত পর্যাপ্তই হোক, তাদের শক্তিসামর্থ্য যত ব্যাপকই হোক, সর্বাবস্থায় তারা চোর ও ডাকাত। তাদের কোনো মালিক নেই। তাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই।

মালিক তাঁর জমিনকে কুফর-শিরকের ময়লা থেকে মুক্ত করতে কারও মুখাপেক্ষী নন। সব ধরনের ও সকল স্তরের আবর্জনা দূর করা মালিকের জন্য মুহূর্তের ব্যাপার; কিন্তু মালিক যদি তাঁর প্রতিনিধি ও প্রহরীদের ব্যবহার না করে কাজটি সম্পন্ন করেন তাহলে প্রতিনিধি ও প্রহরীরা বেতনও পাবে না, কোনো পুরস্কারও পাবে না; বরং জমিনে বসবাসের অধিকারটা হারানোরও আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি ও প্রহরীদের বেতন ও পুরস্কার দিতে তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আর যেখানে গিয়ে তাদের সীমিত শক্তি শেষ হয়ে যাবে, সেখানে আল্লাহ হাল ধরবেন এবং তরিকে তীরে নিরাপদে ভেড়ানোর ব্যবস্থা করবেন—এমন ওয়াদা তিনি করেছেন। মালিকের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাগুলো এভাবেই করা হয়েছে।

এসকল ব্যবস্থার অনিবার্য ফল হচ্ছে, আল্লাহর অবাধ্য দুশমন কাফিরদের সঙ্গে আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রহরী মুসলিম উম্মাহর জিহাদ-কিতাল-জঙ্গ-লড়াই-যুদ্ধ-ফাইট-ত্রাসসৃষ্টি-শত্রুতা-বিদ্বেষ-কঠোরতা। অর্থাৎ, মালিকপক্ষের প্রহরী ও মালিকের দুশমন চোর-ডাকাতের মাঝে যা যা ঘটা কাম্য তার সবকিছুই ঘটবে।

একজন ধার্মিক—দুনিয়াপ্রাপ্তির প্রতি যার সামান্যতম লোভ-লালসা নেই, দুনিয়ার সকল প্রাপ্তি যার কাছে তুচ্ছ—সে কেন মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, আশা করি আমরা তা আঁচ করতে শুরু করেছি।

মানবতা ও পশুত্ব

মালিকের অস্তিত্বের স্বীকৃতি হচ্ছে মানবতা, তার অস্বীকার হচ্ছে পশুত্ব। মালিকের একক সত্তাকে স্বীকার করা হচ্ছে মানবতা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করা হচ্ছে পশুত্ব। মালিকের আদেশ-নিষেধকে শিরোধার্য করা হচ্ছে মানবতা, তার অবাধ্যতা হচ্ছে পশুত্ব। তাই মানবতার মুক্তির জন্য এবং মনুষ্য স্বভাবের নিরাপত্তার জন্য পশুত্ব ও পশুস্বভাবের বিনাশ অপরিহার্য।

এবার আমরা মালিকের অভিপ্রায়, ঘোষণা, নির্দেশনা ও মূল্যায়নগুলো মালিকের ভাষায় একটু দেখি। আশা করি অবশিষ্ট সংশয়গুলোও কেটে যাবে। আস্থা ফিরে আসবে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। আমরা আমাদের ইমানকে, আমাদের মাবুদকে, আমাদের দীনকে আরও বেশি ভালোবাসতে পারব। কুফর ও শিরক আমাদের কাছে আরও ঘৃণিত হয়ে উঠবে। চলুন রাব্বে কারিমের সে কথাগুলো আবার একটু দেখি—

আল্লাহ তাআলাকে মানার ব্যাপারে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে দুটি বিপরীত মেরু বিদ্যমান; বাধ্য ও অবাধ্য।

﴿ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴾

মানুষের ওপর কখনো কি এমন সময় এসেছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তু ছিল না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করতে। তারপর তাকে এমন বানিয়েছি যে, সে শোনেও, দেখেও। আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে অকৃতজ্ঞ। [সুরা দাহর : ১-৩]

অবাধ্য মানবগোষ্ঠী পশুর চেয়েও অধম

﴿ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ۭ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ۭ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴾

আচ্ছা বলো তো, যে ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তিকে আপন উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার দায়দায়িত্ব নিতে পারবে? নাকি তুমি মনে করো, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? না, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা তারচেয়েও বেশি বিপথগামী। [সুরা ফুরকান : ৪৩-৪৪]

﴿ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴾

আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে; কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না। তাদের চোখ আছে; কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না। তাদের কান আছে; কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারচেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই উদাসীন। [সুরা আরাফ : ১৭৯]

অবাধ্য মানবগোষ্ঠী নাপাক ও অপবিত্র

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

হে মুমিনরা, মুশরিকরা আপাদমস্তক অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসে। আর তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের (মুশরিকদের থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা প্রজ্ঞাবান। [সুরা তাওবা : ২৮]

অবাধ্য মানবগোষ্ঠী কুকুরের মতো

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾

তাদের সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম; কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি ইচ্ছা করলে সেই আয়াতসমূহের বদৌলতে তাকে উচ্চমর্যাদা দান করতাম; কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত ওই কুকুরের মতো, যার ওপর তুমি হামলা করলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকবে আর তাকে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এই হলো যে-সকল লোক আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাদের দৃষ্টান্ত। সুতরাং তুমি তাদের এসব ঘটনা শোনাতে থাকো, যাতে তারা কিছুটা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ : ১৭৫-১৭৬]

অবাধ্য মানবগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার অধিকার নেই

﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۚ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴾

হে মানুষ ও জিন সম্প্রদায়, তোমাদের যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে, তবে তা অতিক্রম করো। তোমরা প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। [সুরা আর-রহমান : ৩৩]

﴿ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴾

তারা কামনা করে, তারা নিজেরা যেমন কুফর অবলম্বন করেছে, তেমনি তোমরাও কাফির হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্য হতে কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে। যদি তারা উপেক্ষা করে, তবে তাদের পাকড়াও করো এবং তাদের যেখানেই পাও হত্যা করো; আর তাদের কাউকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না এবং সাহায্যকারী হিসেবেও না। [সুরা নিসা : ৮৯]

অবাধ্য মানবগোষ্ঠী মুমিনদের হাতে লাঞ্ছিত ও পরাভূত হবে

﴿ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তোমাদের তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন এবং তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তরসমূহ প্রশান্ত করবেন। [সুরা তাওবা : ১৪]

এ কাজে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ

فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ﴾

বস্তুত আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং (বিশেষ করে) হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের আত্মহারা করে দিয়েছিল; কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং জমিন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল ও মুমিনদের ওপর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং এমন সৈন্যবাহিনী নাজিল করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ তাদের শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল। [সুরা তাওবা : ২৫-২৬]

এ সাহায্য জিহাদের ময়দানে

﴿اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ﴾

স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে ১ হাজার ফেরেশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক আসবে। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়, কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাবান। স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের

তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিলেন এবং ভীতি-বিহ্বলতা দূর করতে তোমাদের ওপর পানি বর্ষণ করেছিলেন, তা দ্বারা আকাশ থেকে তোমাদের পবিত্র করতে, তোমাদের থেকে শয়তানের পঙ্কিলতা দূর করতে, তোমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং তার মাধ্যমে তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। [সুরা আনফাল : ৯-১১]

আঘাত হবে অবাধ্যদের ঘাড়ে এবং আঙুলের জোড়ায় জোড়ায়

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের ওহির মাধ্যমে হুকুম দিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কাজেই তোমরা মুমিনদের দৃঢ়পদ রাখো, আমি কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের ওপর আঘাত করো এবং তাদের আঙুলের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো। এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে আল্লাহ তো সুকঠিন শাস্তিদাতা। [সুরা আনফাল : ১২-১৩]

অবাধ্যদের রশি দিয়ে কষে বাঁধো

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ * فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের সঙ্গে যখন তোমাদের মোকাবিলা হয়, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করবে। অবশেষে তোমরা যখন তাদের শক্তি চূর্ণ করবে, তখন তাদের শক্তভাবে গ্রেফতার করবে।

তারপর চাইলে মুক্তি দেবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।[১] তোমাদের প্রতি এটাই নির্দেশ, যাবৎ-না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয় (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ হয়)। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদের শাস্তি দিতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, আল্লাহ কখনোই তাদের কর্ম নিষ্ফল করবেন না। [সুরা মুহাম্মাদ : ৪]

হয়তো তরবারির আঘাত, নয়তো হীনতার জিম্মি জীবন

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

কিতাবিদের মধ্যে[২] যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা কিছু হারাম করেছেন, তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দীনকে নিজের দীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যাবৎ-না তারা নীচ-হীন হয়ে নিজ হাতে জিজয়া দেয়। [সুরা তাওবা : ২৯]

---

১ এ আয়াতের আলোকে বন্দিদের ব্যাপারে ইসলামি সরকার চার ধরনের অধিকার সংরক্ষণ করে : ক. বন্দিদের বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা। খ. মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। বন্দিবিনিময়ও এর অন্তর্ভুক্ত। গ. তাদের জীবিত ছেড়ে দেওয়ার ভেতর যদি এই আশঙ্কা থাকে যে, তারা মুসলিমদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তবে তাদের হত্যা করারও অবকাশ আছে, যেমন সুরা আনফালে (আয়াত : ২২-২৩) বলা হয়েছে। ঘ. যদি তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, জীবিত রাখা হলে তারা মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক হবে না; বরং তারা মুসলিমদের পক্ষে অনেক উপকারী হবে এবং তারা বিভিন্ন রকমের সেবা দান করতে পারবে, তবে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখা যাবে। আর সে ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের প্রতি যে সদাচরণের হুকুম দিয়েছে, তা পুরোপুরি রক্ষা করে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দান করতে হবে।

উপর্যুক্ত চার পন্থার কোনোটিই বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইসলামি রাষ্ট্রের অবস্থানুযায়ী সরকার যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তবে এ এখতিয়ার সেই সময়ই প্রযোজ্য, যখন যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের সঙ্গে কোনো চুক্তি না থাকে। চুক্তি থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য।

২ আয়াতে যদিও কেবল কিতাবিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ 'সত্য দীনের অনুসরণ না করা'—এটা যেহেতু যেকোনো প্রকার অমুসলিমের মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই জাজিরাতুল আরবের বাইরে সবরকম অমুসলিমের জন্যই এ হুকুম প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা রয়েছে।

অবাধ্যদের ষড়যন্ত্র এবং মালিকের কৌশল

﴿وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

তারা তাদের সবরকম চাল চেলেছিল; কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সমস্ত চাল ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা ছিল—হোক না তাদের চালসমূহ এমন, যাতে পাহাড়ও টলে যায়। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে কখনো এমন ধারণা মনে আসতে দেবে না যে, তিনি নিজ রাসুলদের দেওয়া ওয়াদার বিপরীত করবেন। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় সকলের ওপর প্রবল এবং শাস্তিদাতা। [সুরা ইবরাহিম : ৪৬-৪৭]

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার মতো, যে নিজের জন্য ঘর বানায়। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, ঘরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল মাকড়সার ঘরই হয়ে থাকে। আহা, তারা যদি জানত! [সুরা আনকাবুত : ৪১]

আল্লাহর সব আদেশই বড়

আল্লাহর যেকোনো বিধান একাধারে বড়, সুন্দর ও অবধারিত। আল্লাহর বিধানগুলোর মধ্যে পরস্পরে তুলনামূলক এ বিশ্লেষণের সুযোগ নেই যে, এ বিধানটি বড়, আর ওই বিধানটি ছোট। আমরা আগে বড় বিধানটি মানব, এরপর সুযোগ হলে ছোট বিধানটিও মানব।

আল্লাহপ্রদত্ত কোনো একটি বিধান ফরজ সাব্যস্ত হওয়ার পর, তা আরেকটি ফরজের তুলনায় ছোট বা বড়, এমন বিশ্লেষণ করার কোনো অনুমতি নেই। ছোট-বড় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কোনটি করতে হবে; আর কোনটি করতে হবে না, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বড়টিকে আগে আদায় করে পরে ছোটটি আদায় করার তারতিবও গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো আমল অনিবার্য হয়ে যাওয়ার পর, ফরজ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর তা পালন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আমাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। এক. আল্লাহর বিধানগুলোর মাঝে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাবের একটি তারতিব ও বিন্যাস তো আছে। তাহলে তারতিব তো করতেই হবে। দুই. কুরআন-হাদিসে কিছু ইবাদতকে অপর কিছু ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে।

প্রথম বিষয়ে কথা হচ্ছে, প্রথমত আমাদের আলোচনা হচ্ছে ফরজ বিষয়গুলো নিয়ে। একটি বিষয় ফরজ প্রমাণিত হওয়ার পর সে বিধানকে অপর ফরজের সঙ্গে তুলনা করে তা সম্পাদন করা বা না-করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই। ফরজ প্রমাণিত হওয়ার পর তা আদায় করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুসতাহাবের স্তরগুলো মূলত একই বিধানের বিভিন্ন পর্ব। সালাত, রোজা, হজ, সাদাকা, জিহাদ, ইদাদ (জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ)—যে ইবাদাতের কথাই বলবেন, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সেগুলোর কোনো পর্ব ফরজ, কোনো পর্ব ওয়াজিব, কোনো পর্ব সুন্নাত বা মুসতাহাব। আমাদের আলোচনা হচ্ছে মূল ইবাদাতটি নিয়ে।

অর্থাৎ সালাত ফরজ, রোজা ওয়াজিব, হজ সুন্নাত, জাকাত মুসতাহাব, জিহাদ মুবাহ—এভাবে কোনো স্তরবিন্যাস শরিয়ত স্বীকার করে না। সালাতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব-পর্যায়ভেদে, সময়ভেদে, ব্যক্তিভেদে সব ধরনের সালাতই আছে। রোজা, হজ, সাদাকা, জিহাদ, ইদাদসহ সকল বিধানের ক্ষেত্রেই এ প্রকারগুলো স্বীকৃত।

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরজকে তাঁরই নির্ধারিত আরেকটি ফরজের সঙ্গে তুলনা করে কোনো বিন্যস্ত রূপ দেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও অগুরুত্বপূর্ণ ফরজ এ রকম দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়ার কোনো অধিকার আল্লাহ তাঁর বান্দাকে দেননি। জাকাত অস্বীকারকারীরা এভাবে ভাগ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আবু বকর রা. জিহাদ করেছেন, তাদের হত্যা করেছেন, তাদের বন্দি করে গোলাম-বাঁদি বানিয়েছেন।

জিহাদ ঘোষণার সময় তাঁর কথাগুলো ছিল এই,

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.

আল্লাহর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি সালাত এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কারণ, জাকাত সম্পদের হক। কেউ উটের একটি রশি দিতেও যদি অস্বীকার করে, যা রাসুল ﷺ-কে দিত, আল্লাহর কসম! আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবই।

আর আবু বকর রা.-এর এ বক্তব্যটি ছিল উমর রা.-এর এ প্রশ্নের জবাবে,

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

হে আবু বকর, আপনি কীভাবে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন; অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন, আমি মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ-না তারা বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ফেলবে, সে আমার থেকে তার সম্পদ ও জীবন নিরাপদ করে ফেলল। তবে তার অন্যান্য হক আদায় করে নিতে হবে। আর তার হিসাব আল্লাহর ওপর।[৩]

অতএব, আল্লাহর ফরজকৃত দুটো বিধানের মাঝে ব্যবধান খোঁজার অপরাধ থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

দ্বিতীয় বিষয়ে কথা হচ্ছে, কুরআন-হাদিসের অনেক জায়গায় যে একটি ইবাদতকে আরেকটি ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে, তার সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা প্রত্যেকটি ইবাদত নিয়েই বড় ধরনের বিপাকে পড়ে যাব। এখন তো জিহাদ ও কিতাল কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে তা ছোট ইবাদত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এ বিষয়ক বক্তব্যগুলোর চর্চা বেশি হচ্ছে; কিন্তু এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করে যখন যে ইবাদত আদায় করা কঠিন হবে তখন সে ইবাদতকে যদি ছোট বলে প্রমাণের পেছনে পড়ি, তাহলে সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থবাজদের দৃষ্টিতে সব ইবাদতই ছোট হয়ে যাবে। কোনো ইবাদতই বড় থাকবে না। আল্লাহর কোনো হুকুমই বড় থাকবে না। প্রতিটি ইবাদতের গাম্ভীর্য লোপ পাবে, প্রতিটি হুকুম তার মাহাত্ম্য হারিয়ে বসবে। যার কিছু বাস্তব নমুনা আমরা ইতিমধ্যে দেখতেও পাচ্ছি। কারও কারও কাছে তো স্বপ্ন-কাশফ-মুরাকাবা-ইলহাম-অলৌকিক শক্তির সামনে পুরা শরিয়তই ছোট হয়ে আছে। ওয়াল-ইয়াজু বিল্লাহ!

বাস্তবিকভাবে আল্লাহর কোনো বিধানকেই কুরআন-হাদিসের কোথাও ছোট ও অগুরুত্বপূর্ণ বলা হয়নি। কুরআনে ও হাদিসে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইবাদতসমূহের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। কোথাও সালাতের

৩ *সুনানুত তিরমিজি* : ২৬০৭।

একটি বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোথাও রোজার একটি বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও জিহাদের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও হজের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার কথা বলা হয়েছে।

নাদান উম্মত যে কাজটি করেছে তা হচ্ছে, তার সামনে যখন যে ইবাদতের উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়েছে তখন সে ওই ইবাদতকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করে নেয়, পাশাপাশি অন্য সকল ইবাদতকে গুরুত্বহীন মনে করে বসেছে। এ গেল নাদান উম্মতের হালত। স্বার্থবাজ উম্মত এক ধাপ সামনে এগিয়ে তুলনামূলক সহজ ইবাদতগুলোর উপকারিতা সামনে এনে কঠিন ইবাদতগুলো গুরুত্বহীন প্রমাণের যথেচ্ছা হীন প্রয়াস চালিয়েছে। আর উম্মতের দাজ্জালরা তার চেয়ে আরও কয়েক কদম সামনে অগ্রসর হয়। যে ইবাদতগুলো তাদের পছন্দসই নয় তারা সে ইবাদতগুলোকে ইবাদতের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার মনস্থ করেছে। সেই লক্ষ্যে নিজেদের পছন্দমতো কিছু ইবাদতের ফজিলত সামনে এনে তাদের অপছন্দের ইবাদতগুলোকে মাকরুহ বা হারাম প্রমাণের চেষ্টা করেছে। নাউজুবিল্লাহ।

একটু লক্ষ করুন, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী জান্নাতে যাওয়ার সহজ ও সংক্ষিপ্ত রাস্তা হচ্ছে জিহাদ করে শহিদ হয়ে যাওয়া।

এখন কোনো নাদান বা স্বার্থবাজ বা কোনো দাজ্জাল যদি দাবি করে, 'সারা দিন উপবাস থেকে, দৈনিক পাঁচ বার এত রাকাত সালাত পড়ে, লাখ লাখ টাকা খরচ করে এত দীর্ঘ পথ সফর করে জান্নাতে যাওয়ার দরকার কী?' কেননা, কেউ যদি এসব ফরজ গুরুত্বহীন মনে করে তা আদায়ে অবহেলা করে আর শুধু জিহাদ করে শহিদ হয়ে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তার জন্য তো জান্নাতের দরজা নিশ্চিতভাবে বন্ধ থাকবে।

এমনিভাবে কোনো নাদান, কোনো স্বার্থবাজ, কোনো দাজ্জাল যদি মনে করে, 'সুরা ইখলাস তিন বার তিলাওয়াত করলে পুরো কুরআন খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়। যখন প্রতিদিন ১০০ বার সুরা ইখলাস পড়ে দৈনিক ৩৩ বার কুরআন খতমের সুযোগ আছে, সাওয়াবলাভের সম্ভাবনাও প্রবল, তখন কষ্ট করে পুরো কুরআন পড়ার তো মানে হয় না। সুতরাং এক মাস সময় নিয়ে যারা পুরো কুরআন কোনোভাবে একবার শেষ করে তাদের মতো নির্বোধ তো পৃথিবীতে আর হয় না।' এমন দাবিদার কখনো পুরো কুরআন তিলাওয়াতের দায়িত্ব আদায় করতে পারবে না। আর কুরআনের বাকি সব হক আদায়ের তো প্রশ্নই আসে না।

একইভাবে কোনো নাদান, স্বার্থবাজ বা দাজ্জাল যদি দাবি করে, 'শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রের জিহাদ এখন অনেক কঠিন, অবাস্তবিক ও অসম্ভব একটি বিষয়। অতএব, এখন বড় জিহাদ নামে প্রসিদ্ধ নফসের জিহাদের মাধ্যমে এ ফরজ আদায় করে ফেলতে হবে।' এভাবে চিন্তা করলে এ পৃথিবীর মানুষ আর কখনো জিহাদের ফরজ বিধান বাস্তবায়িত হতে দেখতে পাবে না।

মনে রাখতে হবে, একটি ফরজ বিধানের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা কখনো আরেকটি ফরজ বিধানের স্থলবর্তী হবে না। ভাত-রুটির স্থান কখনো পানি দিয়ে পূরণ হয় না, আবার পানির তৃষ্ণা ভাত-রুটি দিয়ে মেটানো যায় না। অথচ প্রত্যেকটির ফজিলত, বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা আপন আপন জায়গায় শতভাগ দরকারি।

অতএব, এ বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতার সুযোগ নেই। আল্লাহর ফরজকৃত প্রত্যেকটি বিধানই বড়। তাই ফরজ বিধানগুলোর মধ্যে ছোট-বড় তারতম্য গড়ে কিছু বিধানকে পেছনে ফেলে রাখার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে অজ্ঞতার ওজরও দীর্ঘ সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়; আর জ্ঞানপাপী তো জিন্দিক।

আল্লাহর সব বিধানই সুন্দর

এমনিভাবে আল্লাহর প্রতিটি বিধান সুন্দর। আল্লাহর কোনো বিধানের কোনো পর্ব অসুন্দর নয়। অসুন্দর হওয়া অসম্ভব। আল্লাহর কোনো বিধান যদি কারও কাছে অসুন্দর মনে হয়, তাহলে সে মুসলিম হতে পারে না।

আপনি যদি বলেন, একজন মানুষকে হত্যা করা অসুন্দর; কিন্তু বাহ্যিক কারণে তাকে হত্যা করা যেতে পারে। আমি বলব, মানুষকে হত্যা করা অসুন্দর; কিন্তু মালিকের দুশমনকে হত্যা করা অসুন্দর নয়; বরং সুন্দর। আল্লাহর দুশমনকে হত্যা করা প্রকৃতিগতভাবেই সুন্দর। এখানে বাহ্যিক কারণ তালাশের অপেক্ষায় থাকার কোনো গরজ দেখছি না। হত্যা শুধু হত্যা হওয়ার কারণেই অসুন্দর হয় না। অপাত্রে হওয়ার কারণে অসুন্দর হয়। এভাবে বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই যে, হত্যা তার সত্তাগতভাবে একটি অসুন্দর বিষয়, বাহ্যিক কারণে তা সুন্দর। কারণ, তাহলে এর বিপরীতেও বলা যাবে, হত্যা সত্তাগতভাবে একটি সুন্দর বিষয়; কিন্তু বাহ্যিক কারণে তা অসুন্দর।

আমি বলতে চাই, আল্লাহর বিধান, আল্লাহর বিধান হওয়ার কারণেই সুন্দর। এর মাঝে আর কোনো রহস্য তালাশ করতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন, আমি কিছু হত্যার বিবরণ উল্লেখ করছি, যেগুলোতে অসৌন্দর্যের কোনো কিছুই নেই।

একটি বিষাক্ত সাপকে পিটিয়ে মেরে ফেলা। একটি হিংস্র নেকড়েকে পিটিয়ে মেরে ফেলা। একটি নিরীহ মাছকে শত আঘাতে শিকার করা। একটি বক ও পানকৌড়িকে বিষ প্রয়োগ করে শিকার করা। একটি সুন্দর হরিণীকে বিষাক্ত তির মেরে শিকার করা। পোষা হাঁস-মোরগকে নিজ হাতে জবাই করে, চামড়া ছিলে, টুকরো টুকরো করে গরম তেলে ছেড়ে দেওয়া। এ রকম হাজারো উদাহরণ আছে, যেগুলো কখনো অপরাধ হিসেবে বা অসুন্দর হিসেবে আমাদের মনের বারান্দায় উঁকিই মারেনি।

এর আরেক পিঠ দেখুন, শিয়াল যখন মুরগিকে ছিঁড়ে খায়, তখন আমাদের মনে দয়া জাগে। মুরগির ক্ষতস্থানে আমরা ওষুধ লাগিয়ে দেই; অথচ এতে শিয়ালের সামান্য সগিরা গোনাহও হয়নি। বোয়াল মাছ যখন পুঁটি মাছকে গিলে ফেলে, তখন আমাদের আফসোস হয়। চিল যখন মুরগির ছানা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তখন চিলকে আমাদের কাছে অনেক নির্দয় পাষাণ মনে হয়। কুকুর যখন শিয়ালকে ধাওয়া দেয় তখন আমাদের কাছে খুব ভালো লাগে, আবার বনবিড়াল যখন হাঁসের বাচ্চাকে তাড়া করে তখন সেই আমাদেরই একই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। অথচ তাদের কোনো পক্ষেরই সামান্যতম গোনাহও নেই।

আরেকটি চিত্র দেখুন, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক যখন পাকবাহিনীর কোনো সদস্যকে ধরে জবাইয়ের দৃশ্য দেখি, তখন আমাদের মন পুলকিত হয়ে উঠছে, আবার পাকবাহিনীর কোনো সদস্য কর্তৃক যখন মুক্তিবাহিনীর কোনো সদস্যকে হত্যার দৃশ্য দেখি, তখন পাকবাহিনীর সদস্যকে আমাদের কাছে পিশাচের মত মনে হচ্ছে। রাজাকার বা স্বেচ্ছাসেবক যখন পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে তখন তা একটি গালি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার এরকম কোনো বাহিনী যখন মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে তখন তারা দামাল ছেলে ও বীর বাঙালি হিসেবে খেতাব পেয়েছে।

তাই বলছিলাম, এসব প্রথাগত সুন্দর-অসুন্দরের নিয়ম-নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের একটি মূলনীতিভিত্তিক সুন্দর-অসুন্দরের অবকাঠামো তৈরি করে নিতে হবে। আর একজন তাওহিদবাদী মুসলিমের জন্য এটা একেবারেই সহজ। আমরা আমাদের প্রথাগত রুচিকে সুন্দর-অসুন্দরের মাপকাঠি না বানিয়ে যদি আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধানকে মাপকাঠি বানাই, তাহলে এর চেয়ে বাস্তবসম্মত ও সঠিক মাপকাঠি আর হতে পারে না। আমরা বলব, আল্লাহর প্রতিটি বিধান সুন্দর। আল্লাহর বিধানের প্রতিটি আগাগোড়া সুন্দর। আল্লাহর বিধানগুলো

সুন্দর-অসুন্দরে ভাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কিছু বিধান প্রকৃতিগতভাবে সুন্দর; আর কিছু বাহ্যিক কারণে সুন্দর—এমন বিভাজনের প্রয়োজন নেই। কোনো বিচারেই এমন বিভাজনের উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয় না।

এ পর্যায়ে একটি কথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের ফিকহশাস্ত্রের কোনো কোনো কিতাবে আল্লাহর হুকুমগুলো দুটি ভাগ করে দেখানো হয়েছে। একটি ভাগকে বলা হয়েছে তা প্রকৃতিগতভাবে সুন্দর, আরেকটি ভাগের ব্যাপারে বলা হয়েছে তা বহিরাগত কারণে সুন্দর। যার অর্থ দাঁড়ায়, দ্বিতীয় ভাগের বিধানগুলো প্রকৃতিগতভাবে সুন্দর নয়।

ফিকহের কিতাবাদিতে এ দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ হিসেবে আল্লাহর যে বিধানগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে এই উম্মতের নাদান, স্বার্থবাজ ও দাজ্জাল গোষ্ঠী শূকরের গোশত, মরা গরুর গোশত ও মদের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করতে শুরু করেছে। নাউজুবিল্লাহ!

ফিকহের কিছু কিতাবাদিতে আল্লাহর বিধানকে এই যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রকৃতিগত সুন্দর ও বহিরাগত কারণে সুন্দর, এ বিষয়ে আমার কয়েকটি পর্যবেক্ষণ:

ক. দ্বিতীয় ভাগের এ বিধানগুলো, যেগুলোকে বাহ্যিক কারণে সুন্দর বলা হয়েছে, সে বিধানগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য ফরজ বিধান। পক্ষান্তরে হারামখাদ্য গ্রহণের বিষয়টি অনন্যোপায় হলে তখনকার অনুমতি মাত্র। কোনো ফরজ বা ওয়াজিব বিধান নয়। অতএব, একান্ত বাধ্য হয়ে হারাম গ্রহণের অনুমতিকে যদি কেউ জিহাদের বিধানের সঙ্গে তুলনা করে, তাহলে সে জ্ঞানপাপী।

খ. ফিকহের কিতাবাদিতে আল্লাহর বিধানের এমন বিভক্তি অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে। বিশেষ কোনো মূলনীতিকে সহজবোধ্য করতে এ বিভাজনের দরকার পড়েছে। ফিকহের প্রাচীন কিতাবগুলোতে আল্লাহর বিধানকে সুন্দর-অসুন্দর দুটি ভাগে ভাগ করা হয়নি। অতএব, এ ধরনের বিভাজনকে সর্বসম্মত বলার সুযোগ নেই।

গ. ফিকহের কিছু কিতাবে বিবিধ যুক্তিতে আল্লাহর কিছু বিধানকে বহিরাগত কারণে সুন্দর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব যুক্তির ভিত্তিতে যদি তালিকা করা হয়, তাহলে এ তালিকা এত দীর্ঘ হবে যে, সেই দীর্ঘ তালিকায় আপনি কোনো-না কোনো যুক্তিতে সব ইবাদতকে

অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে, 'কাবাঘরের দিকে মুখ করে সিজদা করা মানে কাবাঘরকেই সিজদা করা, যা অনেকটা মূর্তিকে সামনে রেখে আল্লাহকে সিজদা করার মতো হয়ে যায়। অতএব, কাবার দিকে মুখ করে সালাত পড়া প্রকৃতিগতভাবে অসুন্দর; কিন্তু পৃথিবীর সকল মুসলমানকে একমুখী করতে কাবাকে কিবলা বানানো হয়েছে। অতএব, কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের বিধান বহিরাগত কারণে সুন্দর।' কেউ চাইলে এমন দাবি করতে পারে।

তাই বলছিলাম, আল্লাহর হুকুমকেই যদি আমরা সুন্দর ও অসুন্দরের মাপকাঠি বানাই, তাহলে আর কোনো সংশয় থাকে না। আল্লাহ যে কাজগুলো করতে বলবেন সেগুলো সুন্দর, আর যে কাজগুলো করতে নিষেধ করবেন সে কাজগুলো অসুন্দর। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সামনে কার কাছে কোনটা সুন্দর লেগেছে; আর কার কাছে কোনটা অসুন্দর লেগেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর বিধানগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ার কারণেই সুন্দর। যার কিছু আমাদের বুঝে আসবে, আর কিছু বুঝে আসবে না। কারও বুঝে আসবে, কারও বুঝে আসবে না। কোনোটি এখন বুঝে আসবে, আর কোনোটি পরে বুঝে আসবে; কিন্তু আমরা যদি আমাদের রুচি-প্রকৃতির ওপর ভরসা করে সুন্দর-অসুন্দর নির্ণয় করি এবং আল্লাহর বিধানের একটি অংশকে প্রকৃতিগতভাবে অসুন্দর বলে দিই, তাহলে এত বড় ভুল আর হতে পারে না। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। এ ক্ষেত্রে আমাদের অসাবধানতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

আল্লাহর সব বিধানই অবধারিত

আল্লাহর সব বিধানই অনিবার্য। অবধারিত। আল্লাহর যে বিধানগুলো ফরজ-ওয়াজিব বিধান হিসেবে প্রমাণিত, সে বিধানগুলোর প্রত্যেকটি অবধারিত। তা আদায় করতেই হবে। নির্ধারিত ফরজটি আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত ছুটি নেই। সালাত ফরজ হওয়ার পর—মাসআলা জানি না, পানি নেই, পানি তোলার বালতি নেই, বালতিতে রশি নেই, পানি পাক না নাপাক জানি না, কোথাও পানি পেলাম না, ঘড়ি নেই; তাই সালাতের ওয়াক্ত বুঝতে পারিনি, যার কাছে পানি আছে তার কাছে চাইলে সে দেবে কি না, পানি আনতে গেলে দীনের কোনো বদনাম হয়ে যায় কি না, পানি আনতে গেলে কোনো অন্যায়ের মুখোমুখি হতে হয় কি না, এ

সালাত মাফ হওয়ার কোনো অপশন নেই। ওজরগুলো সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সালাত মাফ হবে না। ফরজ দায়িত্বটি এমনকি সালাতের সময় পার হয়ে গেলেও মাথার ওপর ঝুলেই থাকবে।

আল্লাহর দেওয়া ফরজ বিধানগুলো এরকমই। দেখার বিষয় হচ্ছে ফরজ কি না। কেউ কোনো কিছু বলতে চাইলে এ বিষয়ে কথা বলতে পারে যে, ফরজ হওয়ার দাবিটি সহিহ কি না? ফরজ হওয়ার পক্ষের দলিলগুলো যথাযথ কি না? এক পক্ষ ফরজ বলার পর আরেক পক্ষ শুধু সন্দেহের ওপর ফরজিয়াতকে অস্বীকারের সুযোগ নেই। এক পক্ষ দলিল উপস্থাপনের পর অপর পক্ষ দলিলের বিপরীতে আর যা-ই বলবেন তার সবই হবে অযথা ও মূল্যহীন। দলিলভিত্তিক মাসআলা উপস্থাপনের পর দলিলভিত্তিক পর্যালোচনা ব্যতীত আর যা করা হবে তা হচ্ছে যথাক্রমে: নাদানি, স্বার্থপরতা, অহংকার ও দাজ্জালি।

সুতরাং আল্লাহর একটি বিধান ফরজ প্রমাণিত হওয়ার পর তা বাস্তবায়নের পথ খুঁজতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহে পথ খুঁজতে হবে। পথ খোঁজার প্রক্রিয়া সিরাত থেকে জেনে নিতে হবে। করণীয়গুলো ফিকহের কিতাব থেকে জেনে নিতে হবে। ফরজ আমল বাস্তবায়নের পদ্ধতি খুঁজতে হবে, এড়িয়ে যাওয়ার বাহানা পরিত্যাগ করতে হবে।

ধনী-গরিব চেনা বড় মুশকিল হয়ে গেছে, অতএব, জাকাত কীভাবে দেবো? এ ওজরে জাকাত মাফ হবে না। হজ কীভাবে করব? তাওয়াফ করতে গেলে খোলা চেহারার নারীদের মুখোমুখি হতে হয়। এ ওজরে হজ মাফ হবে না। ইমান-কুফর একাকার হয়ে গেছে। এ ওজরে সঠিক ইমান থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গরু জবাই করতে ভয় লাগে, রক্ত দেখলে হৃৎক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এ ওজরে কুরবানির ওয়াজিব দায়িত্ব মাফ হবে না। একটি মশা-মাছি মারতেও মনে ব্যথা লাগে। এ ওজরে আল্লাহর দুশমনকে হত্যার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

কারণ, দায়িত্বগুলো হচ্ছে অত্যাবশ্যক। আর যেসব ওজর দিয়ে আমরা ফরজগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাই, এগুলো কোনো ওজর নয়। এগুলো কখনো ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। আজও শত শত নাদান এমন আছে, যারা টুপি না থাকার ওজরে সালাত পড়ে না। প্যান্টটা ভালো নেই বলে ফরজ সালাত থেকে বিরত থাকছে; কিন্তু কোনো সুস্থ বিবেক কখনো এগুলোকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেনি। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে এই একই কথা।

ফরজ বিধানে দায়িত্বের বণ্টন নেই

দুনিয়াবি দায়িত্ব হোক বা আখিরাতের দায়িত্ব হোক, কিছু কাজ এমন আছে, যেখানে বণ্টন চলে না। শরিয়তের পরিভাষায় এ প্রকারের দায়িত্বগুলোকে বলা হয় ফরজে আইন। দুনিয়াবি পরিভাষায় তা হলো জীবনের মৌলিক চাহিদা। একটি পার্থিব উদাহরণ ও একটি শরয়ি উদাহরণ আমাদের পর্যালোচনায় আসতে পারে।

পার্থিব উদাহরণ হচ্ছে, খাওয়া ও পান করা। এ খাওয়া ও পান করা প্রত্যেকের জীবনের মৌলিক চাহিদা। পরিবারে একজন খানা খাবে, আরেকজন পান করবে, আরেকজন বাজার করবে; এভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা যায় না। হ্যাঁ, খাবার আয়োজনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বণ্টন করা যায়। একজন টাকা কামাই করবে তো একজন বাজার করবে, একজন জ্বালানি কাঠ জোগাড় করবে তো আরেকজন রান্না করবে। এভাবে দায়িত্ব বণ্টন করে নেওয়া যায়; কিন্তু শরীরের চাহিদাপূরণের স্বার্থে সবাইকে খেতে হবে।

শরয়ি উদাহরণ হচ্ছে সালাত। সালাত একটি ফরজে আইন ইবাদত। এখানে বাটোয়ারা চলে না। পরিবারের কেউ জুহর পড়বে তো কেউ আসর, কেউ মাগরিব পড়বে তো কেউ ইশা; ফরজিয়্যাত আদায়ের ক্ষেত্রে এমন কোনো সুযোগ শরিয়ত রাখেনি। হ্যাঁ, এর আয়োজনে দায়িত্ববণ্টন হতে পারে। একজন ইমাম হবেন, একজন মুআজ্জিন হবেন, একজন খাদিম হবেন, একজন মসজিদের নির্মাতা হবেন, একজন মিস্ত্রি হবেন; কিন্তু সালাত পড়তে হবে সবাইকে। কারণ এটা ফরজে আইন।

ফরজ বিধানের একটি প্রকার হলো ফরজে কিফায়া। এ ফরজে কিফায়া বলতে আমরা অনেকে মনে করি কিছু ঐচ্ছিক কাজ, যা করলেও করা যায়, আবার না করলেও সমস্যা নেই। আসলে বিষয়টি এরকম নয়। ফরজে কিফায়া এমন কিছু দায়িত্ব, যা সম্পাদন করতেই হবে। এ দায়িত্ব সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে কাজটি কেউ আদায় করে নিলে অন্যদের তা করতে হয় না। তবে কাজটি সম্পন্ন হওয়া জরুরি। দায়িত্বটি আদায় না হলে সবাই গুনাহগার হবে এবং দায়িত্বটি সবার ওপর ঝুলে থাকবে। প্রত্যেককেই এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

যাই হোক, শরিয়তের কোনো একটি বিধান যখন ফরজে আইন হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন দায়িত্বটি একক ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়, তার হয়ে অন্য কেউ আদায়ের অবকাশ নেই। হ্যাঁ, কাজটি সম্পাদনের জন্য যে আয়োজন, সেখানে দায়িত্বের বণ্টন হতে পারে। কেউ আমির হবেন, কেউ তিরন্দাজ হবেন, কেউ আর্টিলারি কোরের দায়িত্ব সামলাবেন, কেউ সিগন্যাল কোরের দায়িত্ব সামলাবেন,

কেউ রসদ সরবরাহকারী হবেন, কেউ বারুদ সরবরাহকারী হবেন ইত্যাদি ইত্যাদি দায়িত্বের বণ্টন হতে পারে।

এখান থেকে আমরা সহজে যে উপসংহারে পৌঁছতে পারি তা হচ্ছে, আমরা মনে করি একজন মুমিনের ওপর একটা স্তর পর্যন্ত ইলমে দীন শেখা ফরজে আইন, ইলমে দীন শেখানো ফরজে আইন, সালাত ফরজে আইন, রোজা ফরজে আইন, জিহাদ ফরজে আইন, হালাল খাওয়া ফরজে আইন, সত্য বলা ফরজে আইন, জিহাদের প্রস্তুতি ফরজে আইন, স্ত্রীর ভরণপোষণ ফরজে আইন, বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করা ফরজে আইন।

কোনো নির্দিষ্ট একজনের ব্যাপারে যদি বলা হয়, এ বিধানগুলোর প্রত্যেকটি তার ওপর ফরজে আইন, তখন ওই ব্যক্তির ওপর আরোপিত ১০টি ফরজে আইনের ১০টিই তাকে আদায় করতে হবে। এর যেকোনোটি আদায়ের ব্যস্ততা অপর ফরজগুলো থেকে অব্যাহতি দেবে না। ফরজে আইনটি যার উপর ফরজ তাকেই তা আদায় করতে হবে। যদি ১০টি ফরজে আইন বাস্তবেই একব্যক্তির জন্য অসম্ভব হতো তাহলে তা ফরজ করা হতো না। আমরা যখন এ কথা মেনে নিয়েছি যে, এগুলোর প্রত্যেকটি ফরজে আইন এবং তা একই ব্যক্তির ওপর, তখন আমাদের এ কথা মানতেই হবে যে, এটা সম্ভব। অসম্ভব কোনো দায়িত্ব আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর চাপিয়ে দেবেন না। এটাই সত্য।

এখন যুক্তি ও দলিলের আলোকে যে বিষয়গুলো সম্ভব প্রমাণিত হলো, তা যে বাস্তবেও সম্ভব তা অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন সিরাতপাঠ। সিরাতে নজর বুলালে আমরা বুঝতে পারব, একজন মুজাহিদ কীভাবে জিহাদের সফরে ও জিহাদের ময়দানে ইলমচর্চা করতে পারে। শত্রুর দিকে তির তাক করেও কীভাবে ইসতিফতা ও ইফতা করতে পারে। চতুর্দিক হতে উত্থিত তরবারির মাঝেও কীভাবে সালাত আদায় করতে পারে। ১০-২০টি ফরজে আইন কীভাবে আদায় করতে পারে। দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত থেকেও কীভাবে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে পারে। বিশ্বের সকল কুফরি শক্তির বদনজরের সামনেও কীভাবে শত্রুনিধনের প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে।

সিরাতপাঠ যদি হয় পরীক্ষায় পাসের জন্য, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারগুলো সমৃদ্ধির জন্য তাহলে এ সিরাতকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করা যাবে না। সিরাতের আলোকে জীবন সাজিয়ে তোলা যাবে না।

সিরাত একটি বাস্তব সত্য, এ কথা মনের মাঝে গেঁথে নিতে হবে। রাসুলে আরাবি ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা আজও পালনপর আমল, এ কথা বিশ্বাস করতে পারলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিটি বিধান আমাদের জন্য পালন করা সহজ হয়ে যাবে।

ফজিলত ও ফরজ দায়িত্ব

আল্লাহপ্রদত্ত আদেশ-নিষেধগুলোর দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার শরয়ি অবস্থান অর্থাৎ, ফরজ-ওয়াজিব হওয়া, আরেকটি হচ্ছে তার ফজিলত বা প্রতিদান।

শরয়ি অবস্থান বা দায়িত্বের দিকটি হচ্ছে, আল্লাহ যে কাজটি করতে বলেছেন তা করতেই হবে। এর বিনিময়ে কোনো সাওয়াবের ওয়াদা থাকুক বা না থাকুক। নিজের ইমানি অবস্থা সবল হোক বা দুর্বল, সর্বাবস্থায় তা অবশ্যপালনীয়। আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও করতে হবে, না থাকলেও করতে হবে।

আর ফজিলতের বিষয়টি হচ্ছে, আল্লাহপ্রদত্ত আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চললে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কিছু পুরস্কারের ঘোষণা আছে। প্রত্যেকটি বিধানের কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত থাকে, যা আরেকটির ক্ষেত্রে থাকে না।

আল্লাহপ্রদত্ত বিধানগুলোর একটি স্বভাব হলো এমন যে, যে হুকুমটি যত সুচারুরূপে আদায় করা হবে বিনিময়ে তার ফজিলত ও পুরস্কার তত বেশি হবে।

ফজিলত ও দায়িত্ব এ দুটি বিষয়কে তার অবস্থান অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে ভুল হলে শরিয়তের বিধানগুলো আমরা যথাযথ পালন করতে পারব না। এ জন্য বিষয়টি স্পষ্ট থাকা দরকার। বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বললে পাঠকের জন্য আশা করি বুঝতে সহজ হবে। রোজা একটি ফরজ বিধান। এর ফজিলত আমাদের কমবেশি সবারই জানা আছে। হাদিসে এসেছে, রোজাদারের রোজার প্রতিদান আল্লাহ স্বয়ং দেবেন। আরেক হাদিসে এসেছে, যে রোজাদার মিথ্যা বলা ও গিবত করা ছাড়বে না আল্লাহর দরবারে তার উপবাস করা ও খানাপিনা ছেড়ে কষ্টের কোনো মূল্য নেই।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, কোনো মিথ্যুক ও গিবতকারীর উপর রোজা রাখা ফরজ কি না? তাহলে এর উত্তরে কী বলা হবে? বলা হবে, হ্যাঁ ফরজ। একইভাবে যদি প্রশ্ন করা হয়, রোজা অবস্থায় মিথ্যা কথা বললে বা গিবত করলে তার রোজা ভেঙে যাবে কি না? তার ফরজ দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে কি না? তার কাজা বা কাফ্ফারা দিতে হবে কি না? তখন উত্তরে বলা হবে, তার রোজা ভাঙবে না। তার রোজার ফরজ দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। তার উপর ওই রোজার কাজা ও কাফ্ফারা আসবে না। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, রোজার যে অসংখ্য ফজিলত

রয়েছে তা সে পাবে কিনা? তখন উত্তর হবে, না-বাচক। আর সে রোজার ফজিলত এবং পুরস্কারগুলো থেকে বঞ্চিত হবে।

এ উদাহরণটিরই আরেকটি দিক রয়েছে। রোজার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, রোজার বিনিময় হচ্ছে জান্নাত এবং রোজার বিনিময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে দেবেন। এখন এর সহজ একটি সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসতে পারে, যে রোজা রেখেছে তার জন্য তো জান্নাতের ফায়সালা হয়েই গেছে। আর যে আমলের বিনিময় সরাসরি আল্লাহ দেবেন সে আমল করার পর তো জান্নাত হাতছাড়া হওয়ার কথাই আসে না।

এ সিদ্ধান্তের উপর ভর করে কেউ যদি আরেক কদম সামনে এগিয়ে বলে যে, রোজা আদায়ের কারণে জান্নাতের ফায়সালা যেহেতু হয়ে গেছে, তাহলে ফরজ সালাত, ফরজ হজ, ফরজ জাকাত ইত্যাদি আদায় না করলেও আর কোনো সমস্যা নেই। কেউ যদি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, তাহলে তার এ সিদ্ধান্তকে ভুল বলা হবে নাকি শুদ্ধ বলা হবে? নিশ্চয় ভুল বলা হবে।

এ প্রসঙ্গেই আমরা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাচ্ছি। যথাক্রমে :

১. যখন দুটি আমল অনিবার্য দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে, তখন একটি দায়িত্বের ব্যস্ততার ওজরে আরেকটি দায়িত্ব থেকে ছুটি পাওয়া যাবে না।

২. একটি দায়িত্বের ফজিলত ও পুরস্কার দিয়ে আরেকটি দায়িত্বের শূন্যস্থান পূরণ হবে না। অতএব, একটি ফরজ আমল বেশি করে আরেকটি ফরজ আমল ছেড়ে দেওয়ার পদ্ধতিটি সঠিক নয়।

৩. কারও ইখলাসের দুর্বলতা থাকলেও তার সালাত পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে। ইখলাসের দুর্বলতার কারণে ফজিলত ও পুরস্কার কম পাবে; কিন্তু তার ফরজ দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

৪. লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য ফরজ আদায় করলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে। লৌকিকতার আশঙ্কায় ফরজ আমল থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই।

৫. ইসলামের ব্যাপারে অমুসলিমদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এমন আশঙ্কায় ফরজ আমল থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই; বরং ইসলামের কোনো ফরজ আমল করতে গেলে যদি কারও কাছে লজ্জা অনুভব হয়, তাহলে তার ইমানের সমস্যা হয়ে যেতে পারে।

সারকথা হচ্ছে, একটি ফরজ আমলের প্রসঙ্গকে অন্য কোনো আমলের আলোচনা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার প্রবণতা কখনো কোনো বিজ্ঞ মুখলিস মুসলমানের থাকতে পারে না। যে এমনটি করতে চাইবে, সে হয়তো মূর্খ-জাহিল নয়তো মুলহিদ-জিন্দিক।

জিহাদ হচ্ছে ইসলামি ভবনের ছোট্ট একটি তালা

যারা জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহকে একটি ছোট্ট আমল হিসেবে ভাবতে পছন্দ করেন, আমি তাদের উদ্দেশে বলব, জিহাদ হচ্ছে ইসলামের সকল বিধিবিধান সংরক্ষণের প্রহরী। ইসলাম নামক ভবনটির সদর দরজার তালাটি হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এই প্রহরী ও তালাকে আপনাদের কাছে অনেক তুচ্ছ মনে হলেও তা ছাড়া ইসলামের এ বিশাল ভবনটি নিরাপদ নয়। আপনাদের বিচারে যে তালা ও প্রহরী অত্যন্ত নগন্য, সে তালা ও প্রহরীর অভাবেই আজ ইসলাম নামক ভবনটির সকল দামি আসবাব লুট হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর জমিনের মূল মালিকদের আজ তাদের ভবন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চোর-ডাকাতরা চেয়ার দখল করে বসেছে। তারা আজ মালিক সেজে বসে আছে। আর আল্লাহর বাধ্য বান্দারা আল্লাহর দুশমনদের দ্বারে দ্বারে করুণা ভিক্ষা করে চলেছে।

এ কারণে হাদিস শরিফে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহকে দুটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। এক. জিহাদকে মুসলমানদের মানসম্মানের চাবিকাঠি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখনই মুসলমান জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন তারা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবে। দুই. জিহাদকে ইসলামের সুউচ্চ চূড়া বলা হয়েছে।

পৃথিবীতে যত রকমের মালিকানা আছে, স্বত্বাধীন যত রকমের বস্তু আছে, তার প্রত্যেকটির জন্য প্রহরী আছে, তার প্রত্যেকটির জন্য সুরক্ষাব্যবস্থা আছে। একটি চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ব্যবসাকেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতো প্রতিটি ব্যবসাকেন্দ্রের জন্য প্রহরী আছে। কারণ, এ ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর শত্রু আছে, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ভয় আছে।

পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ও পশ্চাৎপদ দেশ থেকে শুরু করে সর্ববৃহৎ ও সর্বোন্নত প্রতিটি দেশের জন্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। কারণ প্রত্যেকটি দেশের শত্রু আছে, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ভয় আছে।

পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে, প্রহরী আছে, তালা আছে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ যাবতীয় কাফেলার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। প্রতিটি ভ্রষ্ট ধর্মবিশ্বাসের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে।

প্রতিটি মুসলমান এ কথা জানে, আদমসন্তানের শত্রু আছে। আল্লাহকে এক সত্তা হিসেবে বিশ্বাসকারীদের শত্রু আছে। তাওহিদে বিশ্বাসীদের শত্রু তো ঘোষণা দিয়ে শত্রুতা শুরু করেছে। আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ শত্রুতা শুরু হয়েছে। তাওহিদের বিশ্বাসের সূচনালগ্ন থেকে এ শত্রুতা শুরু হয়েছে। তাওহিদের বিশ্বাসকে অস্বীকারকারী সবাই মুসলমানের শত্রু। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৮০০/৯০০ কোটি হয়ে থাকলে, তার ৭০০ কোটিই মুসলমানদের শত্রু।

তারা যে মুসলমানদের শত্রু, সে কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন। তারা যে তাওহিদের বিশ্বাসীদের শত্রু, সে কথা সকল যুগের সকল নবিগণ বলে গিয়েছেন। তারা যে আমাদের শত্রু, সে কথা রাসুলে আরাবি ﷺ বলে দিয়েছেন। তারা যে মুসলমানদের শত্রু, সে স্বীকারোক্তি তাদের মুখেই রয়েছে। হাজার বছর ধরে তারা তাওহিদে বিশ্বাসীদের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছে। শত্রুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে চলেছে।

মুসলিম জনগোষ্ঠী। যাদের এমন শত্রু আছে। যাদের ইমান, আমল, মানসম্মান, ধনসম্পদ, শক্তিসামর্থ্য সবকিছু চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই করার মতো কোটি কোটি চোর-ডাকাত আছে। এমন জনগোষ্ঠী, এমন আসমানি সভ্যতা, এমন সম্মানের অধিকারী একটি কাফেলার জন্য কি কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থাকবে না? তাওহিদবাদীদের কি এক আল্লাহ কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বাতলে দেননি? আল্লাহর জমিনের প্রকৃত মালিকদের আল্লাহ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেননি?

দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দিয়েছেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁর জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অনুশীলন করে গেছেন। পরবর্তীদের জন্য কাফেলা প্রস্তুত করে দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ। তাওহিদে বিশ্বাসীদের সকল শত্রুকে বিনাশের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। এটি স্বীকৃত, অনিবার্য, অবধারিত। তা করতেই হবে।

অতএব, এ আমলটি ছোট নাকি বড় তা যাচাইয়ের কী প্রয়োজন? এ আমলটি সত্তাগত না বহিরাগত কারণে সুন্দর তার পেছনে সময় ব্যয়ের কী প্রয়োজন?

এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পর এবার আসুন মূল পাঠ সরোবরে অবগাহন করি।

সাহায্যপ্রাপ্ত দল

একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে

১. মুগিরা ইবনু শুবা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি যখন কিয়ামত এসে যাবে, তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।[৪]

বুখারির অন্য বর্ণনায় হাদিসটি এভাবে এসেছে,

لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একটি দল থাকবে, যারা আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে জয়ী থাকবে।[৫]

কারও অসহযোগিতা ও বিরোধিতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না

২. মুআবিয়া রা. বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ عُمَيْرٌ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَاذٌ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ

আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি—'আমার উম্মত থেকে একটি দল সবসময় আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের

৪ *সহিহ বুখারি* : ৩৬৪০; *সহিহ মুসলিম* : ১৯২১। বি. দ্র. *সহিহ মুসলিমে* মালিক ইবনু ইয়ুখামির রাহ.-এর মন্তব্যটি উল্লেখ করা হয়নি।

৫ *সহিহ বুখারি* : ৭৪৫৯।

অসহযোগিতা করবে কিংবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা এদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে।' মালিক ইবনু ইয়ুখামির রাহ. বলেন, আমি মুআজ রাহ.-কে বলতে শুনেছি, তাঁরা হবে শামের লোক।[৬]

বুখারির অন্য বর্ণনায় একটি বাক্য এভাবে এসেছে,

مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ

যারা তাদের মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে বা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৭]

সহিহ মুসলিমে সাওবান রা.[৮] এবং জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা.[৯] থেকেও একই হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদরা সাহায্যপ্রাপ্ত দল

৩. জাবির ইবনু সামুরা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

এই দীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মুসলমানদের একটি দল এর ওপর লড়াই চালিয়ে যাবে, যতদিন-না কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়।[১০]

মুজাহিদরা শত্রুদের মোকাবিলায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হবে

৪. আবদুর রহমান ইবনু শিমাসাহ রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي

৬ *সহিহ বুখারি*: ৩৬৪১; *সহিহ মুসলিম*: ১০৩৭।
৭ *সহিহ বুখারি*: ৭৪৬০।
৮ *সহিহ মুসলিম*: ১৯২০।
৯ *সহিহ মুসলিম*: ১৯২৩।
১০ *সহিহ মুসলিম*: ১৯২২।

يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَلْ، «ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ»

একদা আমি মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদ রা.-এর কাছে বসা ছিলাম। তাঁর কাছে তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. উপস্থিত ছিলেন। সে সময় আবদুল্লাহ রা. বললেন, কিয়ামত কেবল সৃষ্টির নিকৃষ্টতম লোকদের ওপরই অনুষ্ঠিত হবে। তারা জাহিলি যুগের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হবে। তারা আল্লাহর কাছে যে বস্তুর জন্যই দুআ করবে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন।

তারা যখন এ আলোচনায় ছিলেন, এমন সময় উকবা ইবনু আমির রা. সেখানে এলেন। তখন মাসলামা রা. বললেন, হে উকবা, শুনুন, আবদুল্লাহ কী বলেছেন। তখন উকবা রা. বললেন, তিনিই তা ভালো জানেন। তবে আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করে যাবে। তাঁরা তাঁদের শত্রুদের মোকাবিলায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। এভাবে চলতে চলতে তাঁদের নিকট কিয়ামত এসে যাবে আর তারা এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

আবদুল্লাহ রা. বললেন, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ একটি বায়ুপ্রবাহ পাঠাবেন। সে বায়ুপ্রবাহের ঘ্রাণ হবে কস্তুরির সুঘ্রাণের মতো এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের মতো। সে বায়ু এমন কোনো লোককে অবশিষ্ট রাখবে না, যার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ইমান থাকবে। তা তাদের সকলের প্রাণ সংহার করে নেবে। তারপর কেবল নিকৃষ্টতম লোকগুলোই বাকি থাকবে, যাদের ওপর কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।'[১১]

পশ্চিম দেশীয়রা সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে

৫. সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

---

১১ *সহিহ মুসলিম*: ১৯২৪।

لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ"

কিয়ামত পর্যন্ত পশ্চিম দেশীয়রা[১৩] বরাবর হকের ওপর বিজয়ী থাকবে।[১৪]

শামবাসীদের সঙ্গে উম্মতের ভাগ্য নির্ধারিত

৬. মুআবিয়া ইবনু কুররা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

যখন শামবাসীরা খারাপ হয়ে যাবে, তখন তোমাদের মধ্যে আর কোনো কল্যাণ থাকবে না। তবে আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সব সময়েই সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) থাকবে। যে-সকল লোক তাদের সহযোগিতা পরিত্যাগ করবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।[১৫]

মুজাহিদদের সর্বশেষ জিহাদ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ

৭. ইমরান ইবনু হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের পক্ষে জিহাদ করতে থাকবে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহ দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।[১৬]

---

১২ قال علي بن المديني: المراد بأهل الغرب العرب. والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا. وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرض. وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك قال القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب أهل الشدة. والجلد وغرب كل شيء حده.

১৩ অর্থাৎ আরব বা শামবাসী। [*মুখতাসারু শারহি মুসলিম লিন-নববি* : ৫/১৮৫]।

১৪ *সহিহ মুসলিম* : ১৯২৫।

১৫ *সুনানুত তিরমিজি* : ২১৯২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৬। তবে *ইবনু মাজাহে* শামবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। হাদিসটি সহিহ।

১৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪৮৪; *সহিহ মুসলিম* : ১০৩৭। *সহিহ মুসলিমে* 'দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে'-এর স্থলে 'কিয়ামত পর্যন্ত' উল্লেখিত হয়েছে। হাদিসটি সহিহ।

একই ধরনের হাদিস উমর ইবনুল খাত্তাব রা.[১৭] এবং আবু হুরায়রা রা.[১৮] থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদরা কারও সহযোগিতা বা অসহযোগিতার পরোয়া করে না

৮. মুআবিয়া রা. একদিন ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন,

أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ»

তোমাদের আলিমগণ কোথায়? তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা লোকদের ওপর বিজয়ী থাকবে। কারা তাদের লাঞ্ছিত করতে উদ্যত বা সাহায্য করতে আগ্রহী, এ নিয়ে তাদের কোনো পরোয়া থাকবে না।[১৯]

আল্লাহ সবসময় তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত বান্দা সৃষ্টি করবেন

৯. আবু ইনাবা খাওলানি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ

আল্লাহ সর্বদা এই দীনের মধ্যে একটি গাছ রোপণ করতে থাকবেন (এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন) যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবেন।[২০]

প্রতিটি ঘরে দীন প্রবেশ করা অবধি জিহাদ চলমান থাকবে

১০. তামিম দারি রা. বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ

---

১৭ *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৭৭। হাদিসটির সূত্রপরম্পরা ভালো পর্যায়ের।

১৮ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭। হাদিসটি সহিহ।

১৯ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৯। হাদিসটি সহিহ।

২০ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৮। হাদিসটি হাসান।

ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ "وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، يَقُولُ: "قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ"

আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'এই দীন সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখানে রাত ও দিন পৌঁছায় (অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে)। আল্লাহ তাআলা মফস্বল ও নগরের এমন কোনো ঘর বাদ রাখবেন না, যেখানে তিনি এই দীন প্রবেশ করাবেন না—সম্মানী ব্যক্তির সম্মানের সঙ্গে বা লাঞ্ছিত ব্যক্তির লাঞ্ছনার সঙ্গে; এমন সম্মান, যার দ্বারা তিনি ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন লাঞ্ছনা, যার দ্বারা তিনি কুফরকে লাঞ্ছিত করবেন।' তামিম দারি রা. বলতেন, আমি আমার পরিজনদের মধ্যে এটা দেখতে পেয়েছি। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের কল্যাণ, মর্যাদা ও সম্মান লব্ধ হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের লাঞ্ছনা, হীনতা ও জিজয়ার বোঝা আক্রান্ত করেছে।[২১]

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রা. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে।[২২]

ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ অবধি শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

১১. ইবনু হারমালা রাহ. তাঁর খালার সূত্রে বর্ণনা করেন,

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ إِصْبَعَهُ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبٍ فَقَالَ: " إِنَّكُمْ تَقُولُونَ لَا عَدُوَّ وَإِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ عَدُوًّا حَتَّى يَأْتِيَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْعُيُونِ، صُهْبُ الشِّعَافِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ "

রাসুল ﷺ বিচ্ছুর দংশনের কারণে হাতে পট্টি বাঁধা অবস্থায় ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা বলছ শত্রু নেই; অথচ নিশ্চয়ই তোমরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে থাকবে, যাবৎ-না ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটে। যারা হবে চওড়া মুখাবয়ব, ছোট ছোট চোখ

---

২১ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৯৫৭। হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহিহ।

২২ *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৮১৪। সনদ সহিহ।

এবং লালচে চেহারার অধিকারী। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। তাদের মুখমণ্ডল হবে যেন পেটানো চামড়ার ঢাল।'[২৩]

মুজাহিদরা সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষে যুদ্ধ করে যাবে

১২. উতবা ইবনু আব্‌দ রা. বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقِتَالِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوْجَبَ هَذَا" وَقَالُوا حِينَ أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ: إِذَنْ يَا رَسُولَ اللهِ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: {اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، إِنَّا مَعَكُمَا مِنَ الْمُقَاتِلِينَ

রাসুল ﷺ যুদ্ধের আদেশ দিলেন। সে সময় তাঁর এক সাহাবির গায়ে তির বিদ্ধ হলো। তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'সে (জান্নাত) অপরিহার্য করে নিয়েছে।' তিনি যখন সাহাবিদের যুদ্ধের আদেশ দিলেন তখন তারা বলল, 'তাহলে আল্লাহর রাসুল, বনি ইসরাইল যেমনটি বলেছে, আমরা তা বলব না। তারা (মুসা আ.-কে) বলেছিল, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করো। আমরা তো এখানে বসে থাকব।' বরং আমরা বলব, আপনি এবং আপনার প্রতিপালক যুদ্ধ করুন। নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'[২৪]

---

২৩ *মুসনাদু আহমাদ*: ২২৩৩১। হাদিসটির সনদ দুর্বল।

২৪ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৭৬৪১, ১৭৬৪৫, ১৭৬৪৬।

জিহাদের লক্ষ্য ও ফজিলত

জিহাদ সর্বোত্তম আমল

১৩. আবু হুরায়রা রা. বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لاَ أَجِدُهُ» قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟»، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ»

এক ব্যক্তি রাসুলের নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। তারপর বললেন, তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে পড়ে, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকবে, কোনো আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙবে না। লোকটি বলল, এটা কার দ্বারা সম্ভব! আবু হুরায়রা রা. বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া রশির দৈর্ঘ্য পর্যন্ত এগিয়ে যায়, এতেও তার জন্য নেকি লেখা হয়।[২৫]

সহিহ মুসলিমে বর্ণনাটি এভাবে এসেছে,

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى»

২৫ *সহিহ বুখারি* : ২৭৮৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৮।

একদা নবিজিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তুল্য আর কী আছে? তিনি বললেন, তোমরা কেউ তা করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, প্রশ্নকারীরা কথাটা দুবার বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রত্যেকবারই তিনি বললেন, তোমরা তা পারবে না। তৃতীয়বার তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে অবিরাম সিয়াম পালনকারী, সালাতে দণ্ডায়মান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সমীপে পূর্ণ অনুগত ব্যক্তির মতো; যে সিয়ামে বা কিয়ামে ক্লান্তিবোধ করে না—যতক্ষণ-না আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে।[২৬]

মুজাহিদ সর্বোত্তম ব্যক্তি

১৪. আবু সায়িদ খুদরি রা. বলেন,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»

জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসুল, মানুষের মধ্যে কে উত্তম? আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, সেই মুমিন, যে নিজের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সাহাবিগণ বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, সেই মুমিন, যে পাহাড়ের কোনো গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদের নিরাপদ রাখে।[২৭]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় শেষ বাক্যটি এভাবে এসেছে,

مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

সেই মুমিন, যে পাহাড়ের কোনো গুহায় নিজ প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদতে থাকে এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদের নিরাপদ রাখে।[২৮]

---

২৬ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৭৮।

২৭ *সহিহ বুখারি*: ২৭৮৬।

২৮ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৮৮; *সহিহ বুখারি*: ৬৪৯৪।

হয়তো গাজি, নয়তো শহিদ

১৫. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর ওপর ইমান এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমানের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে তার পুণ্য বা গনিমতসহ ঘরে ফিরিয়ে আনব কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর আমার উম্মতের ওপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম, তবে আমি কোনো সেনাদলের সঙ্গে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা ভালোবাসি যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই। পুনরায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই। এরপর পুনরায় নিহত হই।[২৯]

অন্যত্র হাদিসটি এভাবে এসেছে,

تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনিমত লাভ করেছে তা-সহ তাকে ঘরে ফেরাবেন, যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।[৩০]

সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي

---

২৯ *সহিহ বুখারি* : ৩৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৬। আরও দ্রষ্টব্য—*সুনানুন নাসায়ি* : ৩১২৩।

৩০ *সহিহ বুখারি* : ৩১২৩, ৭৪৫৭, ৭৪৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৬। আরও দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি* : ২৭৮৭।

وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যখন আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার প্রতি ইমান এবং আমার রাসুলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে, তখন আমারই জিম্মায় বর্তায় যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব নতুবা সে তার যে বাসস্থান থেকে বেরিয়েছিল, তার প্রাপ্য সাওয়াব ও গনিমতসহ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনব। কসম সে পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আল্লাহ তাআলার পথে যে ব্যক্তি যে পরিমাণই জখম হোক না কেন, কিয়ামতের দিন সে ঠিক সেই জখমি অবস্থায়ই উপস্থিত হবে; জখমের বর্ণ হবে রক্তবর্ণ আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরির।

কসম সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অভিযানে লিপ্ত দলে যোগদান না করে ঘরে বসে থাকতাম না; কিন্তু আমার এমন সামর্থ্য নেই—যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের সকলের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করব, আর তাদের নিজেদেরও সে সংগতি নেই (যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়ে বের হবে)। আর তাদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর হবে যে, (আমি যুদ্ধে বেরোবার পর আমার সঙ্গে না গিয়ে) তারা পেছনে পড়ে থাকবে। কসম সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমার একান্ত ইচ্ছা হয় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করি আর তাতে শহিদ হই। তারপর আবার

জিহাদ করি, আবারও শহিদ হই। এরপর আবারও জিহাদ করি এবং আবারও শহিদ হই।[৩১]

রাসুলের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

১৬. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারি দিতে পারব না বলে আশঙ্কা করতাম, তাহলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী না হয়ে থাকতাম না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কামনা করি, আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, তারপর শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহিদ করা হয়।[৩২]

শহিদের রক্ত থেকে মিশকের সুগন্ধি ছড়াবে

১৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ

সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে—আর আল্লাহই ভালো জানেন, কে তাঁর পথে আহত হবে—কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্তের রংয়ে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশকের সুগন্ধি ছড়াবে।[৩৩]

---

৩১ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৬।

৩২ *সহিহ বুখারি* : ২৭৯৭। আরও দ্রষ্টব্য— *সহিহ বুখারি* : ২৯৭২।

৩৩ *সহিহ বুখারি* : ২৮০৩।

জিহাদের পথে দু-পা ধূলিমাখা হওয়ার ফজিলত

১৮. আবদুর রহমান ইবনু জাবর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

আল্লাহর পথে যে বান্দার দু-পা ধূলিযুক্ত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে—এরূপ হবে না।[৩৪]

সুনানুত তিরমিজি ও *মুসনাদু আহমাদে* হাদিসের শেষাংশ এভাবে এসেছে,

فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

সেই দুই পা জাহান্নামের জন্য হারাম।[৩৫]

সর্বোত্তম জীবন মুজাহিদের জীবন

১৯. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ

সর্বোত্তম জীবন হলো সে ব্যক্তির জীবন, যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শোনামাত্র পত্রপাঠ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে বেরিয়ে পড়ে যথাস্থানে শত্রুকে হত্যা করে এবং নিজ শাহাদাতের সন্ধান করে। অথবা ওই লোকের জীবন উত্তম, যে ছাগপাল নিয়ে কোনো পাহাড়চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর যথারীতি সালাত আদায় করে, জাকাত দের এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। মানুষের মধ্যে সে কেবল মঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে।[৩৬]

---

৩৪ *সহিহ বুখারি* : ২৮১১, ৯০৭।

৩৫ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৩২; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৯৪৭, ২১৯৬২।

৩৬ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৮৯।

তিন প্রকার ব্যক্তির দায়িত্বশীল স্বয়ং আল্লাহ তাআলা

২০. আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। তারপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকি ও গনিমতসহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি আগ্রহসহকারে মসজিদে যায়, আল্লাহ তার দায়িত্বশীল। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকি ও গনিমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সালাম বিনিময় করে, আল্লাহ তার জিম্মাদার।[৩৭]

অবিচলতার সঙ্গে শাহাদাত বরণকারী বান্দার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট

২১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْهَزَمَ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ

আমাদের মহান রব ওই ব্যক্তির প্রতি বিস্মিত (সন্তুষ্ট) হয়েছেন, যে মহান আল্লাহর পথে জিহাদে রত হয়েছে। তার সাথিরা পালিয়ে গেছে;

৩৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪৯৪। হাদিসটি সহিহ।

কিন্তু সে জানতে পারল, তার ওপর আল্লাহর হক রয়েছে। কাজেই সে পুনরায় (যুদ্ধের ময়দানে) ফিরে গেল। এরপর তার রক্ত বিলিয়ে দিয়ে শহিদ হয়ে গেল। মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, আমার বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখো, সে আমার কাছে সাওয়াবের আশা নিয়ে এবং আমার আজাবকে ভয় করে (যুদ্ধের ময়দানে) ফিরে গিয়ে নিজের রক্ত প্রবাহিত করেছে।[৩৮]

জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তনের ফজিলত

২২. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ

যুদ্ধ থেকে ফেরা যুদ্ধে যোগদানের মতোই নেকির কাজ।[৩৯]

জিহাদের পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না

২৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.

আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে লোক কাঁদে, তার জাহান্নামে যাওয়া এরূপ অসম্ভব, যেমন অসম্ভব দোহনকৃত দুধ আবার ওলানের মধ্যে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ তাআলার পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না।[৪০]

হত্যাকারী মুসলমান ও নিহত কাফির জাহান্নামে একত্র হবে না

২৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي

---

৩৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৩৬। হাদিসটি হাসান।

৩৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪৮৭। হাদিসটি সহিহ।

৪০ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৩৩, ২৩১১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১০৭-৩১০৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৭৪। হাদিসটি সহিহ। উল্লেখ্য, *ইবনু মাজাহ* ও *নাসায়ির* এক বর্ণনায় হাদিসের শব্দে খানিকটা ভিন্নতা আছে; তবে মর্ম ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ

যে মুসলমান কোনো কাফিরকে হত্যা করেছে, এরপর সঠিক ও সরল পথে অবিচল থেকেছে, সে এবং ওই কাফির জাহান্নামে একত্র হবে না। কোনো মুমিনের পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলা এবং জাহান্নামের আগুনের শিখা একত্র হবে না। আর আল্লাহর বান্দার অন্তরে ইমান ও হিংসা একত্র হবে না।[৪১]

আল্লাহ স্বয়ং মুজাহিদের দায়িত্বশীল

২৫. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ، إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ

আমার যে বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে; আমার জিম্মায় রইল—আমি তাকে ফিরিয়ে আনব। যদি আমি তাকে ফিরিয়ে আনি, তাহলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনব তার পুণ্য ও গনিমতের সম্পদসহ। আর যদি আমি তার প্রাণ কবজ করি, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো এবং তার প্রতি রহমত বর্ষণ করব।[৪২]

আল্লাহর পথের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত

২৬. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা—আর আল্লাহ তাঁর পথে

৪১ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১১৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৪৭৯। হাদিসটি হাসান। আরও দ্রষ্টব্য—*সুনানুন নাসায়ি* : ৩১১০-৩১১৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪৮০, ৮৫১২, ৯৬৯৩।

৪২ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১২৬। হাদিসটি সহিহ। আরও দ্রষ্টব্য—*তিরমিজি* : ১৬২০।

জিহাদকারীদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত—ওই সিয়াম পালনকারীর মতো, যে রাত জেগে ইবাদত করে, আল্লাহকে ভয় করে, রুকু করে এবং সিজদা করে।[৪৩]

মুজাহিদ সকল কল্যাণ লাভকারী এবং সকল অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত

২৭. ফাজালা ইবনু উবায়েদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ

যে ব্যক্তি আমার ওপর ইমান আনল, ইসলাম গ্রহণ করল এবং হিজরত করল—আমি তার জন্য এমন একটি ঘরের জিম্মা নিলাম, যা জান্নাতের বহির্ভাগে হবে এবং এমন একটি ঘরের, যা হবে জান্নাতের মধ্যভাগে। যে ব্যক্তি আমার ওপর ইমান আনল, ইসলাম গ্রহণ করল এবং জিহাদ করল—আমি তার জন্য এমন একটি ঘরের জিম্মা নিলাম, যা জান্নাতের বহির্ভাগে হবে এবং এমন একটি ঘরের, যা হবে জান্নাতের মধ্যভাগে এবং এমন আরও একটি ঘরের, যা হবে জান্নাতের কক্ষসমূহের উপরিভাগে। যে জিহাদ করল—সে কল্যাণের সন্ধান পাওয়া যায় এবং অকল্যাণ থেকে পালানো যায়, এমন কোনো জায়গা বাকি রাখেনি।[৪৪] সে যেখানে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করুক, (জান্নাত তার জন্য অবধারিত)।[৪৫]

জিহাদে ব্যয়িত সামান্য সময় ঘরে বসে ৭০ বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম

২৮. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ

৪৩ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১২৭। হাদিসটি সহিহ।

৪৪ অর্থাৎ, সকল কল্যাণ লাভ করেছে এবং সকল অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থেকেছে।

৪৫ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৩৩। হাদিসটি সহিহ।

فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ.

রাসুলের একজন সাহাবি একটি পাহাড়ি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে জায়গায় একটি মিঠা পানির ছোট ঝরনা ছিল। নির্মল-স্বচ্ছ এই ঝরনার পানির স্বাদ ও সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি যদি সাথিদের থেকে আলাদা হয়ে এই উপত্যকায় থেকে যেতাম! অবশ্য আমি রাসুলের অনুমতি ব্যতীত তা কখনো করতে পারি না। এরপর তিনি বিষয়টি রাসুলের নিকট পেশ করলেন। তিনি বললেন, কিছুতেই তুমি এমনটি করো না। কারণ, কিছু সময় আল্লাহ তাআলার রাস্তায় অবস্থান করা তোমাদের কেউ নিজ বাড়িতে থেকে ৭০ বছর ধরে সালাত আদায়ের চেয়ে ঢের উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ করো না যে, তোমাদের আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন এবং তোমাদের জান্নাতে দাখিল করান? তোমরা আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করো। যে লোক আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দুইবার উটনীর দুধদোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।[৪৬]

শহিদের রক্ত আল্লাহর প্রিয়

২৯. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

দুটি ফোঁটা ও দুটি চিহ্নের চেয়ে বেশি প্রিয় আল্লাহ তাআলার নিকট আর কিছু নেই। আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে অশ্রুর ফোঁটা ঝরে এবং

৪৬ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৫০। হাদিসটি হাসান।

আল্লাহ তাআলার পথে (জিহাদে) যে রক্তের ফোঁটা নির্গত হয়। আর দুটো হলো আল্লাহ তাআলার রাস্তায় (জিহাদে) যে চিহ্ন (ক্ষত) সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কোনো ফরজ আদায় করতে গিয়ে যে চিহ্ন সৃষ্টি হয় (যেমন, কপালে সিজদার চিহ্ন)।[৪৭]

জিহাদে এক বিকাল পথচলার ফজিলত

৩০. আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি বিকাল চলল, তাতে সে যতটা ধূলিমলিন হলো, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য এর সমপরিমাণ কস্তুরিতে পরিণত হবে।[৪৮]

জিহাদে আহত হওয়ার পুরস্কার

৩১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ

আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তি—আর আল্লাহই ভালো জানেন, কে তাঁর পথে আহত হয়—কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার ক্ষতস্থান আহত হওয়ার দিনের মতো দগদগে তাজা থাকবে, তার রং হবে রক্তিম আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরির সুগন্ধে ভরপুর।[৪৯]

৩২. আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا يَجْمَعُ اللهُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ، وَمَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ، وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، خَتَمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهَدَاءِ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ،

---

৪৭ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৬৯। হাদিসটি হাসান।

৪৮ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৭৫। হাদিসটি হাসান।

৪৯ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৯৫; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৫০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১০৭৪০। হাদিসটি সহিহ।

يَعْرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَقُولُونَ: فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরে আল্লাহর পথের ধুলো ও জাহান্নামের আগুন একত্র করবেন না। যার দু-পা আল্লাহর পথে ধুলিমাখা হয়, আল্লাহ তার সারা দেহের ওপর জাহান্নাম হারাম করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তার থেকে একজন দ্রুতগামী আরোহী এক বছর পথচলার সমপরিমাণ দূরত্বে জাহান্নাম সরিয়ে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনোভাবে আহত হয়, তিনি তার ওপর শহিদের সিলমোহর মেরে দেন, কিয়ামতের দিন যা থেকে নুর বিচ্ছুরিত হবে। তার রক্তের রং হবে জাফরানের মতো এবং তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরির সুগন্ধির মতো, যা দ্বারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে তাকে চিনে ফেলবে। তারা বলতে থাকবে, অমুকের ওপর শহিদের সিলমোহর রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দুবার উটনীর দুধদোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যাবে।[৫০]

জিহাদের সারিতে সামান্য সময় অবস্থানের ফজিলত

৩৩. ইমরান ইবনু হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِّينَ سَنَةً

আল্লাহর পথে জিহাদের সারিতে কোনো ব্যক্তির সামান্য সময় অবস্থান ৬০ বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম।[৫১]

মুমিন শহিদ ও মুনাফিক শহিদ

৩৪. উতবা ইবনু আবদ সুলামি রা. বর্ণনা করেন,

الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ » قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ: «فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ

---

৫০ *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭৫০৩।

৫১ *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৪১। হাদিসের সনদ দুর্বল।

اللهِ، تَحْتَ عَرْشِهِ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا، وَآخَرَ سَيِّئًا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ» قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِيهِ مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ، وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ

শহিদ হলো তিন প্রকার : (ক) এমন মুমিন, যে তার প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হয়, তখন লড়াই করে শেষপর্যন্ত নিহত হয়। এ ব্যক্তি সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, 'এ হলো পরীক্ষিত শহিদ, যে আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থিত আল্লাহ তাআলার (রহমত, সন্তুষ্টি ও নিরাপত্তার) শামিয়ানার মধ্যে থাকবে। আর নবিগণ এদের থেকে শ্রেষ্ঠ হবেন কেবল নবুওয়াতের মর্যাদার কারণে।'

(খ) এমন মুমিন, যে নিজের মধ্যে কিছু নেক আমল এবং কিছু বদ আমলের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। সে ব্যক্তি তার প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হয়, তখন লড়াই করে শেষপর্যন্ত নিহত হয়। এ ব্যক্তি সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, 'পবিত্র (অর্থাৎ শাহাদাত) তার গুনাহসমূহ ও ভুল-ত্রুটিগুলোকে মোচন করে দিয়েছে। (কেননা,) নিশ্চয়ই তরবারি হলো সকল অপরাধ মোচনকারী। আর সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে, তাকে সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।'

(গ) এমন মুনাফিক, যে তার প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। যখন সে শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন লড়াই করে শেষপর্যন্ত নিহত হয়। এ ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। (কেননা) তরবারি তো নিফাককে মোচন করতে পারে না।[৫২]

---

৫২ *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৫৫। হাদিসটি সহিহ, তবে দারিমির সনদটি দুর্বল।

পৃথিবীসম সম্পদ ব্যয় করলেও তা জিহাদে কাটানো একটি সকালের মর্যাদাতুল্য নয়

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَآهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ.

রাসুল ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা.-কে একটি অভিযানে পাঠালেন। ঘটনাক্রমে তা ছিল জুমআর দিন। তার সঙ্গীরা সকালবেলা রওনা হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. বললেন, আমি পেছনে থেকে গিয়ে রাসুলের সঙ্গে সালাত আদায় করব, এরপর তাদের সঙ্গে মিলিত হব। তিনি রাসুলের সঙ্গে সালাত আদায় করলে রাসুল ﷺ তাঁকে দেখে ফেললেন। তিনি তাঁকে বললেন, সকালবেলা তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে একত্রে যেতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিলো? আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. বললেন, আমি আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করে এরপর তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে চেয়েছি। রাসুল ﷺ বললেন, দুনিয়ার সমস্ত কিছু ব্যয় করলেও তুমি সকালবেলায় রওনা হওয়া দলের সমান ফজিলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।[৫৩]

উত্তম ও অধমের পরিচয়

৩৬. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ: رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، أَوْعَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، أَوْ عَلَى قَدَمِهِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ: رَجُلًا فَاجِرًا، يَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ

তাবুকের বছর রাসুল ﷺ লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সওয়ারিতে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি বললেন,

৫৩ *সুনানুত তিরমিজি*: ৫২৭। হাদিসটি সহিহ, তবে *তিরমিজির* সনদ দুর্বল।

আমি কি তোমাদের উত্তম ও অধম ব্যক্তির ব্যাপারে জানিয়ে দেবো না? লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি আমৃত্যু আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার পিঠে বা উটের পিঠে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে (জিহাদের) আমল করে। আর অধম হলো সেই গুনাহগার ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে; কিন্তু খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে না।[৫৪]

মুমিনদের সকল শহিদ জান্নাতি

৩৭. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ، لَقِيَ العَدُوَّ، فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.

শহিদ চার প্রকারের :

(ক) উত্তম ইমানের অধিকারী মুমিন, যে শত্রুর মুখোমুখি হয়, অনন্তর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, অবশেষে মারা যায়। কিয়ামতের দিন লোকেরা তার প্রতি এভাবে উপরে চোখ তুলে তাকাবে—এই বলে তিনি মাথা ওপরের দিকে তুলে (বাস্তবরূপে) দেখালেন; এমনকি তার মাথার টুপি পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে উমরের টুপির কথা বলা হয়েছে নাকি নবিজির টুপি বোঝানো হয়েছে, তা আমার জানা নেই। রাসুল ﷺ বলেন, (খ) আরেক ব্যক্তিও উত্তম ইমানের অধিকারী মুমিন। সে-ও শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়; কিন্তু ভীরুতার কারণে তার দেহ এমনভাবে কাঁপতে থাকে, যেন তাকে বাবলা গাছের কাঁটাযুক্ত

৫৪ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১০৬। হাদিসের সনদ দুর্বল।

ডাল দিয়ে মারা হয়েছে। একটি অদৃশ্য তির এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলে তার আঘাতে সে মারা গেল! এ হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের শহিদ।

(গ) আরেক মুমিন ব্যক্তি তার ভালো কাজের সঙ্গে কিছু খারাপ কাজও করে ফেলেছে। সে শত্রুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, অবশেষে মারা যায়। এ ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ের শহিদ।

(ঘ) অপর মুমিন ব্যক্তি নিজের ওপর জুলুম (অর্থাৎ অন্যায়) করেছে। সে-ও শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, তারপর মারা যায়। এই ব্যক্তি চতুর্থ স্তরের শহিদ।[৫৫]

কোন জিহাদ সর্বোত্তম

৩৮. জাবির রা. বর্ণনা করেন,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ»

জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসুল, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যে জিহাদে মুজাহিদের ঘোড়াকে হত্যা করা হয় এবং তার নিজেরও রক্ত প্রবাহিত হয়।[৫৬]

কোন মুজাহিদ সর্বোত্তম

৩৯. আবদুল্লাহ ইবনু হুবশি রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ». قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ» قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ مُقِلٍّ». قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ». قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ». قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ:

---

৫৫ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৪৪। হাদিসের সনদ দুর্বল।

৫৬ *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৩৭। হাদিসের সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহিহ। আরও দ্রষ্টব্য—*সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৯৪।

«مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ»

নবিজিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সংশয়মুক্ত ইমান, খিয়ানতমুক্ত জিহাদ এবং মাবরুর (পুণ্যময়) হজ।

তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন সালাত সর্বোত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘ কিয়াম (তথা দীর্ঘ কিরাআতবিশিষ্ট সালাত)। জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি? তিনি বললেন, দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তির কষ্টসাধ্য দান। জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন হিজরত সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার ওপর যা হারাম করেছেন, তা হিজরত (পরিত্যাগ) করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, কীভাবে নিহত হলে মর্যাদা সবচেয়ে বেশি? তিনি বললেন, যার ঘোড়া হত্যা করা হয়েছে এবং সঙ্গে তার রক্তও প্রবাহিত করা হয়েছে।[৫৭]

এই উম্মাহর বৈরাগ্য

৪০. আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

প্রত্যেক নবির বৈরাগ্য রয়েছে। এই উম্মাহর বৈরাগ্য হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।[৫৮]

মুমিনের মৃত্যু হয়তো আঘাতে নয়তো মহামারিতে

৪১. আবু বুরদা ইবনু কায়স রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

اللهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ، وَالطَّاعُونِ

হে আল্লাহ, আপনি আমার উম্মাহর নিষ্পত্তি নির্ধারণ করুন আঘাতে ও প্লেগে (এক ধরনের মহামারি)।[৫৯]

---

৫৭ *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৬৪। হাদিসের সনদ সহিহ।

৫৮ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩৮০৭। হাদিসের সনদ দুর্বল।

৫৯ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৬০৮, ১৮০৮০। হাদিসের সনদ হাসান।

কোনো আমল জিহাদের সমতুল্য নয়

৪২. সাহল রাহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِيًا، وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى، وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ فَأَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُبْلِغُنِي عَمَلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ، فَقَالَ لَهَا: «أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِي وَلَا تَقْعُدِي، وَتَصُومِي وَلَا تُفْطِرِي، وَتَذْكُرِي اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَا تَفْتُرِي حَتَّى يَرْجِعَ؟» قَالَتْ: مَا أُطِيقُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ طُوِّقْتِيهِ مَا بَلَغْتِ الْعُشْرَ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ

জনৈকা মহিলা রাসুলের কাছে এসে বলল, আল্লাহর রাসুল, আমার স্বামী জিহাদে চলে গেছে। সে যখন সালাত পড়ত, আমি তাঁর ইকতিদা করতাম এবং তাঁর সকল কাজে তাঁকে অনুসরণ করতাম। সুতরাং আপনি আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে সে ফেরা অবধি তার আমলের স্তরে পৌঁছে দেবে। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, আচ্ছা, সে ফেরা অবধি তুমি কি সালাতে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে যে, কখনো বসবে না? তুমি কি এমনভাবে রোজা রাখতে পারবে যে, কখনো রোজা ভাঙবে না? তুমি কি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার জিকির করতে পারবে যে, কখনো ক্লান্তিবোধ করবে না? সে বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি এসব পেরে উঠব না। তখন রাসুল ﷺ বললেন, ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তুমি তা পেরে উঠতে, তবুও সে ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর কৃত আমলের এক-দশমাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতেও সক্ষম হতে না।[৬০]

সামান্য সময় জিহাদ করলে জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায়

৪৩. মুআজ ইবনু জাবাল রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ

৬০ মুসনাদু আহমাদ: ১৫৬৩৩। হাদিসটি হাসান, তবে এই সনদটি দুর্বল।

যে মুসলমান আল্লাহ তাআলার পথে দুবার উটনীর দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়পরিমাণ জিহাদ করল তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার পথে যে ব্যক্তি আহত হলো অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হলো, এই জখম কিয়ামতের দিবসে আরও তাজা হয়ে দেখা দেবে। এই জখমের রং জাফরানের মতো হবে এবং এর ঘ্রাণ কস্তুরির ন্যায় সুগন্ধময় হবে।[৬১]

৪৪. *সুনানু আবি দাউদের* বর্ণনায় এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরেকটি অংশ বর্ণিত হয়েছে,

«مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ» زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا: " وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ: لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ "

যে ব্যক্তি উটনীর দুধ দুবার দোহনের মধ্যবর্তী সময়টুকু আল্লাহর পথে জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করে, এরপর (নিজ ঘরেই) মারা যায় অথবা নিহত হয়, তার জন্য শহিদের সাওয়াব রয়েছে। (মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) ইবনুল মুসাফফা এরপর আরও বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) আহত হয় কিংবা কোনো বিপদে পতিত হয়, কিয়ামতের দিন তার এ জখমের স্থান পূর্বের মতো তাজা থাকবে এবং এর রং হবে জাফরানের রঙের মতো আর এর ঘ্রাণ হবে কস্তুরির ঘ্রাণের অনুরূপ। মহান আল্লাহর পথে যার শরীরে কোনো ফোঁড়া ওঠে, তাতে শহিদের সিলমোহর এঁকে দেওয়া হবে।[৬২]

৪৫. *মুসনাদু আহমাদ* গ্রন্থে আমর ইবনু আবাসা রা. সূত্রে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةٍ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ النَّارَ

যে ব্যক্তি উটনীর দুধ দুবার দোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দেন।[৬৩]

৬১ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৫৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৪১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৯২।

৬২ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৪১।

৬৩ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯৪৪৪।

জিহাদ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা কীভাবে সম্ভব

৪৬. ইবনুল খাসাসিয়া রা. বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِأُبَايِعَهُ، قَالَ: فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَأَنْ أُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا اثْنَتَانِ، فَوَاللهِ مَا أُطِيقُهُمَا: الْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ مَنْ وَلَّى الدُّبُرَ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ، فَأَخَافُ إِنْ حَضَرْتُ تِلْكَ جَشِعَتْ نَفْسِي، وَكَرِهَتِ الْمَوْتَ، وَالصَّدَقَةُ فَوَاللهِ مَا لِي إِلَّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ، هُنَّ رَسَلُ أَهْلِي وَحَمُولَتُهُمْ. قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، ثُمَّ حَرَّكَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: " فَلَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَةَ، فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِذًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أُبَايِعُكَ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ.

আমি নবিজির কাছে বায়আত দিতে এলাম। তিনি আমার ওপর শর্তারোপ করলেন, আমাকে এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম ও রাসুল; সালাত কায়েম করতে হবে, জাকাত আদায় করতে হবে, ইসলামের হজ পালন করতে হবে, রমজান মাসের রোজা রাখতে হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, দুটো জিনিস—জিহাদ ও সাদাকা আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, মানুষজন বলে, যে ব্যক্তি জিহাদ থেকে পালিয়ে আসে, সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরে আসে। আমি আশঙ্কাবোধ করি, জিহাদে গেলে আমার অন্তরে (দুনিয়ার) লোভ জাগবে এবং সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে বসবে। আর সাদাকার ব্যাপারটি হলো, আল্লাহর কসম, একটি ছাগলছানা ও গোটা দশেক উট ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এগুলো আমার পরিবারের পশুর পাল এবং তাদের বোঝা বহনকারী। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসুল ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন, এরপর তাঁর হাত নাড়িয়ে বললেন, 'জিহাদও করবে না, সাদাকাও দেবে না। তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কীভাবে? ইবনুল খাসাসিয়া রা. বলেন, আমি উত্তর দিলাম, আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে বায়আত দিচ্ছি।

তখন আমি তাঁকে সবগুলো বিষয়ের ওপরই বায়আত দিলাম।[৬৪]

জিহাদের কারণে আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দেন

৪৭. আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

কোনো মুসলিমের অন্তরে আল্লাহর পথের ধুলো মিশ্রিত হলে আল্লাহ আবশ্যিকভাবে তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দেন।[৬৫]

জিহাদে কাটানো সময়ের ফজিলত

৪৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

আল্লাহর পথে (জিহাদে) কাটানো এক সকাল বা এক বিকাল গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে উত্তম। তোমাদের কারও ধনুক পরিমাণ বা পা রাখার জায়গা পরিমাণ জান্নাতের জায়গা গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে উত্তম। জান্নাতের কোনো নারী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মারে তবে সারা পৃথিবী আলোকিত ও সুঘ্রাণে পূর্ণ হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর ওড়না দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[৬৬]

---

৬৪ *মুসনাদু আহমাদ*: ২১৯৫২। শায়খ শুআইব আরনাউত রাহ. বলেন, এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত।

৬৫ *মুসনাদু আহমাদ*: ২৪৫৪৮। এর সনদ সহিহ।

৬৬ *সহিহ বুখারি*: ৬৫৬৮।

আল্লাহর পথে বিনিদ্র প্রহরার মর্যাদা

সীমান্ত প্রহরা পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে উত্তম

৪৯. সাহল ইবনু সাআদ সায়িদি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَ

আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেওয়া পৃথিবী ও এর ওপর যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারও চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা পৃথিবী এবং ভূপৃষ্ঠের সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[৬৭]

সীমান্তপ্রহরীদের আমলের সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে

৫০. সালমান রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

এক দিন ও এক রাতের সীমান্ত প্রহরা এক মাস সিয়াম পালন ও (ইবাদতে) রাত জাগার চেয়ে উত্তম। আর এ অবস্থায় যদি তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার সেই আমলের সাওয়াব জারি থাকবে, যে আমল সে করত এবং তার রিজিক অব্যাহত রাখা হবে। আর সেই ব্যক্তি ফিতনাকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।[৬৮]

---

৬৭ *সহিহ বুখারি* : ২৮৯২; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৮১।

৬৮ *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৩।

৫১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহ. বর্ণনা করেন,

مَرَّ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِي مُرَابَطٍ لَهُ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السِّمْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ - وَرُبَّمَا قَالَ: خَيْرٌ - مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَنُمِّيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ"

একদা শুরাহবিল ইবনুস সিমতের পাশ দিয়ে সালমান ফারসি রা. পথ চলছিলেন। তিনি তখন তাঁর ঘাঁটিতে পাহারারত ছিলেন। তাঁর ও তাঁর সাথিদের জন্য পাহারার কাজটি খুবই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। সালমান রা. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সিমতের পুত্র, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস বলব, যা আমি রাসুলের নিকট থেকে শুনেছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সালমান রা. বললেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এক দিন আল্লাহ তাআলার পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়া একাধারে এক মাস রোজা রাখা এবং রাতে সালাত আদায় হতেও উত্তম ও বেশি কল্যাণকর। এই কাজে লিপ্ত থাকাবস্থায় যে লোক মারা যাবে, তাকে কবরের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি করা হবে।[৬৯]

৫২. ফাজালা ইবনু উবায়েদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ

প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু সীমান্তপ্রহরীর সাওয়াব বন্ধ হয় না। কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরের যাবতীয় ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।[৭০]

---

৬৯ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৬৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫০০।

৭০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫০০; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬২১।

সীমান্তপ্রহরীরা কিয়ামতের দিন ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উঠবে

৫৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ

কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত অঞ্চল প্রহরারত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য সেসব নেক আমলের সাওয়াব প্রদান অব্যাহত রাখবেন, যা সে করত। তিনি জান্নাতে তাকে রিজিক দান করবেন, কবরের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং কিয়ামতের দিন ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উঠাবেন।[৭১]

৭১ সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৭৬৭।

মুজাহিদদের মর্যাদা

মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে রয়েছে মর্যাদার শত স্তর

৫৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ. قَالَ "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ".

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি যে ইমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমজানের সিয়াম পালন করল, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দেবো না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দুটি স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বসম। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কারণ, এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়[৭২], রাসুল ﷺ এ-ও বলেছেন, এর ওপরে রয়েছে রহমানের আরশ। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।[৭৩]

---

৭২ অন্য বর্ণনায় সন্দেহ ছাড়াও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসের শেষেই ইমাম বুখারি রাহ. স্বীয় গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

৭৩ *সহিহ বুখারি* : ২৭৯০।

৫৫. আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ তাকে বললেন,

"يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ "وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

হে আবু সায়িদ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক)-রূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবিরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। আবু সায়িদ রা. তাতে অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য কথাটি আবার বলুন। তিনি তা-ই করলেন। তারপর বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মর্যাদার স্তর লাভ করবে, যার দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আকাশ ও জমিনের ব্যবধানের সমান। তখন তিনি বললেন, ওই আমলটি কী, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ! আল্লাহর পথে জিহাদ![৭৪]

৫৬. আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَمَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجَرَ، أَوْ مَاتَ فِي مَوْلِدِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، ما بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَعَدَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ.

যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করে, (আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী)

৭৪ সহিহ মুসলিম: ১৮৮৪।

সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা মহান আল্লাহর জন্য অবধারিত; সে হিজরত করুক অথবা তার নিজ আবাসে মৃত্যুবরণ করুক। আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দেবো না, যাতে তারা আনন্দিত হয়? তিনি বললেন, জান্নাতে ১০০ মর্যাদা-স্তর আছে, প্রতি দুটি স্তরের দূরত্ব জমিন ও আসমানের দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা তা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যদি মুমিনদের ওপর কষ্টদায়ক না হতো, আর আমি তাদের আরোহণের জন্য সওয়ারি ব্যবস্থা করতে অপারগ না হতাম, আর আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদের মনঃকষ্ট না হতো, তবে আমি কোনো যোদ্ধাদল হতেই পিছিয়ে থাকতাম না। আমার ইচ্ছা হয়, আমি (একবার) শহিদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহিদ হই।[৭৫]

৭৫ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৩২।

শাহাদাতের ফজিলত ও তা কামনার বিধান

শহিদগণ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে

৫৭. আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى.

আল্লাহর কোনো বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে, তাকে দুনিয়ার সবকিছু দিলেও সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। তবে শহিদের বিষয়টি ভিন্ন। সে শাহাদাতের ফজিলত কী তা দেখার করার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহিদ হওয়া তাকে আনন্দিত করবে।[৭৬]

সহিহ বুখারির অন্য বর্ণনায় হাদিসের শেষাংশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ.

শহিদ আকাঙ্ক্ষা করবে, যেন সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারে এবং আরও ১০ বার শহিদ হয়। কারণ, সে শাহাদাতের মর্যাদা অবলোকন করেছে।[৭৭]

শহিদের সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন

৫৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: سَلْ وَتَمَنَّ، فَيَقُولُ:

৭৬ *সহিহ বুখারি* : ২৭৯৫, ২৮১৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৭।

৭৭ *সহিহ বুখারি* : ২৮১৭।

أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

জান্নাতিদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তিকে আনা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলবেন, হে আদম সন্তান, তোমার বাসস্থান কেমন পেলে? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, সর্বোত্তম স্থান। তিনি বলবেন, আরও কিছু চাও এবং আকাঙ্ক্ষা করো। তখন সে ব্যক্তি যেহেতু শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে, তাই সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আপনার রাস্তায় আরও ১০ বার শহিদ হই।[৭৮]

প্রকৃত শাহাদাতকামীকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন

৫৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন; যদিও সে (প্রত্যক্ষ) শাহাদাতলাভের সুযোগ না পায়।[৭৯]

৬০. সাহল ইবনু হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদদের স্তরে উপনীত করেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।[৮০]

শহিদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

৬১. মিকদাম ইবনু মাদিকারিবা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ

৭৮ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৬০।

৭৯ *সহিহ মুসলিম* : ১৯০৮।

৮০ *সহিহ মুসলিম* : ১৯০৯।

تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

শহিদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ছয়টি পুরস্কার আছে। তার প্রথম রক্তবিন্দু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করা হয়, তাকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আজাব থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে কঠিন ভীতি থেকে নিরাপদ থাকে, তার মাথায় মর্মর পাথরখচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়। এর এক-একটি পাথর দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। তার সঙ্গে টানা টানা আয়তলোচনা ৭২ জন জান্নাতি হুরকে বিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তাঁর সুপারিশ কবুল করা হয়।[৮১]

সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন শ্রেণি

৬২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ

সবার আগে যে তিনজন জান্নাতে যাবে, তাদের আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। শহিদ, হারাম ও সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে এবং অপরের নিকটে হাত পাতা থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং উত্তমরূপে আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী ও মনিবদের কল্যাণকামী গোলাম।[৮২]

শহিদরা জান্নাতের সবুজ তাঁবুর ভেতরে থাকবে

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ - نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ - فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

শহিদগণ এক উজ্জ্বল স্থানে—জান্নাতের দুয়ারে অবস্থিত একটি নহরের ধারে এক সবুজ তাঁবুর ভেতরে অবস্থান করবে। জান্নাত

৮১ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৬৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৯৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭১৮৩।
৮২ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৪২। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

থেকে সকাল-সন্ধ্যা তাদের রিজিক সেখানে চলে আসবে।[৮৩]

সর্বোত্তম শহিদ কারা

৬৪. নুয়াইম ইবনু হাম্মার রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الَّذِينَ إِنْ يُلْقَوْا فِي الصَّفِّ لَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ"

এক ব্যক্তি এসে নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, কোন শহিদগণ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যাদের সারিতে ছুড়ে ফেলা হলে (তারা যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে পড়ে গেলে) শহিদ হওয়া অবধি তারা তাদের চেহারা ফেরায় না। তারা জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু কক্ষগুলোতে গড়াগড়ি দেবে (আনন্দে মেতে ওঠবে)। তোমার রব তাদের উদ্দেশে হাসবেন। আর তিনি কোনো বান্দার দিকে চেয়ে হাসলে তার কোনো হিসাব হয় না।[৮৪]

শহিদগণ জীবিত এবং জান্নাতে জীবিকাপ্রাপ্ত

৬৫. মাসরুক রাহ. বলেন,

سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴾ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا".

---

৮৩ মুসনাদু আহমাদ: ২৩৯০।

৮৪ মুসনাদু আহমাদ: ২২৪৭৬।

আমি আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রা.-কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের কখনো তোমরা মৃত মনে করো না; বরং তাঁরা জীবিত, তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।' [সুরা আলে ইমরান : ১৬৯] আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি বললেন, তাদের রুহসমূহ সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে—জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে। এরপর সে প্রদীপগুলোতে ফিরে আসে। একবার তাদের রব তাদের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে? জবাবে তারা বলল, আমাদের আর কী আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, আমরা তো যেভাবে ইচ্ছা জান্নাতে ঘোরাফেরা করছি। আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে তিন তিনবার এরূপ করলেন (অর্থাৎ, তিনবার এভাবে তাকিয়ে প্রতি বারে তাদের চাহিদা জানতে চাইলেন)। যখন তারা দেখল জবাব না দিয়ে উপায় নেই, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয় যদি আমাদের রুহগুলোকে আমাদের দেহসমূহে ফিরিয়ে দিতেন আর পুনরায় আমরা আপনারই পথে নিহত হতে পারতাম। মহান আল্লাহ যখন দেখলেন, তাদের আর কোনো চাহিদাই নেই, তখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো (আর প্রশ্ন করা হলো না)।[৮৫]

জান্নাত তরবারির ছায়াতলে

৬৬. আবদুল্লাহ ইবনু কায়স রাহ. বলেন,

سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ". فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

---

৮৫ *সহিহ মুসলিম*: ৪৭৭৯।

আমি আমার পিতা (আবু মুসা রা.)-কে শত্রুর মুখোমুখি থাকাবস্থায় বলতে শুনেছি, রাসুল ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাসমূহ রয়েছে তরবারির ছায়াতলে। তখন অপরিপাটি একব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মুসা, আপনি কি নিজে রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি তাঁর সাথিদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি তোমাদের (বিদায়) সালাম জানাচ্ছি। এরপর সে তার তরবারির কোষ ভেঙে তা দূরে ছুড়ে মারল। তারপর নিজ তরবারিসহ শত্রুদের কাছে গিয়ে তা দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেল।[৮৬]

শাহাদাত ঋণ ছাড়া সব পাপ মোচন করে দেয়[৮৭]

৬৭. আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ "أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "كَيْفَ قُلْتَ". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ".

রাসুল ﷺ একদা সাহাবিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি ইমান হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। তখন একব্যক্তি উঠে বলল, আপনি কি মনে করেন আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে আমার সকল পাপ মোচন করে দেওয়া হবে? তখন রাসুল ﷺ তাকে বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল ও সাওয়াবের আশায়

---

৮৬ *সহিহ মুসলিম*: ১৯০২।

৮৭ অবশ্য শহিদ যদি ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে; কিন্তু অকস্মাৎ শাহাদাতবরণ করার কারণে সে সুযোগ তার নসিবে না জোটে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ তার সহিহ নিয়তের কারণে ঋণের গোনাহও ক্ষমা করে দেবেন এবং ঋণদাতাকে পারলৌকিক কোনো পুরস্কার দান করে সন্তুষ্ট করে দেবেন।

আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও। এর কিছুক্ষণ পর রাসুল ﷺ বললেন, তুমি কী বলেছ! তখন সে ব্যক্তি (আবার) বলল, আপনি কি মনে করেন আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে কি আমার সকল গুনাহ মুছে দেওয়া হবে? তখন রাসুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যধারণকারী ও সাওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও, অবশ্য ঋণের কথা আলাদা। কেননা, জিবরিল আমাকে এ কথা বলেছেন।[৮৮]

৬৮. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

ঋণ ব্যতীত শহিদের সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৮৯]

৮৮ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৮৫; *সুনানুদ দারিমি*: ২৪৫৬। আবু হুরায়রা রা. থেকে একই মর্মের হাদিস বর্ণিত হয়েছে *সুনানুন নাসায়ি*: ৩১৫৫ গ্রন্থে। এ ছাড়াও জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে *মুসনাদু আহমাদ*: ১৪৪৯০, ১৪৭৯৬, ১৪৭৯৭, ১৫০১০ গ্রন্থে এবং আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে *মুসনাদু আহমাদ*: ১৭২৫৩, ১৭২৫৪, ১৯০৭৭, ১৯০৭৮ গ্রন্থে।

৮৯ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৮৬। আনাস রা. থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে *সুনানুত তিরমিজি*: ১৬৪০ গ্রন্থে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শহিদ কারা

পাঁচ প্রকার মৃত শহিদতুল্য

৬৯. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

পাঁচ প্রকার মৃত শহিদ—প্লেগে মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত এবং আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণকারী।[৯০]

প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহিদ

৭০. হাফসা বিনতু সিরিন রাহ. বলেন,

قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَحْيَى بِمَ مَاتَ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

আমাকে আনাস ইবনু মালিক রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াহইয়া কী রোগে মারা গেছে? আমি বললাম, প্লেগ রোগে। তিনি বললেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, প্লেগ রোগ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাতস্বরূপ।[৯১]

শুধু জিহাদে নিহতদের শহিদ বললে শহিদের সংখ্যা হবে নিতান্ত স্বল্প

৭১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বললেন,

"مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ

৯০ *সহিহ বুখারি* : ২৮২৯; *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৪।

৯১ *সহিহ বুখারি* : ৫৭৩২; *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৬।

شَهِيدٌ قَالَ "إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ". قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ". قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ " وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ".

তোমরা তোমাদের মধ্যকার কাদের শহিদ বলে গণ্য করো? সাহাবিরা বললেন, আল্লাহর রাসুল, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে-ই তো শহিদ। তিনি বললেন, তবে তো আমার উম্মতের শহিদের সংখ্যা অতি অল্প হবে। তখন তারা বললেন, তাহলে শহিদ কারা, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পথে নিহত হয়, সে শহিদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, সে-ও শহিদ। যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায়, সে শহিদ। যে ব্যক্তি উদরাময়ে (কলেরায়) মারা যায়, সে-ও শহিদ। ইবনু মিকসাম রাহ. বলেন, আমি তোমার পিতার ওপর এ হাদিসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আরও বলেছেন, এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিও শহিদ।[৯২]

মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থে এই হাদিসের শেষাংশে আরও বর্ণিত হয়েছে,

وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ

সন্তান জন্মদানের সময়ে মৃত্যুবরণ করাও শাহাদাত।[৯৩]

‘বাবা, ভেবেছিলাম তুমি শহিদ হবে’

৭২. জাবির ইবনু আতিক রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ "غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ". فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ". قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "الْمَوْتُ". قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ

---

৯২ *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৫।

৯৩ *মুসনাদু আহমাদ* : ৮০৯২।

شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ". قَالُوا الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ".

রাসুল ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত রা.-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে দেখতে যান। তিনি গিয়ে তাঁকে বেহুঁশ অবস্থায় পেলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে সশব্দে ডাকলেন; কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না। রাসুল ﷺ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন। তিনি বললেন, হে আবুর রাবি, আমরা তোমার ব্যাপারে ব্যর্থ। এতে মহিলারা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ইবনু আতিক রা. তাদের থামাতে চেষ্টা করলেন। রাসুল ﷺ বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। ওয়াজিব হয়ে গেলে কোনো ক্রন্দনকারিণীই যেন না কাঁদে। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসুল, ওয়াজিবের তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, মৃত্যু। আবদুল্লাহ ইবনু সাবিতের কন্যা বলল, আল্লাহর শপথ, আমি মনে করেছিলাম, (বাবা,) তুমি শহিদ হবে। কারণ, তুমি জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিলে। রাসুল ﷺ বললেন, মহামহিম আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তোমরা কাকে শহিদ বলে গণ্য করো? তাঁরা বললেন, আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) নিহত ব্যক্তিকে। রাসুল ﷺ বললেন, আল্লাহর পথে শহিদ হওয়া ছাড়াও আরও সাত ধরনের শহিদ আছে। যথা : (১) প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারীও শহিদ; (২) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারীও শহিদ; (৩) পক্ষাঘাতে (প্যারালাইসিসে) মৃত্যুবরণকারীও শহিদ; (৪) পেটের রোগের কারণে (কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদিতে) মৃত্যুবরণকারীও শহিদ; (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারীও শহিদ; (৬) কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারীও শহিদ এবং (৭) যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যাবে, সে-ও শহিদ।[৯৪]

---

৯৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩১১১; *সুনানুন নাসায়ি* : ১৮৪৫, ৩১৯৪, ৩১৯৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮০৩।

প্লেগ রোগে নিহতদের নিয়ে আল্লাহর নিকট বাদানুবাদ

৭৩. ইরবাজ ইবনু সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ"

শহিদগণ এবং যারা বিছানায় (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে, তারা প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাদের রবের নিকট বাদানুবাদ করবে। শহিদগণ বলবেন, আমাদের এ ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন, যেভাবে আমরা নিহত হয়েছি। আর বিছানায় মৃত্যুবরণকারীরা বলবেন, আমাদের এ ভাইয়েরা তাদের বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছে, যেমন আমরা মৃত্যুবরণ করেছি (শহিদ হয়নি)। তখন আমাদের রব বলবেন, তাদের জখমের প্রতি লক্ষ করো। যদি তাদের জখম শহিদদের জখমের সদৃশ হয়, তাহলে তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে এবং তাদের সঙ্গে থাকবে। তখন লক্ষ করে দেখা যাবে, তাদের ক্ষত শহিদদের ক্ষতের সদৃশই।[৯৫]

যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে-ও শহিদ

৭৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহিদ।[৯৬]

৭৫. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ "فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ "قَاتِلْهُ". قَالَ

---

৯৫ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৬৪।

৯৬ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৪৪০।

أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ " فَأَنْتَ شَهِيدٌ". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ "هُوَ فِي النَّارِ".

এক ব্যক্তি রাসুলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর রাসুল, যদি কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয় তবে আমি কী করব? রাসুল ﷺ বললেন, তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে দেবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সঙ্গে এ নিয়ে মারামারি করে? রাসুল ﷺ বললেন, তুমি তার সঙ্গে মারামারি করবে। লোকটি বলল, আপনি কী বলেন যদি সে আমাকে হত্যা করে? রাসুল ﷺ বললেন, তাহলে তুমি শহিদ বলে গণ্য হবে। লোকটি বলল, আপনি কী মনে করেন, যদি আমি তাকে হত্যা করি? রাসুল ﷺ বললেন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৯৭]

৭৬. সায়িদ ইবনু জায়েদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

যে ব্যক্তি নিজের ধনসম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহিদ। যে ব্যক্তি নিজের দীন হিফাজত করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহিদ। যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহিদ। যে ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তাব্যবস্থা করতে গিয়ে মারা যায়, সে-ও শহিদ।[৯৮]

৭৭. মুখারিক রাহ. বর্ণনা করেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي، قَالَ: «ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ» قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ»

এক ব্যক্তি রাসুলের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, যদি কেউ আমার মাল

---

৯৭ *সহিহ মুসলিম* : ১৪০

৯৮ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৪২১, ১৪১৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৭২; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪১০১, ৪১০২, ৪১০৫, ৪১০৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৫৮০।

লুট করতে আসে, তখন আমি কী করব? তিনি বললেন, তুমি তাকে আল্লাহর নামে উপদেশ দাও। সে ব্যক্তি বলল, যদি সে উপদেশ গ্রহণ না করে? তিনি বললেন, তবে তুমি তোমার অন্যান্য মুসলিম প্রতিবেশীর সাহায্য গ্রহণ করো। সে বলল, যদি কোনো মুসলিম প্রতিবেশী আমার না থাকে? তিনি বললেন, তবে তুমি শাসকের আশ্রয় গ্রহণ করবে। সে বলল, যদি শাসকও দূরে থাকে? তিনি বললেন, তবে তুমি তোমার মাল রক্ষার্থে জিহাদ করবে, যাতে তুমি শহিদ হয়ে যাও কিংবা তোমার সম্পদ রক্ষায় সক্ষম হও।[৯৯]

৭৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ». قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ». قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ». قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَقَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ

এক ব্যক্তি রাসুলের নিকট এসে বলল, আল্লাহর রাসুল, যদি কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে আসে, তখন আমি কী করব? তিনি বললেন, তুমি তাকে আল্লাহর কসম দেবে। সে বলল, যদি সে তা না মানে? তিনি বললেন, আবারও আল্লাহর কসম দেবে। সে বলল, যদি তা-ও না মানে? তিনি বললেন, আবারও আল্লাহর কসম দেবে। সে বলল, যদি তারপরও না মানে? তিনি বললেন, তাহলে তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি জান্নাতে যাবে। আর যদি সে মারা যায়, তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[১০০]

৯৯ *সুনানুন নাসায়ি* : ৪০৮২।

১০০ *সুনানুন নাসায়ি* : ৪০৮৩, ৪০৮৪।

প্রকৃত মুজাহিদ পরিচিতি

আল্লাহর কালিমা সমুন্নতকল্পে জিহাদকারী প্রকৃত মুজাহিদ

৭৯. আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهْوَ فِي سَبِيلِ اللهِ".

এক বেদুইন নবিজির নিকট প্রশ্ন করল যে, কেউ যুদ্ধ করে গনিমত লাভের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জনের নিমিত্তে আর কেউ যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করল? তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদকারী।[১০১]

মর্যাদা, জাত্যভিমান, বীরত্ব ও লৌকিকতার জন্য লড়াইকারী মুজাহিদ নয়

৮০. আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

এক ব্যক্তি নবিজির কাছে এসে বলল, কেউ যুদ্ধ করে মর্যাদা ও জাত্যভিমানের জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য, কেউ লোক দেখানোর জন্য। এদের কার যুদ্ধটা আল্লাহর পথে হচ্ছে? নবি ﷺ বললেন, যে

---

১০১ *সহিহ বুখারি*: ৩১২৬; *সহিহ মুসলিম*: ১৯০৪।

ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করতে যুদ্ধ করে, সেটাই আল্লাহর পথে (জিহাদ বলে বিবেচিত)।[১০২]

জাতীয়তাবাদী আদর্শবাহীদের মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু

৮১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

যে ব্যক্তি (আমিরের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রস্বার্থে ক্রোধান্বিত হয় অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে; অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে[১০৩] (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো ব্যাপার থাকে না) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ওপর আক্রমণ করে, আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে, মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সঙ্গে সে ওয়াদাবদ্ধ হয় তার ওয়াদাও রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই।[১০৪]

জাগতিক স্বার্থে রণযাত্রায় জিহাদের সাওয়াব নেই

৮২. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لاَ أَجْرَ لَهُ". فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ. فَقَالَ : يَا

---

১০২ *সহিহ বুখারি* : ৭৪৫৮। আরও দ্রষ্টব্য— *সহিহ বুখারি* : ১২৩।

১০৩ সুতরাং যারা জাতীয়তাবাদের জন্য সংঘটিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে, তাদের মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু; ইসলামি মৃত্যু নয়।

১০৪ *সহিহ মুসলিম* : ৪৬৮০।

رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا. فَقَالَ : "لاَ أَجْرَ لَهُ". فَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ : "لاَ أَجْرَ لَهُ".

এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর রাসুল, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে এর দ্বারা পার্থিব সম্পদও অর্জন করতে চায়, (এ ব্যক্তির কী হবে?)। নবি ﷺ বললেন, সে কোনো নেকি পাবে না। লোকেরা এতে অবাক হলো। তারা ওই ব্যক্তিকে বলল, তুমি পুনরায় রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে দেখো, মনে হয় তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারোনি। সে বলল, আল্লাহর রাসুল, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে এর দ্বারা পার্থিব সম্পদও অর্জন করতে চায়। তিনি বললেন, সে কোনো নেকি পাবে না। লোকেরা বলল, তুমি বিষয়টি আবারও রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করো। লোকটি তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, সে কোনো নেকি পাবে না।[১০৫]

তিন শ্রেণির হতভাগা মুসলিম, যাদের দ্বারা জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে

৮৩. সুলায়মান ইবনু ইয়াসার রাহ. বর্ণনা করেন,

تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ،

১০৫ সুনানু আবি দাউদ : ২৫১৬।

ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ".

একদা লোকজন যখন আবু হুরায়রা রা.-এর নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল রাহ. তাকে বললেন, হে শায়খ, আপনি রাসুলের নিকট থেকে শুনেছেন এমন একখানা হাদিস আমাদের শোনান। তিনি বলেন, হ্যাঁ, (শোনাব)। আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যে শহিদ হয়েছিল। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও দেবে।) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর বিনিময়ে কী আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি আপনারই পথে যুদ্ধ করেছি; এমনকি শেষপর্যন্ত শহিদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যই যুদ্ধ করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে বীর বলে আখ্যা দেয়। তা বলা হয়েছে (লোকেরা তোমাকে বীর বলেছে)। এরপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুসারে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও দেবে।) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এ জন্য, যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী

বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্য, যাতে লোকে বলে, তুমি একজন কারি। তোমাকে তা বলাও হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুসারে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিত্তবৈভব দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তিও দেবে।) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই, যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো; অথচ আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যয় করিনি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্য তা করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর ফায়সালা দেওয়া হবে। সে অনুসারে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১০৬]

যে মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করবে বা নিহত হবে, হাশরও সেই অবস্থায় হবে

৮৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. বর্ণনা করেন,

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ؟ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، بَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ، أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ».

তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল ﷺ বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনু আমর, তুমি যদি ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর নিকট পুণ্যলাভের আশায় যুদ্ধ করো, তবে আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন ধৈর্যশীল ও সাওয়াবপ্রত্যাশীরূপে উপস্থিত করবেন। আর যদি তুমি লৌকিকতা

১০৬ *সহিহ মুসলিম*: ১৯০৫।

প্রদর্শন ও সম্পদলাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করো, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে লৌকিকতাকারী ও সম্পদলোভী করে উপস্থিত করবেন। হে আবদুল্লাহ ইবনু আমর, তুমি যে মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করবে অথবা নিহত হবে, আল্লাহ তোমাকে উক্ত অবস্থায়ই উত্থিত করবেন।[১০৭]

১০৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫১৯। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম মুনজিরি, হাফিজ ইবনু হাজার ও হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রাহ.- এর দৃষ্টিতে এটি বিশুদ্ধ হাদিস।

ইসলাম গ্রহণকারী কাফিরকে হত্যার বিধান

‘তোমার এক হাত কাটার পরও কালিমা পড়ে নিলে তাকে হত্যা করো না’

৮৫. মিকদাদ ইবনু আমর কিন্দি রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلْهُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ»

তিনি রাসুল ﷺ-কে বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমাকে বলুন, কোনো কাফিরের সঙ্গে আমার যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ হয় এবং আমি যদি তার সঙ্গে লড়াই করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার থেকে বাঁচার জন্য গাছের আড়ালে গিয়ে বলে ‘আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম’। এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব? তখন রাসুল ﷺ বললেন, তাকে হত্যা করবে না। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুল, সে তো আমার একখানা হাত কাটার পর এ কথা বলেছে। রাসুল ﷺ পুনরায় বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার আগে তার যে স্তর ছিল তুমি সেই স্তরে পৌঁছে যাবে।[১০৮]

---

১০৮ *সহিহ বুখারি* : ৪০১৯; *সহিহ মুসলিম* : ৯৫।

মুরতাদ বা জিন্দিক না হলে কোনো মুসলিমকে হত্যার বৈধতা নেই

৮৬. উসামা ইবনু জায়েদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ» قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ.

রাসুল ﷺ আমাদের জুহায়না গোত্রের হুরাকা শাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে এ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে তাদের পরাস্ত করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমি ও এক আনসারি সাহাবি তাদের একজনকে ধাওয়া করে তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলেন, আনসারি ব্যক্তি তার থেকে বিরত হয়ে গেল; কিন্তু আমি তাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় এলাম, তখন নবিজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি বলেন, আমাকে রাসুল ﷺ বললেন, হে উসামা, তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে? আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, সে আসলে হত্যা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। তিনি বললেন, আহা! তুমি কি তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও হত্যা করলে? তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বার বার কথাটি আমাকে বলতে থাকলেন। এমনকি আমি কামনা করতে লাগলাম, যদি আমি ওই দিনের আগে মুসলিমই না হতাম।[১০৯]

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ

১০৯ *সহিহ বুখারি*: ৬৮৭২।

لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿**وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ**﴾؟ فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ.

রাসুল ﷺ আমাদের এক জিহাদ অভিযানে পাঠালে আমরা প্রত্যুষে জুহায়নার (একটি শাখা গোত্র) আল-হুরাকায় গিয়ে পৌঁছালাম। এ সময়ে আমি একজনের পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলি। অবস্থা বেগতিক দেখে সে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; কিন্তু আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। তার কালিমাপাঠের পর হত্যা করাতে আমার মনে এ নিয়ে সংশয় জাগল। তাই ঘটনাটি নবিজির নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরে হত্যা করেছ? আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, সে অস্ত্রের ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ বলেছে। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি তার অন্তর চিরে দেখেছ, যাতে তুমি জানতে পারলে যে, সে এ কথাটি ভয়ে বলেছিল? তিনি এ কথাটি বার বার আবৃত্তি করতে থাকলেন। আর আমি মনে মনে অনুশোচনা করতে থাকলাম, হায়! যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম! বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো কোনো মুসলিমকে হত্যা করব না, যেভাবে এ ভুঁড়িওয়ালা (উসামা) মুসলিমকে হত্যা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তাআলা কি এ কথা বলেননি যে, ‘তোমরা তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করো, যে পর্যন্ত ফিতনা দূরীভূত না হয়, আর দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য না হয়ে যায়?’ [সুরা আনফাল : ৩৯] এর জবাবে সাআদ রা. বললেন, আমরা জিহাদ করি, যাতে ফিতনা না থাকে; কিন্তু তুমি আর তোমার সঙ্গীরা যুদ্ধ করে থাকো ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।[১১০]

---

১১০ *সহিহ মুসলিম* : ৯৬।

৮৭. সাফওয়ান ইবনু মুহরিজ রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلَامَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ، فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا، وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

জুনদাব ইবনু আবদিল্লাহ বাজালি রাহ. আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.-এর ফিতনার[১১১] যুগে আশআস ইবনু সালামাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার কিছু বন্ধুকে আমার জন্য একত্র করবে, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব। আশআস তাদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা যখন সমবেত হলো, জুনদাব তখন হলুদ বর্ণের বুরনুস (এক ধরনের টুপি) পরে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরা আগের মতো

১১১ আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের রা. উমাইয়া সালতানাতের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন; কিন্তু তিনি পরাজিত হন ও সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মক্কা অবরোধের পর তাঁকে মক্কায় হত্যা করা হয়। এখানে ফিতনা দ্বারা সেই সময়কার অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

কথাবার্তা বলতে থাকো। একপর্যায়ে জুনদাব তার মাথার বুরনুসটি নামিয়ে রেখে বললেন, আমি তোমাদের নিকট এসেছি। আমি তোমাদের কাছে নবিজির কিছু হাদিস বর্ণনা করতে চাই। তা হলো, রাসুল ﷺ মুসলিমদের একটি বাহিনী মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঠালেন। উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হলো। সে সময় মুশরিক বাহিনীতে এক ব্যক্তি ছিল। সে যখন কোনো মুসলিমকে হামলা করতে ইচ্ছা করত, তাকে লক্ষ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং (আঘাতে) শহিদ করে ফেলত। একজন মুসলিম তার অসতর্ক মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন। জুনদাব বলেন, আমাদের বলা হলো যে, সে ব্যক্তি ছিল উসামা ইবনু জায়েদ। তিনি যখন তার ওপর তলোয়ার উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তবুও উসামা রা. তাকে হত্যা করলেন।

সংবাদবাহক যুদ্ধে জয়লাভের সুসংবাদ নিয়ে নবিজির খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি তাঁকে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সে সব ঘটনাই বর্ণনা করে, এমনকি ওই ব্যক্তির ঘটনাটিও বলল যে, উসামা রা. (তার সঙ্গে) কী করেছিলেন। নবি ﷺ উসামাকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি সে ব্যক্তিকে হত্যা করলে কেন? উসামা বললেন, আল্লাহর রাসুল, সে অনেক মুসলিমকে আঘাত করেছে এবং অমুক অমুককে শহিদ করে দিয়েছে। এ বলে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। আমি যখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন তরবারি দেখামাত্র সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে উঠল। রাসুল ﷺ বললেন, তুমি তাকে মেরে ফেললে? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসুল ﷺ বললেন, কিয়ামতদিবসে যখন সে (কালিমা) নিয়ে আসবে, তখন তুমি কী করবে? তিনি আরজ করলেন, আল্লাহর রাসুল, আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করুন। রাসুল ﷺ বললেন, কিয়ামতদিবসে যখন সে (কালিমা) নিয়ে আসবে, তখন তুমি কী করবে? তারপর তিনি কেবল এ কথাই বলছিলেন, কিয়ামতের দিন যখন (কালিমা) নিয়ে আসবে, তখন তুমি কী করবে? তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি।[১১২]

---

১১২ *সহিহ মুসলিম*: ১৮০।

একই মর্মের হাদিস *মুসনাদু আহমাদ*[১১৩] গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

'কীভাবে অতীত বিস্মৃত হয়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে'

৮৮. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ.

নবি ﷺ মিকদাদ রা.-কে বলেছেন, উক্ত মুমিন লোকটি যখন কাফিরদের মাঝে অবস্থান করছিল, তখন সে আপন ইমান গোপন রেখেছিল। এরপর সে তার ইমান প্রকাশ করল আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে! তুমিও তো এর আগে মক্কায় থাকাকালে আপন ইমান লুকিয়ে রেখেছিলে।[১১৪]

আল্লাহ দেখাতে চান, তাওহিদের কালিমার মাহাত্ম্য কত বেশি

৮৯. ইমরান ইবনু হুসাইন রা. বর্ণনা করেন,

أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ: مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي؟ قَالُوا: قَالَ اللهُ: ﴿وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ﴾، قَالَ: قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ، فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ، إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ، حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنِّي مُسْلِمٌ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ؟» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ

---

১১৩ হাদিস : ১৭০০৯, ১৭০০৮, ২২৪৯০।

১১৪ *সহিহ বুখারি* : ৬৮৬৫।

شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ، قَالَ: «فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ» ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ، فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ،

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السُّمَيْطِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ، فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَبَّ أَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»

নাফি ইবনুল আজরাক রা. ও তাঁর সাথিরা (আমার নিকট) এসে বললেন, হে ইমরান, আপনি ধ্বংস হয়ে গেছেন। তিনি বলেন, আমি ধ্বংস হইনি। তারা বললেন, অবশ্যই ধ্বংস হয়েছেন। তিনি বলেন, কোন জিনিস আমাকে ধ্বংস করেছে? তারা বললেন, আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ-না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়'। [সুরা আনফাল : ৩৯] তিনি বলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে এতটা যুদ্ধ করেছি যে, তাদের নির্বাসিত করেছি। ফলে দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনারা চাইলে আমি আপনাদের নিকট একটি হাদিস বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রাসুলের নিকট শুনেছি। তারা বলেন, আপনি কি রাসুলের নিকট তা শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি রাসুলের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি সামরিকবাহিনী মুশরিকদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। মুসলমানরা তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। আমার এক সঙ্গী যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকের ওপর বর্শা দ্বারা হামলা করল। সে তাকে পাকড়াও করে ফেললে সেই মুশরিক বলতে লাগল, আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি একজন মুসলিম। সে ভর্ৎসনাপূর্বক তাকে (কালিমাপড়া ব্যক্তিটিকে) হত্যা করল। এরপর সে রাসুলের নিকট এসে বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসুল ﷺ (একবার বা দুবার) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করলে? তারপর সে তার ইতিবৃত্ত শোনালে রাসুল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তার বুক চিরে দেখলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার অন্তরের খবর জানতে পারতে। সে বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি তার বুক চিরে ফেললেও তার অন্তরের খবর জানতে পারতাম না। তিনি বলেন, তাহলে তুমি তার উচ্চারিত স্বীকারোক্তি কেন কবুল করলে না; অথচ তুমি তার অন্তরের খবর জানতে না?

ইমরান রা. বলেন, এরপর রাসুল ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। একদিন লোকটি (হত্যাকারী) মারা গেলে আমরা তাকে দাফন করলাম। ভোরে উঠে আমরা দেখলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে জমিনের ওপরে পড়ে আছে। সাহাবিরা বললেন, হয়তো কোনো শত্রু কবর খুঁড়ে একে বের করে তুলে রেখেছে। তারপর আমরা তাকে আবার দাফন করলাম এবং আমাদের যুবকদের তার কবর পাহারা দিতে নির্দেশ দিলাম। আমরা পরদিন ভোরবেলা দেখতে পেলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে জমিনের ওপর পড়ে আছে। আমরা বললাম, হয়তো প্রহরীরা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা পুনরায় তাকে দাফন করলাম এবং নিজেরাই পাহারা দিলাম। প্রত্যুষে আমরা দেখলাম, সে কবরের বাইরে জমিনের ওপর পড়ে আছে। অবশেষে আমরা তাকে এক গিরিখাতে নিক্ষেপ করলাম।

অন্য বর্ণনায় এরপর এসেছে,

জমিন তাকে উৎক্ষিপ্ত করলে নবিজিকে খবর দেওয়া হলো। তিনি বললেন, জমিন তো অবশ্য তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও গ্রহণ করে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেখাতে চান যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কত বেশি।[১১৫]

১১৫ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৯৩০।

আজানের সুর কানে ভেসে এলে সেখানে আক্রমণ চালানোর বিধান

আজানের বাক্যগুলো স্বভাবধর্মের প্রতীক

৯০. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى

রাসুল ﷺ ভোরে (ফজরের সময়) শত্রুর ওপর আক্রমণ করতেন। তিনি আজানের শব্দ শোনার জন্য কান পেতে অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি আজান শুনতে পেলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ করতেন। তিনি একব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলতে শুনলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, স্বভাবধর্মের ওপর রয়েছে (অর্থাৎ, এই ব্যক্তি মুসলিম)। সে পুনরায় বলল, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রাসুল ﷺ বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেলে। তারপর লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে মেষপালের রাখাল।[১১৬]

মসজিদ দেখলে বা মুআজ্জিনের আজান শুনলে হত্যাকাণ্ড নিষেধ

৯১. ইছাম মুজানি রাহ. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

---

১১৬ *সহিহ মুসলিম* : ৩৮২।

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا»

রাসুল ﷺ আমাদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠানোর সময় বললেন, জনপদে কোনো মসজিদ দেখতে পেলে কিংবা মুআজ্জিনের আজানধ্বনি শুনতে পেলে কাউকে হত্যা করবে না।[১১৭]

১১৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৩৫; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৪৯। ইমাম তিরমিজি, ইমাম হায়সামি এবং শায়খ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

ইসলামের দাওয়াত পায়নি যারা, আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার আগে তাদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশনা

ইয়াহুদিদের নির্বাসিত করার আগে দীনের দাওয়াত প্রদান

৯২. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

بَيْنَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ»، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ أُرِيدُ»، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

একবার আমরা মসজিদে নববিতে ছিলাম। রাসুল ﷺ মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদের বললেন, চলো ইয়াহুদিদের ওখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরোলাম। শেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষালয়ে) পৌঁছালাম। তারপর নবি ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন, হে ইয়াহুদি সম্প্রদায়, তোমরা ইসলাম কবুল করো, এতে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে। ইয়াহুদিরা বলল, হে আবুল কাসিম, আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো এবং শান্তিতে থাকো। তারাও আবার বলল, হে আবুল কাসিম, আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসুল ﷺ বললেন, আমি এরকম ইচ্ছাই লালন করি। তৃতীয়বারেও তিনি তা-ই বললেন। অবশেষে

রাসুল ﷺ বললেন, জেনে রেখো, জমিন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। আমি তোমাদের এই এলাকা থেকে নির্বাসিত করতে চাই। কাজেই তোমাদের যাদের মালপত্র আছে, তা যেন তারা বিক্রি করে দেয়। তা না হলে জেনে রেখো, জমিন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের।[১১৮]

রাসুল ﷺ দাওয়াত দেওয়া অবধি কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না

৯৩. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوَهُمْ

রাসুল ﷺ কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না, যাবৎ-না তাদের দাওয়াত দিতেন।[১১৯]

অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার আদর্শিক পদ্ধতি

৯৪. আবুল বাখতারি রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ حَاصَرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ، تَرَوْنَ العَرَبَ يُطِيعُونَنِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ دِينَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطُونَا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، قَالَ: وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالفَارِسِيَّةِ، وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِينَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الجِزْيَةَ، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لاَ، فَدَعَاهُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَى مِثْلِ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ، فَفَتَحْنَا ذَلِكَ القَصْرَ.

মুসলমানদের কোনো এক সৈন্যবাহিনী পারস্যের একটি দুর্গ অবরোধ করে। সালমান ফারসি রা. এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন।

১১৮ *সহিহ বুখারি* : ৭৩৪৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৬৫।

১১৯ *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৫৩, ২১০৫; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৮৮; *আল-মুসতাদরাক, হাকিম* : ৩৭।

সেনাবাহিনীর মুজাহিদগণ বললেন, হে আবদুল্লাহর পিতা, আমরা কি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না? তিনি বললেন, আমি যেভাবে রাসুল ﷺ-কে তাদের (ইসলামগ্রহণের) দাওয়াত দিতে শুনেছি, তোমরা আমাকেও সেভাবে দাওয়াত দিতে দাও। সালমান রা. তাদের নিকট এসে বললেন, আমি তোমাদের মাঝেরই একজন পারস্যবাসী। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আরবরা আমার আনুগত্য করছে। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে তোমরাও আমাদের মতোই অধিকার পাবে এবং আমাদের ওপর যে দায় বর্তায় তোমাদের ওপরও সেরকম দায় বর্তাবে। তোমরা যদি এ দাওয়াত কবুল করতে অসম্মত হও এবং তোমাদের ধর্মের ওপর অবিচল থাকতে চাও, তবে আমরা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দেবো; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের অনুগত্য স্বীকার করে আমাদের জিজয়া দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাদের এ কথাগুলো ফারসি ভাষায় বলেন। (তিনি আরও বলেন) এই অবস্থায় তোমরা প্রশংসিত হবে না। তোমরা যদি এটাও (জিজয়া প্রদান) প্রত্যাখ্যান করো, তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়ব। তারা বলল, আমরা জিজয়া প্রদানে সম্মত নই; বরং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুসলিম সেনারা বললেন, হে আবদুল্লাহর পিতা, আমরা কি তাদের আক্রমণ করব না? তিনি বললেন, না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এভাবে তাদের তিন দিন যাবৎ আহ্বান করতে থাকেন। তারপর তিনি মুসলিমবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, প্রস্তুত হও এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করে সেই দুর্গ দখল করলাম।[১২০]

---

১২০ *সুনানুত তিরমিজি*: ১৫৪৮। হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

وفِي البَابِ. عَنْ بُرَيْدَةَ. وَالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ. وَابْنِ عُمَرَ. وَابْنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ...

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم. وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا. وَرَأَوْا أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ القِتَالِ. وَهُوَ قَوْلُ إِسحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ تُقُدِّمَ إِلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ. فَحَسَنٌ. يَدْعُوهُمْ يَكُونُ ذَلِكَ أَهْيَبَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لاَ دَعْوَةَ اليَوْمَ. وقَالَ أَحْمَدُ: لاَ أَعْرِفُ اليَوْمَ أَحَدًا يُدْعَى.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ يُقَاتَلُ العَدُوُّ حَتَّى يُدْعَوْا. إِلَّا أَنْ يَعْجَلُوا عَنْ ذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ.

এ অনুচ্ছেদে বুরায়দা, নুমান ইবনু মুকাররিন, ইবনু উমর ও ইবনু আব্বাস রা. হতেও হাদিস বর্ণিত

যুদ্ধে মুশরিকের সাহায্য গ্রহণের বিধান[১২১]

আছে। সালমান রা.-এর হাদিসটি হাসান।...

নবিজির একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবি ও তার পরবর্তীগণ এ হাদিসের আলোকেই মত দিয়েছেন। তাদের মতে, যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসহাক ইবনু ইবরাহিমেরও এই মত। তিনি বলেন, যদি আক্রমণ করার পূর্বে শত্রুবাহিনীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়, তবে তা উত্তম এবং তা তাদের মনে প্রভাব বিস্তার ও ভীতির সঞ্চার করবে। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, আজকাল আর এরূপ দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমাদ রাহ. বলেন, বর্তমানে এ ধরনের দাওয়াতের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখছি না। ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেন, শত্রুকে ইসলামের দাওয়াত না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করা যাবে না। দ্রুত দাওয়াতগ্রহণে তাদের তাগাদা দিতে হবে। অবশ্য দাওয়াত না দিলে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, ইতিপূর্বেই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে।

১২১ ইমাম জাসসাস রাহ. লেখেন,

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ فِيهِ نَهْيٌ عَنِ الِاسْتِنْصَارِ بِالْمُشْرِكِينَ ; لِأَنَّ الْأَوْلِيَاءَ هُمُ الْأَنْصَارُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ { أَنَّهُ حِينَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى أُحُدٍ جَاءَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَالُوا: نَحْنُ نَخْرُجُ مَعَكَ, فَقَالَ: إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ } , وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُقَاتِلُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ. وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: { أَنَّ نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ غَزَوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَسَمَ لَهُمْ كَمَا قَسَمَ لِلْمُسْلِمِينَ } .وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى: { إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ: إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ } .وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا بَأْسَ بِالِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا كَانُوا مَتَى ظَهَرُوا كَانَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ هُوَ الظَّاهِرُ, فَأَمَّا إِذَا كَانُوا لَوْ ظَهَرُوا كَانَ حُكْمُ الشِّرْكِ هُوَ الْغَالِبُ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ. وَمُسْتَفِيضٌ.." [أحكام القرآن]

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'হে ইমানদাররা, তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে ঠাট্টা ও খেলতামাশা হিসেবে গ্রহণ করে তাদের এবং কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।' [সুরা মায়িদা : ৫৭] এই আয়াতে মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ, বন্ধুরাই একে অপরের সহযোগী হয়। নবি ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন উহুদযুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন, তখন ইয়াহুদিদের একটি গোত্র এসে বলল, আমরা আপনার সঙ্গে বের হব। তখন তিনি বললেন, আমরা তো কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না।

'আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নেব না'

৯৫. উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. বর্ণনা করেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ، وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»، قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَانْطَلِقْ»

রাসুল ﷺ বদর অভিমুখে রওনা হলেন। যখন তিনি ওয়াবারাহ প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন এমন এক ব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, যে তার শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রাসুলের সাহাবিগণ তাকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সে রাসুল ﷺ-কে বলল, আমি আপনার সঙ্গে যেতে এবং আপনার সঙ্গে (গনিমত) পেতে এসেছি। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান রাখো? সে বলল, না। রাসুল ﷺ

অপরদিকে অনেক মুনাফিক রাসুলের সঙ্গে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। ইমাম জুহরি রাহ. বর্ণনা করেন, একদল ইয়াহুদি নবিজির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তখন তিনি তাদের জন্য গনিমত সেভাবে বণ্টন করেছিলেন, যেভাবে মুসলিমদের জন্য বণ্টন করেছিলেন। (এরপর ইমাম জাসসাস আমাদের বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদিসটিও উল্লেখ করেন।)

আমাদের ফকিহগণ বলেছেন, মুশরিকদের সাহায্য নিয়ে অন্যান্য মুশরিকদের বিরুদ্ধে সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা বৈধ, যখন তারা বিজয় লাভ করলে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যদি এমন হয় যে, তারা বিজয় লাভ করলে শিরকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, তাহলে মুসলমানদের জন্য তাদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। [*আহকামুল কুরআন*]

হানাফি ফকিহগণ, সহিহ মত অনুসারে হাম্বলি ফকিহগণ, ইবনুল মুনজির ছাড়া অন্যান্য শাফিয়ি ফকিহগণ এবং মালিকিদের মধ্য হতে ইবনু হাবিব ও ইমাম মালিক রাহ.-এর এক মতানুসারে হারবি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের সাহায্যগ্রহণকে বৈধ বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। হ্যাঁ, শাফিয়ি ও হাম্বলি ফকিহগণ এবং ইমাম বাগাওয়ি, মাওয়ারদি প্রমুখ মুফতিগণ মুসলিমদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। প্রয়োজনে দ্রষ্টব্য— *আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ*।

বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। আয়িশা রা. বলেন, তখন লোকটি চলে গেল। যখন আমরা শাজারায় উপনীত হলাম, তখন সে ব্যক্তি নবিজির সঙ্গো দেখা করল এবং তার পূর্বের কথাই পুনর্ব্যক্ত করল। নবি ﷺ-ও তাকে আগের মতোই জবাব দিলেন। আরও বললেন, তুমি ফিরে যাও। আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। এবারও সে চলে গেল। তারপর সে আবার বায়দাতে তাঁর (নবিজির) সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তখন রাসুল ﷺ তাকে প্রথমবারের মতোই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান রাখো? সে বলল, জি হ্যাঁ। তখন রাসুল ﷺ তাকে বললেন, এখন (আমাদের সঙ্গো) চলো।[১২২]

'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ'

৯৬. আবদুর রহমান রাহ. তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন,

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: "أَوَأَسْلَمْتُمَا؟" قُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَلَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ" قَالَ: فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ.

রাসুল ﷺ যখন এক যুদ্ধে বের হতে চাচ্ছিলেন, তখন আমি এবং আমার সম্প্রদায়ের একজন লোক তাঁর কাছে এলাম। তখনো আমরা ইসলামগ্রহণ করিনি। বললাম, এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক যে, আমাদের সম্প্রদায় এমন কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবে, যেখানে আমরা তাদের সঙ্গো উপস্থিত হব না। তিনি বললেন, তোমরা দুজন কি ইসলামগ্রহণ করেছ? আমরা বললাম, জি না। তিনি বললেন, তাহলে আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণ করব না। তখন আমরা ইসলামগ্রহণ করে তাঁর সঙ্গো যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম।[১২৩]

১২২ *সহিহ মুসলিম* : ১৮১৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৩২; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৫৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৩২; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৯৬, ২৪৯৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৩৮৬, ২৫১৫৮।

১২৩ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৭৬৩।

মুশরিকদের বিতাড়নের নির্দেশ

'আরব উপদ্বীপে মুসলিম ছাড়া অন্য কাউকে থাকতে দেবো না'

৯৭. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا

নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেবো। তারপর মুসলিম ব্যতীত অন্যদের এখানে থাকতে দেবো না।[১২৪]

'হিজাজের ইয়াহুদিদের বের করে দাও'

৯৮. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "أَنْ أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ"

রাসুল ﷺ সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা ছিল, তোমরা হিজাজের ইয়াহুদিদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও। আর জেনে রেখো, সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ তারা, যারা কবরকে সিজদার জায়গা হিসেবে গ্রহণ করে।[১২৫]

আরব উপদ্বীপের সীমানা

৯৯. সায়িদ ইবনু আবদিল আজিজ রাহ. বলেন,

جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبَحْرِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ

১২৪ *সহিহ মুসলিম*: ৪৪৮৬।

১২৫ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৬৯২; *সুনানুদ দারিমি*: ২৫৪০।

عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلَوْا مِنْ تَيْمَاءَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ فَأَمَّا الْوَادِي فَإِنِّي أَرَى إِنَّمَا لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ مَالِكٌ قَدْ أَجْلَى عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ.

আরব উপদ্বীপের[১২৬] সীমানা হচ্ছে, একদিকে ওয়াদিউল কুরা হতে ইয়ামেনের সীমান্ত পর্যন্ত এবং অপরদিকে ইরাকের সীমান্ত হতে আরবসাগরের তীর পর্যন্ত। ইমাম মালিক রাহ. বলেন, উমর রা. নাজরানবাসীদের বহিষ্কার করেছেন; কিন্তু তাইমার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা হয়নি। কারণ, এটি আরব উপদ্বীপের অংশ নয়। আমার জানামতে, ওয়াদিউল কুরার ইয়াহুদিদের নির্বাসন দেওয়া হয়নি। কারণ, তাদের এ এলাকাটিকে আরব উপদ্বীপের অংশ মনে করা হয়নি।[১২৭] মালিক রাহ. আরও বলেন, উমর রা. নাজরান ও ফাদাক এলাকার ইয়াহুদিদের বিতাড়িত করেছিলেন।[১২৮]

১০০. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ

এক দেশে দুই কিবলা থাকতে পারে না।[১২৯]

সুনানুত তিরমিজি গ্রন্থে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ

একই লোকালয়ে (আরবে) দুটি কিবলার সুযোগ নেই এবং মুসলমানদের ওপর কোনো জিজয়া নেই।[১৩০]

---

১২৬ আরব উপদ্বীপে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও ইয়ামেন।

১২৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০৩৩।

১২৮ প্রাগুক্ত : ৩০৩৪।

১২৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০৩২। অর্থাৎ, এক ভূমিতে একই সঙ্গে দুই ধর্মের শাসন ও প্রভাব চলতে পারে না। ইসলাম এবং কুফর কখনো সমমর্যাদার হতে পারে না। স্মর্তব্য, ধর্ম মূলত দুটো : ইসলাম এবং কুফর। কারণ, ইসলাম ছাড়া যা কিছু আছে, হাদিসের ভাষায় তা সবই এক ধর্ম। বাহ্যদৃষ্টিতে সেগুলোর মধ্যে যতই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হোক না কেন আদতে সবই এক, সবই কুফর।

১৩০ *সুনানুত তিরমিজি* : ৬৩৩। শাইখ আলবানি রাহ. যদিও এই হাদিসের সনদকে দুর্বল বলেছেন; কিন্তু ফকিহগণ এই হাদিসের বক্তব্যের আলোকে বিধান উদ্‌ঘাটন করেছেন। সুতরাং হাদিসটি

গুপ্তচরের শাস্তি

'গুপ্তচরকে ধরে হত্যা করো'

১০১. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বর্ণনা করেন,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ اطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ

কোনো এক সফরে নবিজির কাছে মুশরিকদের এক গুপ্তচর এসেছিল। সে তাঁর সাহাবিগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলে কিছুক্ষণ পর চলে গেল। তখন নবি ﷺ বললেন, তাকে খুঁজে হত্যা করো। এরপর নবি ﷺ তার (গুপ্তচরের) মালপত্র হত্যাকারীকে প্রদান করলেন।[১৩১]

গুপ্তচরের রক্ত হালাল

১০২. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বর্ণনা করেন,

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

আলিমগণের মধ্যে সমাদৃত। ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ: جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ، وَفِي الحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ: إِنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ.

সকল ফকিহ এ হাদিসের ভিত্তিতে একমত হয়ে বলেছেন, কোনো খ্রিষ্টান মুসলমান হলে তার ওপর নির্ধারিত জিজয়া মাওকুফ হয়ে যাবে। রাসুলের বাণী—'মুসলমানদের ওপর উশর নেই'-এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমান ব্যক্তির ওপর জিজয়া নেই। এ হাদিস হতে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছেন, উশর (জিজয়া) শুধু ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওপর আরোপিত হবে; মুসলমানদের ওপর কোনো উশর (জিজয়া) ধার্য হবে না।

উল্লেখ্য, উশর শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, এখানে এর দ্বারা জিজয়া উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

১৩১ *সহিহ বুখারি* : ৩০৫১।

إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ. ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ". قَالُوا ابْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ".

আমরা রাসুলের সঙ্গে হাওয়াজিন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ছিলাম। একদা আমরা রাসুলের সঙ্গে সকালের খাবার গ্রহণ করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি লাল রঙের উটে চড়ে এসে উটটিকে বসাল এবং তার কোমর থেকে একটি চামড়ার রশি বের করে তা দিয়ে সেটিকে বাঁধল। এরপর সে এসে লোকদের সঙ্গে সকালের নাশতা খেতে বসল এবং এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। (সে ছিল গুপ্তচর)। আমাদের মধ্যে তখন দুর্বলতাও ছিল। সওয়ারিও কম ছিল। আমাদের কেউ কেউ পায়ে হেঁটে চলছিল। এমন সময় সে ব্যক্তি দ্রুতগতিতে নিজের উটের কাছে এসে এর বাঁধন খুলল। এরপর উটটিকে বসিয়ে এর ওপর সওয়ার হয়ে হাঁকাল এবং উট তাকে নিয়ে ছুটল। তখন এক ব্যক্তি একটি ধূসর উটনীর ওপর চড়ে তার পিছু নিল। সালামা রা. বলেন, আমি বের হয়ে দৌড় দিলাম। প্রথমত আমি (অনুসরণকারী ব্যক্তির) উটনীর পেছনে গিয়ে পৌঁছলাম। এরপর আমি আরও অগ্রসর হয়ে সে (লাল) উটের পশ্চাতে পৌঁছলাম।

তারপর আরেকটু এগিয়ে আমি উটটির লাগাম ধরে সেটিকে বসালাম। যখন উটটি হাঁটু গেড়ে বসল, তখন আমি তলোয়ার বের করে লোকটির মাথায় আঘাত করলাম। তৎক্ষণাৎ সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর আমি উটটি টেনে নিয়ে এলাম। এর ওপর ওই ব্যক্তির আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা ছিল। রাসুল ﷺ লোকজনসহ

আমাকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন, কে এই লোকটিকে হত্যা করেছে? লোকেরা বলল, ইবনুল আকওয়া। তিনি বললেন, (নিহত ব্যক্তির থেকে) খুলে আনা সমুদয় সম্পদ আকওয়ার পুত্র সালামার জন্য।[১৩২]

জিম্মি[১৩৩] কাফির গুপ্তচরবৃত্তি করলে সে-ও হত্যাযোগ্য

১০৩. ফুরাত ইবনু হাইয়ান রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لأَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ".

রাসুল ﷺ তাকে (বর্ণনাকারীকেই) হত্যার নির্দেশ দেন। সে আবু সুফিয়ানের গুপ্তচর ও এক আনসার লোকের আশ্রিত ব্যক্তি ছিল। একদা আনসারদের এক সমাবেশের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সে বলল, আমি মুসলিম। জনৈক আনসার বললেন, আল্লাহর রাসুল, সে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিচ্ছে। রাসুল ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের আমি তাদের ইমানের ওপর ছেড়ে দিই। ফুরাত ইবনু হাইয়ান তাদেরই একজন।[১৩৪]

---

১৩২ *সহিহ মুসলিম* : ১৭৫৪।

১৩৩ জিম্মি : ইসলামি আইনের একটি পরিভাষা। ইসলামি রাষ্ট্রের আশ্রিত অমুসলিম নাগরিকদের জিম্মি বলা হয়। জিম্মার আওতায় থাকা নাগরিকদের রাষ্ট্রকে জিজয়া-কর প্রদান করতে হয়।

১৩৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৫২; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৫৯৩।

জিহাদের নীতি ও নির্দেশিকা

আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশিকা

১০৪. বুরায়দা রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ " اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلاَلٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ

فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ ".

রাসুল ﷺ যখন কোনো সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের ওপর আমির নিযুক্ত করতেন, তখন বিশেষত তাকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলার উপদেশ দিতেন এবং তার সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি আদেশ করতেন তারা যেন ভালোভাবে চলে। আর (বিদায়লগ্নে) বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তবে গনিমতের সম্পদে খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রুপক্ষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতিসাধন করবে না এবং শিশুদের হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয় বা আচরণের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে।

প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে। যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে। এরপর তুমি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় (মদিনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। এবং তাদের জানিয়ে দেবে যে, যদি তারা তা করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব অধিকার ও দায়দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের ওপর কার্যকর হবে। আর যদি তারা বাড়িঘর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা সাধারণ বেদুইন মুসলিমদের মতো গণ্য হবে। তাদের ওপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকর হবে, যা মুমিনদের ওপর কার্যকর হয়, তবে তারা গনিমত ও ফাই[১৩৫] থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমদের সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে।

আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিজয়া প্রদানের দাবি জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে

---

১৩৫ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ ছাড়া শত্রুবাহিনীর ফেলে যাওয়া সম্পদকে ফাই বলে।

তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবি না মানে, তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর যদি তুমি কোনো দুর্গবাসীদের অবরোধ করো এবং তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আশ্রয় চায়, তবে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আশ্রয়ের দাবি মেনে নেবে না; বরং তাদের তোমার এবং তোমার সাথিদের আশ্রয়ে রাখবে। কেননা, তারা যদি তোমার ও তোমার সাথিদের প্রদত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গ করে, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আশ্রয় নষ্টের চেয়ে কম গুরুতর। আর যদি তোমরা কোনো দুর্গের অধিবাসীদের অবরোধ করো, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর হুকুমের ওপর নেমে আসতে চায়, তবে তোমরা তাদের আল্লাহর হুকুমের ওপর নেমে আসতে দেবে না; বরং তুমি তাদের তোমার সিদ্ধান্তের ওপর নেমে আসতে দেবে (দুর্গের ওপর থেকে নেমে আসা উদ্দেশ্য)। কেননা, তোমার জানা নেই যে, তুমি তাদের মাঝে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারবে কি না।[১৩৬]

নিজেদের আমল অনুসারে তোমরা জিহাদের তাওফিকপ্রাপ্ত হও

১০৫. ইমাম বুখারি রাহ. উল্লেখ করেন,

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ» وَقَوْلُهُ ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ﴾

আবু দারদা রা. বলেন, আমল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো। আল্লাহ তাআলার বাণী, 'হে ইমানদাররা, তোমরা যা করো না, তা কেনো বলো? তোমরা যা করো না—তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে সিসাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।' [সুরা সাফ : ০২-০৪][১৩৭]

---

১৩৬ *সহিহ মুসলিম* : ১৭৩১।

১৩৭ *সহিহ বুখারি*, অধ্যায় : ৫৬/১৩।

লাশ বিকৃতি, বিশ্বাসঘাতকতা, গনিমত আত্মসাৎ ও শিশুহত্যা নিষিদ্ধ

১০৬. সাফওয়ান ইবনু আসসাল রা. বর্ণনা করেন,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ: سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا

রাসুল ﷺ আমাদের একটি ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় রওনা হয়ে যাও। যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। লাশ (নাক-কান কেটে) বিকৃত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না।[১৩৮]

নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন

১০৭. আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

রাসুল ﷺ বলেন, তোমরা যুদ্ধের সময় আল্লাহর নাম নেবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং আল্লাহর রাসুলের মিল্লাতের ওপর অটল থাকবে। অতি বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর ও নারীদের হত্যা করবে না[১৩৯] এবং গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। তোমাদের গনিমত একত্রে জড়ো করবে, নিজেদের অবস্থার সংশোধন করবে এবং সৎ কাজ করবে। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' [সুরা মায়িদা : ১৩][১৪০]

প্রাপ্তবয়স্কদের হত্যা করো, নারী ও শিশুদের বাঁচিয়ে রাখো

১০৮. সামুরা ইবনু জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ

---

১৩৮ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৫৭।

১৩৯ অবশ্য তারা যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা করা যাবে।

১৪০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬১৪। উল্লেখিত বর্ণনার সনদ দুর্বল হলেও একই মর্মের সহিহ হাদিস থাকার কারণে শায়খ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান লি-গাইরিহি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তোমরা বয়স্ক মুশরিকদের হত্যা করো এবং তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক[১৪১] বালকদের জীবিত রাখো।[১৪২]

১০৯. জাবির রা. বর্ণনা করেন,

رُمِيَ يَوْمَ الأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أَوْ أَبْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ اللهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ. فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ". وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمُ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ.

সাআদ ইবনু মুআজ রা. খন্দকের যুদ্ধের দিন তিরবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এতে তার বাহুর মাঝখানের রগ কেটে যায়। তার ক্ষতস্থানে রাসুল ﷺ আগুনের সেঁক দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। তারপর তার হাত ফুলে যায়। আগুনের সেঁক দেওয়া বন্ধ করলে আবার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আবার তিনি তার ক্ষতস্থানে আগুনের সেঁক দেন। তার হাত পুনরায় ফুলে ওঠে। সাআদ রা. নিজের এ অবস্থা দেখে বলেন, বনু কুরায়জার চরম পরিণতি দেখে আমার চোখ জুড়ানো অবধি হে আল্লাহ, আমার প্রাণ বের করো না। সঙ্গে সঙ্গে তার জখম হতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আর একটি ফোঁটাও বের হয়নি। সাআদ ইবনু মুআজ রা.-কে বনু কুরায়জা সালিশ মানতে রাজি হয়। রাসুল ﷺ তার (সাআদের) নিকট (সমাধান দেওয়ার জন্য) লোক পাঠালেন। তিনি সমাধান দিলেন যে, বনু কুরায়জা গোত্রের পুরুষদের

---

১৪১ ইমাম তিরমিজি এর ব্যাখ্যায় লেখেন,

وَالشَّرْحُ: الغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا

অর্থাৎ, এখনো লজ্জাস্থানের লোম গজায়নি এমন বালক।

১৪২ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৮৩; সুনানু আবি দাউদ : ২৬৭০। ইমাম তিরমিজি রাহ. হাদিসটিকে হাসান সহিহ গারিব বলেছেন এবং ইমাম ইবনু দাকিক আল-ইদ এটিকে সহিহ বলেছেন। তবে ফকিহগণ যেহেতু যুগে যুগে এর আলোকে ফাতওয়া দিয়েছেন, তাই হাদিসটি আলিমগণের মাঝে সমাদৃত। তা ছাড়া অন্য সহিহ হাদিসের আলোকেও এর বক্তব্য সুদৃঢ় হয়। উদাহরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ১১০ নম্বর হাদিস দ্রষ্টব্য।

মেরে ফেলা হবে এবং মহিলাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে। মুসলমানগণ তাদের দ্বারা বিভিন্ন রকম কাজ আদায় করতে পারবে। রাসুল ﷺ বললেন, তাদের ব্যাপারে তোমার মত সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার মতের অনুরূপ হয়েছে। তারা (পুরুষগণ) সংখ্যায় ছিল ৪০০ জন। লোকেরা তাদের হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করলে তার ক্ষতস্থান হতে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৪৩]

১১০. আতিয়্যা কুরাজি রা. বর্ণনা করেন,

عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي.

আমাদের বনু কুরায়জার যুদ্ধের দিন রাসুলের কাছে আনা হলো। তখন যাদের লজ্জাস্থানের লোম উঠেছে, তাদের হত্যা করা হলো। আর যাদের তা ওঠেনি, তাদের মুক্ত করে দেওয়া হলো। আমার লজ্জাস্থানে তখনো লোম উঠেনি। এ কারণে আমাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।[১৪৪]

যুদ্ধে সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়লে আমিরের করণীয়

১১১. সামুরা ইবনু জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللهِ إِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنَا.

তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেন, আমরা ভীত হয়ে পড়লে নবি ﷺ আমাদের ঘোড়াকে আল্লাহর ঘোড়া নামে ডাকতেন। আর আমরা ভীত হয়ে পড়লে বা যুদ্ধে লিপ্ত হলে রাসুল ﷺ আমাদের সংঘবদ্ধ থাকতে, ধৈর্য ধরতে এবং ধীরস্থিরতা অবলম্বনের আদেশ দিতেন।[১৪৫]

---

১৪৩ *সুনানুত তিরমিজি*: ১৫৮২।

১৪৪ *সুনানুত তিরমিজি*: ১৫৮৪।

১৪৫ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৫৬০।

সৈন্যদের খোঁজখবর রাখা

‘জুলায়বিব আমার এবং আমি তার’

১১২. আবু বারজা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ". قَالُوا نَعَمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ". قَالُوا نَعَمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ". قَالُوا لاَ. قَالَ "لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ". فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ "قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ". قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً.

রাসুল ﷺ এক জিহাদে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে গনিমতের সম্পদ দান করলেন। তিনি তাঁর সাহাবিদের বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়ে ফেলেছ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, অমুক, অমুক ও অমুককে। তিনি বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, অমুক, অমুক এবং অমুককে। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? লোকেরা বলল, জি না। তিনি বললেন; কিন্তু আমি জুলায়বিবকে হারিয়েছি। তোমরা তাঁর খোঁজ নাও। তখন তাঁকে নিহতদের মাঝে সন্ধান করা হলো। তারপর তাঁরা সাতটা লাশের পাশে তাঁকে খুঁজে পেল। তিনি এ সাতজনকে মেরে ফেলেছিলেন। তারপর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করে। তখন নবি ﷺ তাঁর নিকট এলেন এবং ওখানে দণ্ডায়মান অবস্থায় বললেন, সে সাতজনকে হত্যা করেছে; তারপর শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। সে আমার এবং আমি তাঁর। সে আমার এবং আমি তাঁর।[১৪৬] এরপর তিনি তাঁকে দু-বাহুর

১৪৬ ইসলামের দুশমন হত্যা এবং জঙ্গে বীরত্বের অবদান রাখা ছিল রাসুলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় আমল।

ওপর উঠিয়ে নিলেন। কেবল রাসুলের বাহুই তাঁকে বহন করছিল। তাঁর কবর খনন করা হলো এবং তিনি তাঁকে তাঁর কবরে রেখে দিলেন। বর্ণনাকারী তাঁর গোসলের কথা বর্ণনা করেননি।[১৪৭]

দুর্বলদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ কোমল আচরণ

১১৩. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ.

রাসুল ﷺ সফরে কাফেলার পেছনে অবস্থান করতেন। তিনি দুর্বলদের নিজের বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন।[১৪৮]

'কে আমাকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহন দেখিয়ে দেবে'

১১৪. জুহরি রাহ. বলেন,

كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَزْهَرِ، يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، جُرِحَ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ عَلَى الْخَيْلِ: خَيْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ الْأَزْهَرِ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَمَا هَزَمَ اللهُ الْكُفَّارَ، وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ، وَيَقُولُ: " مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟ " قَالَ: فَمَشَيْتُ - أَوْ قَالَ: فَسَعَيْتُ - بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا مُحْتَلِمٌ، أَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدٍ، حَتَّى حَلَلْنَا عَلَى رَحْلِهِ، فَإِذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَنَفَثَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ "

আবদুর রহমান ইবনু আজহার রা. বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. আহত হলেন। তিনি রাসুলের ঘোড়ার ওপর ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ যখন কাফিরদের পরাজিত করলেন এবং মুসলমানরা নিজেদের ঘরে ফিরে গেল, তখন আমি রাসুল ﷺ-কে দেখলাম, তিনি মুসলমানদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে বলছেন,

---

১৪৭ *সহিহ মুসলিম* : ২৪৭২।

১৪৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৩৯।

'কে আমাকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহন দেখিয়ে দেবে?' তখন আমি বালক ছিলাম। আমি রাসুলের সামনে সামনে হেঁটে হেঁটে (বা দৌড়ে দৌড়ে) বলতে লাগলাম, 'কে আছ, যে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহন দেখিয়ে দেবে?' অবশেষে আমরা তার বাহনের নিকট এসে পৌঁছালাম। তখন দেখা গেল, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহনের পশ্চাদ্ভাগে হেলান দিয়ে আছেন। রাসুল ﷺ তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর জখম দেখলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন।[১৪৯]

দিনের শুরুতে যুদ্ধের সূচনা না করলে সূর্য ঢলা অবধি রাসুলের অপেক্ষা

১১৫. আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা রা. বর্ণনা করেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»

শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি কোনো এক যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তিনি তাঁর সাহাবিদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, হে লোকসকল, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তাআলার নিকট নিরাপত্তার দুআ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ দুআ করলেন, হে আল্লাহ, কুরআন নাজিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সেনাদল পরাস্তকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদের তাদের ওপর বিজয় দান করুন।[১৫০]

---

১৪৯ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৬৮১১, ১৯০৮১।

১৫০ *সহিহ বুখারি*: ২৯৬৫, ২৯৬৬; *সহিহ মুসলিম*: ১৭৪২।

জিহাদ না করে মৃত্যুবরণের ক্ষতি

জিহাদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি একপ্রকার মুনাফিক হয়ে মারা গেল

১১৬. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল; অথচ কখনো জিহাদ করল না বা জিহাদের কথা তার মনে কখনো জাগেনি, সে একপ্রকার মুনাফিক হয়েই মৃত্যুবরণ করল।[১৫১]

জিহাদ ত্যাগ করলে পৃথিবীতেই নেমে আসে কঠিন বিপদ

১১৭. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

যে নিজে জিহাদ করেনি বা কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয়নি; অথবা মুজাহিদ পরিবারের উপকারও করেনি, আল্লাহ কিয়ামতের পূর্বে তাকে কঠিন বিপদে আক্রান্ত করবেন।[১৫২]

জিহাদ ছাড়া দীনদারি ত্রুটিপূর্ণ

১১৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ

যে ব্যক্তি (নিজ দেহে) জিহাদের কোনো চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নিকটে উপস্থিত হবে, তার মধ্যে বিরাট ত্রুটি থেকে যাবে।[১৫৩]

---

১৫১ *সহিহ মুসলিম* : ১৯১০।

১৫২ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫০৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৬২; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৬২

১৫৩ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৬৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৬৩। ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন, ইসমাইল ইবনু রাফি (এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী)-কে কোনো কোনো হাদিসবিশারদ দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি ইমাম বুখারিকে বলতে শুনেছি, তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী বা তার সমপর্যায়ভুক্ত (মুকারিবুল হাদিস)। উল্লিখিত হাদিসটি আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে রাসুল ﷺ থেকে এই সনদ ছাড়াও অন্যান্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।

অক্ষমদের ব্যাপারে ঘোষণা

'পুরো সফরে তারা তোমাদের সঙ্গেই ছিল'

১১৯. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

রাসুল ﷺ তাবুকযুদ্ধ থেকে ফিরে মদিনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মদিনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে, তোমরা এমন কোনো দূরপথ ভ্রমণ করোনি এবং এমন কোনো উপত্যকা অতিক্রম করোনি যেখানে তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল না। সাহাবিগণ রা. বললেন, আল্লাহর রাসুল, তারা তো মদিনায় ছিল! তখন তিনি বললেন, তারা মদিনায়ই ছিল, তবে যথার্থ ওজর তাদের আটকে রেখেছিল।[১৫৪]

অসুস্থরা নিয়তের কারণে ঘরে থেকেই সাওয়াব পাবে

১২০. জাবির রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ".

একদা আমরা কোনো এক যুদ্ধে নবিজির সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, মদিনায় কতিপয় এমন লোক রয়েছে, যারা তোমাদের প্রতিটি পথ চলায় এবং প্রান্তর অতিক্রমণের সর্বমুহূর্তে তোমাদেরই সঙ্গে রয়েছে (সাওয়াবলাভের ক্ষেত্রে)। রোগব্যাধি তাদের আটকে রেখেছে।[১৫৫]

---

১৫৪ *সহিহ বুখারি*: ৪৪২৩।

১৫৫ *সহিহ মুসলিম*: ১৯১১।

মুজাহিদদের সহযোগিতার ফজিলত

মুজাহিদের দায়িত্ব গ্রহণের ফজিলত

১২১. জায়েদ ইবনু খালিদ জুহানি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর রসদ সরবরাহ করল, সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখভাল করল, সে-ও যেন জিহাদ করল।[১৫৬]

সুনানু ইবনি মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটি নিম্নলিখিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো গাজিকে[১৫৭] (যুদ্ধের) সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়, তার সেই গাজির সমপরিমাণ সাওয়াব হয় এবং এতে গাজির লব্ধ সাওয়াব থেকে মোটেও কমানো হয় না।[১৫৮]

'নিজে জিহাদে যেতে না পারলে অন্যের হাতে যুদ্ধোপকরণ তুলে দাও'

১২২. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ فَتًى، مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ قَالَ " ائْتِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ ". فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

---

১৫৬ *সহিহ বুখারি* : ২৮৪৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৯৫।

১৫৭ গাজি অর্থ যোদ্ধা।

১৫৮ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৫৯।

يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلاَنَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ

আসলাম গোত্রের জনৈক যুবক বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই; অথচ আমার কাছে যুদ্ধোপকরণ বলতে কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, অমুকের কাছে যাও, সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন সে ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে বলল, রাসুল ﷺ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি যেন সেসব যুদ্ধসামগ্রী আমাকে দিয়ে দেন, যার দ্বারা আপনি নিজে সজ্জিত হয়েছিলেন। তখন সে ব্যক্তি (সম্ভবত তার স্ত্রীকে লক্ষ করে) বলল, হে অমুক, আমি যুদ্ধপ্রস্তুতি হিসেবে যা জোগাড় করেছিলাম তা একে দিয়ে দাও এবং তার মধ্য থেকে কিছুই রেখে দিয়ো না। আল্লাহর কসম, তার সামান্যতম অংশও তুমি রেখো না, তাহলে (না রাখলে) আল্লাহ তাতে তোমাকে বরকত দান করবেন।[১৫৯]

মুজাহিদকে বাহনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ফজিলত

১২৩. আবু মাসউদ আনসারি রা. বর্ণনা করেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ "مَا عِنْدِي". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ".

একদা এক লোক নবিজির কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার বাহন ধ্বংস হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে তো নেই। সে সময় একব্যক্তি বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাকে দিচ্ছি, যে তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। রাসুল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখিয়ে দেয়, তার জন্য রয়েছে আমলকারীর সমান সাওয়াব।[১৬০]

১৫৯ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৯৪।

১৬০ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৯৩।

মুজাহিদের পরিবার-পরিজন ও সহায়সম্পদ দেখভালের ফজিলত

১২৪. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ "لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ". ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ".

একদা নবি ﷺ লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠান। তখন তিনি বললেন, প্রতি দু-ব্যক্তির মধ্যে একজনকে অবশ্যই যুদ্ধে বেরিয়ে পড়া উচিত। তারপর তিনি বাড়িতে অবস্থানকারীদের বললেন, তোমাদের মধ্যকার যে-কেউ যুদ্ধে গমনকারীর পরিবার-পরিজন ও তার সহায়সম্পদের দেখাশোনা করবে, সে-ও গমনকারীর অর্ধেক সাওয়াব লাভ করবে।[১৬১]

সচ্ছল ব্যক্তিকেও জিহাদের জন্য অর্থ প্রদান করা যায়

১২৫. ইমাম বুখারি রাহ. বর্ণনা করেন,

قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الغَزْوَ، قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي»، قُلْتُ: أَوْسَعَ اللهُ عَلَيَّ، قَالَ: «إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الوَجْهِ» وَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا المَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ» وَقَالَ طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ: «إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ، وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ»

মুজাহিদ রাহ. বলেন, আমি ইবনু উমর রা.-কে বললাম, আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করেছেন। তিনি [ইবনু উমর রা.] বললেন, তোমার সচ্ছলতা তোমার জন্য। আমি চাই, আমার কিছু সম্পদ এ পথে ব্যয় হোক। উমর রা. বলেন, এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা জিহাদ করতে

১৬১ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৯৬।

অর্থ গ্রহণ করে, পরে জিহাদ করে না। যে-কেউ এরূপ করে, আমরা তার সম্পদে অধিক হকদার এবং আমরা তা ফেরত নিয়ে নেব, যা সে গ্রহণ করেছে। তাউস ও মুজাহিদ রাহ. বলেছেন, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাকে কিছু দান করা হয়, তা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো আর তোমার পরিবার-পরিজনের কাছেও রেখে দিতে পারো।[১৬২]

সর্বোত্তম সাদাকা জিহাদের পথে ব্যয় করা

১২৬. আদি ইবনু হাতিম তাই রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ "خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ".

তিনি রাসুল ﷺ-কে প্রশ্ন করেন, কোন সাদাকা সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা; অথবা ছায়ার ব্যবস্থা হিসেবে তাঁবুর সংস্থান করে দেওয়া বা আল্লাহর রাস্তায় জোয়ান উটনী দান করা।

১৬২ *সহিহ বুখারি*, অধ্যায় : ৫৬/১১৯।

জিহাদে দানের ফজিলত

জিহাদের দানে সাতশ গুণ প্রবৃদ্ধি

১২৭. আবু মাসউদ আনসারি রা. বর্ণনা করেন,

جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ".

একদা এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি উটনী নিয়ে এসে বলল, এটা আল্লাহর পথে (দান করলাম)। তখন রাসুল ﷺ বললেন, এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি ৭০০ উটনী লাভ করবে, যার প্রত্যেকটি হবে লাগামসমেত।[১৬৩]

জিহাদে জোড়া জোড়া দানের ফজিলত

১২৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا فُلَانُ، هَلُمَّ فَادْخُلْ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষী (ফেরেশতা) জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকবে—হে অমুক, এদিকে এসো এবং (জান্নাতে) প্রবেশ করো। আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর রাসুল, ওই ব্যক্তির তো কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নেই। রাসুল ﷺ বললেন, আমি একান্তভাবে আশা করি, তুমি তাদের একজন হবে।[১৬৪]

---

১৬৩ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৯২।

১৬৪ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৮৪।

১২৯. খুরায়ম ইবনু ফাতিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পথে কিছু ব্যয় করে, (এর বিনিময়ে) তার জন্য ৭০০ গুণ সাওয়াব লেখা হয়।[১৬৫]

১৬৫ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬২৫; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৮৬।

মুজাহিদদের পরিবারবর্গের মর্যাদা

১৩০. বুরায়দা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِى أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ

মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্ভ্রম বাড়িতে অবস্থানকারীদের জন্য তাদের মায়েদের ইজ্জতের তুল্য। বাড়িতে অবস্থানকারী যে ব্যক্তিই কোনো মুজাহিদের পক্ষে তার পরিবারবর্গের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকে এবং তাতে সে কোনোরূপ খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে, কিয়ামতের দিন সে খিয়ানতকারীকে তার সামনে দাঁড় করানো হবে এবং সে খিয়ানতকারীর নেক আমল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে যাবে। তোমাদের ধারণা কী?[১৬৬] (অর্থাৎ, সে কি আর কম নেবে? সমুদয় সাওয়াবই সে নিয়ে নেবে।)

১৬৬ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৯৭।

নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ

নার্সিং সেবা

১৩১. রুবাইয়ি বিনতু মুয়াওয়িজ রা. বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي، وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবিজির সঙ্গে থেকে লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদিনায় পাঠাতাম।[১৬৭]

রন্ধন সেবা

১৩২. উম্মু আতিয়্যা আনসারি রা. বর্ণনা করেন,

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى

আমি রাসুলের সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের শিবিরের পেছনে পেছনে থাকতাম, তাঁদের খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করতাম।[১৬৮]

যোদ্ধাদের পানি পান করানো

১৩৩. সালাবা ইবনু আবি মালিক রা. বর্ণনা করেন,

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ

১৬৭ *সহিহ বুখারি*: ২৮৮২, ২৮৮৩।
১৬৮ *সহিহ মুসলিম*: ৪৫৩৯।

رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عَلِيٍّ. فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. মদিনার কিছুসংখ্যক মহিলার মাঝে কয়েকখানা (রেশমি) চাদর বণ্টন করেন। বণ্টনের পর একটি ভালোমানের চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। উপস্থিত একজন তাকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, এ চাদরটি রাসুলের নাতনি উম্মু কুলসুম বিনতু আলি রা.-কে, যিনি আপনার নিকট (স্ত্রী হিসেবে) আছেন, তাকে দিয়ে দিন। উমর রা. বলেন, উম্মু সালিত রা. এই চাদরটির অধিক হকদার। তিনি রাসুলের হাতে বায়আতকারিণী আনসারি মহিলাদের একজন। উমর রা. আরও বলেন, (তিনিই অধিক হকদার) কেননা, উম্মু সালিত রা. উহুদের যুদ্ধে আমাদের নিকট পানির মশক বহন করে নিয়ে আসতেন।

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখা এবং কাফির হত্যার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা

১৩৪. আনাস রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ" مَا هَذَا الْخَنْجَرُ ". قَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ" يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ "

উম্মু সুলায়ম হুনাইনের যুদ্ধের দিন একটি খঞ্জর হাতে নিয়েছিলেন, যা তাঁর কাছে থাকত। (তাঁর স্বামী) আবু তালহা তা দেখতে পেয়ে বলেন, আল্লাহর রাসুল, সে হচ্ছে উম্মু সুলায়ম। আর তাঁর সঙ্গে একটি খঞ্জর রয়েছে। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, এ খঞ্জর কীসের জন্য? তিনি বললেন, এটি এ জন্য নিয়েছি যে, যদি কোনো বিধর্মী মুশরিক আমার কাছাকাছি আসে, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলব। তখন রাসুল ﷺ হাসতে লাগলেন। তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম) বললেন, আল্লাহর রাসুল, (মক্কা বিজয়ের দিন) আমাদের পরে যারা (সাধারণ

ক্ষমার আওতায়) ছাড়া পেয়ে গেছে এবং পরাজয়ের মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের হত্যা করে ফেলুন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, হে উম্মু সুলায়ম, আল্লাহই (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট। তিনি (আমাদের প্রতি) সদয় রয়েছেন।[১৬৯]

নারীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা

১৩৫. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

রাসুল ﷺ উম্মু সুলায়ম ও আনসারের কতিপয় মহিলাকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন। তাঁরা (পীড়িতদের) পানি পান করাতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করতেন।[১৭০]

গনিমতে নারীদের অংশ

১৩৬. ইয়াজিদ ইবনু হুরমুজ রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسٍ، خِلاَلٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ، عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ

---

১৬৯ সহিহ মুসলিম : ১৮০৯।

১৭০ সহিহ মুসলিম : ১৮১০।

لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا. فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.

নাজদাহ রাহ. ইবনু আব্বাস রা.-কে পাঁচটি ব্যাপারে প্রশ্ন করে পত্র লিখলেন। তখন ইবনু আব্বাস রা. বললেন, যদি আমি ইলম গোপনকারী হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে আমি তাঁর কাছে জবাব লিখতাম না। নাজদাহ সে পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন, হামদ ও সালাতের পর, আমাকে অবহিত করুন, রাসুল ﷺ কি মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতেন? তিনি তাদের কি গনিমতের ভাগ দিতেন? তিনি কি শত্রুপক্ষের শিশুদের হত্যা করতেন? আর কখন ইয়াতিমের ইয়াতিম অবস্থার সমাপ্তি হয়? আর গনিমতের এক-পঞ্চমাংশের হকদার কারা?

জবাবে ইবনু আব্বাস রা. লিখলেন, তুমি আমাকে লিখিত প্রশ্ন করেছ যে, রাসুল ﷺ কি মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতেন? হ্যাঁ, তিনি তাদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতেন এবং তারা আহতদের সেবাশুশ্রূষা করতেন এবং গনিমতের মাল থেকে তাদের পুরস্কৃত করা হতো; কিন্তু গনিমতের (নির্ধারিত কোনো) ভাগ তাদের জন্য বরাদ্দ করা হতো না। আর রাসুল ﷺ কখনো শিশুদের হত্যা করতেন না। সুতরাং তুমিও শিশুদের হত্যা করবে না। আর তোমার চিঠিতে আমাকে এ-ও প্রশ্ন করেছ যে, কখন ইয়াতিমের ইয়াতিম অবস্থা সমাপ্ত হয়? আমার জীবনের শপথ, অনেক সময় কোনো ব্যক্তির দাড়ি গজিয়ে যায়; অথচ সে তার নিজের হকগ্রহণে দুর্বল থাকে এবং অন্য কারও হকপ্রদানের বেলায়ও দুর্বল থাকে। সুতরাং যখন সে অন্যান্য লোকদের মতো নিজের অধিকার বুঝে নিতে সক্ষম হয়, (অর্থাৎ, যখন স্বাবলম্বী হয়) তখনই তার ইয়াতিম অবস্থার সমাপ্তি হয়। আর তুমি লিখেছ, গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ কাদের প্রাপ্য? আমরা বলি, তা আমাদের (অর্থাৎ আহলে বায়তদের) জন্যই; কিন্তু আমাদের গোত্রের লোকেরা (বনু উমাইয়া) তা অস্বীকার করছে।[১৭১]

যুদ্ধের সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে নারীদের অবদান

১৩৭. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ

১৭১ সহিহ মুসলিম : ১৮১২।

بَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ - قَالَ - وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - قَالَ - فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةَ. قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لاَ تُشْرِفْ لاَ يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا مِنَ النُّعَاسِ.

উহুদযুদ্ধের দিন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে লোকেরা নবি ﷺ-কে ছেড়ে যেতে লাগলেও আবু তালহা রা. ঢাল হাতে নিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আর আবু তালহা রা. ছিলেন একজন অতি দক্ষ তিরন্দাজ। সেদিন (যুদ্ধে) তিনি দুটি বা তিনটি ধনুক ভেঙে ফেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখনই কোনো ব্যক্তি তির নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে যেত, তখনই রাসুল ﷺ বলতেন, এগুলো আবু তালহার জন্য রেখে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, যখনই নবি ﷺ মাথা তুলে লোকজনের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবু তালহা রা. বলে উঠতেন, হে আল্লাহর নবি, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান! আপনি মাথা ওঠাবেন না। এমন না হয়, শত্রুপক্ষের তির এসে আপনার গায়ে লাগে। আপনার বুক রক্ষায় আমার বুক নিবেদিত। আবু তালহা রা. বলেন, আমি (সেদিন) আবু বকর-কন্যা আয়িশা ও (আনাসের মা) উম্মু সুলায়মকে এমন অবস্থায় দেখেছি, তারা তাঁদের পিঠে করে পানির মশক বয়ে আনছিলেন। তখন তাঁরা এমনভাবে কাপড় গুটিয়ে চলছিলেন যে, আমি তাঁদের পায়ে পরিহিত অলংকার দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তাঁরা আবার গিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে পানি দিচ্ছিলেন। আবু তালহার হাত থেকে সেদিন তন্দ্রার কারণে দুবার বা তিনবার তরবারি পড়ে যায়।[১৭২]

---

১৭২ *সহিহ বুখারি* : ৪০৬৪; *সহিহ মুসলিম* : ৪৫৩২।

নৌযুদ্ধের ফজিলত

নৌবাহিনীর প্রতি রাসুলের সন্তুষ্টি

১৩৮. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ". شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ" نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ". كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

আল্লাহর রাসুল ﷺ উম্মু হারাম বিনতু মিলহান রা.-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে খাবার খাওয়াতেন।[১৭৩] উম্মু হারাম রা. ছিলেন উবাদা ইবনু সামিত রা.-এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে খাবার খাওয়ান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রাসুল ﷺ

১৭৩ উম্মু হারাম রা. ও উম্মু সুলায়ম রা. দুই সহোদরা বোন। তারা রাসুলের মাহরাম ছিলেন। সম্পর্কে খালা হতেন। এজন্য এই দুজনের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল।

ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম হতে জাগলেন। উম্মু হারাম রা. বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসুল, হাসির কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী, যেমনভাবে বাদশাহ সিংহাসনে বসে। অথবা বলেছেন, বাদশাহর মতো সিংহাসনে উপবিষ্ট।[১৭৪] এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক রাহ. সন্দেহ করেছেন। উম্মু হারাম রা. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ আবার ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর আবার হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর রাসুল, আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে তুলে ধরা হয়। পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মতো। উম্মু হারাম রা. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। এরপর মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ানের শাসনামলে উম্মু হারাম রা. জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে যান। যখন তিনি সমুদ্রের পাড়ে ওঠেন, তখন তাঁর সওয়ারি থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৭৫]

নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হলে বা সমুদ্রে ডুবে মরলে শহিদের সাওয়াব

১৩৯. উম্মু হারাম রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ

সমুদ্রে সফরকারী সৈনিকের নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হলে তার জন্য একজন শহিদের সাওয়াব রয়েছে এবং সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুজন শহিদের সাওয়াব।

---

১৭৪ সহিহ বুখারির অন্য বর্ণনায় বাক্যটি এভাবে এসেছে, 'আমার উম্মতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা, এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে।' [*সহিহ বুখারি*: ২৭৯৯]

১৭৫ *সহিহ বুখারি*: ২৭৮৮; *সহিহ মুসলিম*: ১৯১২।

রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

রোম বিজেতাদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

১৪০. উম্মু হারাম রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوْا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا فِيْهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيْهِمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا

আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা যেন জান্নাত অবধারিত করে নিল। উম্মু হারাম রা. বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমি কি তাদের মধ্যে হব? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। তারপর নবি ﷺ বললেন, আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি কায়সারের[১৭৬] শহর[১৭৭] আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তারপর আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল ﷺ, আমি কি তাদের মধ্যে হব? নবি ﷺ বললেন, না।[১৭৮]

---

১৭৬ রোমসম্রাটের উপাধি।

১৭৭ অর্থাৎ, কনস্টান্টিনোপল। কেউ কেউ বলেছেন, এর সম্ভাব্য আরেক ব্যাখ্যা হলো হিমস শহর। কারণ, রাসুল ﷺ যখন এ কথাটি বলেছেন তখন যে শহরে কায়সার থাকত, তা ছিল হিমস। হিমস ছিল রোমসাম্রাজ্যের রাজধানী। তবে এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, হাদিসের উপস্থাপনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কায়সারের শহর বিজিত হওয়ার আগে নৌযুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং উম্মু হারাম রা. তাতে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু হিমস এর পূর্বেই উমর রা.-এর খিলাফতকালে বিজিত হয়েছিল। হিমস বিজয়ের পরে উসমান রা.-এর খিলাফতকালে মুআবিয়া রা.-এর নেতৃত্বে প্রথম নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়; আর উম্মু হারাম রা. তাতে অংশগ্রহণ করেন। কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে ৫২ হিজরিতে মুআবিয়া রা.-এর পুত্র ইয়াজিদের নেতৃত্বে। সে যুদ্ধে বিখ্যাত সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রা. শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর অসিয়ত অনুসারে কনস্টান্টিনোপলের ফটকের নিকট তাঁকে কবরস্থ করা হয়। [*ফাতহুল বারি*]

১৭৮ *সহিহ বুখারি* : ২৯২৪।

কনস্টান্টিনোপলের পর মুসলিমদের হাতে রোম বিজিত হবে

১৪১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَكْتُبُ ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً : قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ.

একদা আমরা রাসুলের কাছে বসে লিখছিলাম। হঠাৎ আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কনস্টান্টিনোপল ও রোম—এই দুই শহরের কোনটি প্রথমে বিজিত হবে? তখন রাসুল ﷺ বললেন, হিরাক্লিয়াসের শহর (অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপল) প্রথমে বিজিত হবে।[১৭৯]

---

১৭৯ *মুসনাদু আহমাদ*: ৬৬৪৫। কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হয়েছে উসমানি সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে। আর তা যুদ্ধ ছাড়া আরেকবার বিজিত হবে কিয়ামতের আগে। শায়খ আহমদ শাকির রাহ. বলেন,

فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم، ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

হাদিসে যেই কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা নিকট বা দূর অতীতে সংঘটিত হবে। প্রকৃত সময় আল্লাহই ভালো জানেন। সেটাই কনস্টান্টিনোপলের প্রকৃত বিজয়, যখন মুসলমানরা পুনরায় তাদের দীনের দিকে ফিরে আসবে, যে দীন থেকে তারা বিমুখ হয়ে গিয়েছিল। তুর্কিরা আমাদের সময়েরও বেশ আগে যে বিজয় করেছিল, তা ছিল মহান বিজয়ের ভূমিকা। এরপর তা আবার মুসলমানদের হাতছাড়াও হয়েছে, যখন তাদের সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা হচ্ছে একটি অনৈসলামিক সেক্যুলার সরকার। তারা ইসলামের দুশমন কাফিরদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তারা তাদের জাতিকে পৌত্তলিক কাফির আইন-কানুন দ্বারা শাসন করেছে। রাসুল ﷺ প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে শীঘ্রই তা আবার মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে ইনশাআল্লাহ। এটা মূলত হবে কিয়ামতের আগ দিয়ে। *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে (হাদিস : ২৯২০) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল ﷺ বলেন,

"سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا - قَالَ ثَوْرٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ - الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ

পারস্য ও রোম বিজয়ের নিশ্চিত সুসংবাদ

১৪২. ইরবাজ ইবনু সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ، وَلَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ

তোমরা যদি জানতে তোমাদের জন্য কী সংরক্ষিত আছে, তাহলে তোমাদের থেকে যা সরিয়ে রাখা হয়েছে তার জন্য দুঃখ করতে না। অতি অবশ্যই তোমাদের জন্য পারস্য ও রোম বিজিত হবে।[১৮০]

يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ "

তোমরা কি ওই শহরের কথা শুনেছ, যার একদিকে স্থলভাগ এবং একদিকে জলভাগ? উত্তরে সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল, শুনেছি। তারপর তিনি বললেন, কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসহাক আ.-এর সন্তানদের ৭০ হাজার লোক এ শহরের লোকদের সঙ্গে লড়াই না করবে। তারা শহরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে কোনো অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না এবং কোনো তিরও চালাবে না; বরং তারা একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলবে, সঙ্গে সঙ্গে এর এক প্রান্ত ধসে যাবে।

বর্ণনাকারী সাওর রাহ. বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নিকট বর্ণনাকারী লোক সমুদ্রস্থিত প্রান্তের কথা বলেছিলেন। তারপর দ্বিতীয়বার তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলবে। এতে শহরের অপর প্রান্ত ধসে যাবে। এরপর তারা তৃতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলবে। তখন তাদের শহরের দ্বার খুলে দেওয়া হবে। তারা যখন শহরে প্রবেশ করে গনিমতের সম্পদ ভাগাভাগিতে ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তখন কেউ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠবে, দাজ্জালের আগমন ঘটেছে। এ কথা শোনামাত্রই তারা ধনসম্পদ ফেলে দেশে ফিরে যাবে।

১৮০ মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৬১।

যুদ্ধে নারী ও শিশুহত্যা

যুদ্ধে জড়িত না থাকলে নারীদের হত্যা করা যাবে না

১৪৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةً فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

রাসুলের কোনো এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।[১৮১]

যোদ্ধা নয় এমন শিশুদের হত্যা করা সমীচীন নয়

১৪৪. আসওয়াদ ইবনু সারি রা. বর্ণনা করেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي غَزَاةٍ فَظَفِرْنَا بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ؟ أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ ثَلَاثًا»

আমরা রাসুলের সঙ্গে এক যুদ্ধে বের হলাম। আমরা সেই যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর বিজয় লাভ করলাম। তখন ক্ষিপ্রগতিতে তাদের হত্যা করা হচ্ছিল। একপর্যায়ে সাহাবিরা শিশুদেরও হত্যা করে ফেলেন। নবিজির কাছে এ সংবাদ এলে তিনি বললেন, সে-সকল লোকের কী হলো, হত্যাকার্য তাদের এ পর্যায়ে নিয়ে গেল যে, অবশেষে তারা শিশুদেরও হত্যা করে বসল? শুনে রেখো, তোমরা শিশুদের হত্যা করবে না। এ কথা তিনি তিনবার বললেন।[১৮২]

---

১৮১ *সহিহ বুখারি* : ৩০১৫।

১৮২ *সুনানুদ দারিমি* : ২৫০৬।

মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থের বর্ণনায় হাদিসের শেষাংশে এরূপ এসেছে,

فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا»

যখন সাহাবিরা এলেন, রাসুল ﷺ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাদের শিশুহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল? তাঁরা বললেন, আল্লাহর রাসুল, তারা তো মুশরিকদের বাচ্চাকাচ্চা ছিল। রাসুল ﷺ বললেন, তোমাদের সর্বোত্তম মানুষগুলো তো মুশরিকদেরই সন্তান। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, যত মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সত্যগ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতা নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করে। অবশেষে তাদের জিহ্বা তা ব্যক্ত করে।[১৮৩]

'শাতিমে রাসুলের স্ত্রী-শিশুসন্তান নিরপরাধ হলে তাদেরও হত্যা করবে না'

১৪৫. কাব ইবনু মালিক রা. স্বীয় চাচা থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ، نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

নবি ﷺ যখন খায়বারে (শাতিমে রাসুল) ইবনু আবিল হুকায়কের উদ্দেশে বাহিনী পাঠান, তখন তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।[১৮৪]

রাতে আক্রমণে অনিচ্ছায় নারী ও শিশু নিহত হলে দোষ নেই

১৪৬. সাব ইবনু জাসসামা রা. বর্ণনা করেন,

مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ

নবি ﷺ আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে-সকল

---

১৮৩ মুসনাদু আহমাদ: ১৫৫৮৮, ১৬২৯৯, ১৬৩০৩।
১৮৪ মুসনাদু আহমাদ: ২৪০০৯।

মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালে আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তবে কী হবে? আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[১৮৫]

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণনাটি এভাবে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ".

নবি ﷺ-কে বলা হলো, যদি অশ্বারোহীরা রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় এবং তাতে মুশরিকদের শিশুসন্তান নিহত হয়, (তবে এর হুকুম কী)? তিনি বললেন, তারাও তাদের বাপদাদার মধ্যে গণ্য।[১৮৬]

নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত থাকলে তাকে হত্যা করা বৈধ

১৪৭. রাবাহ ইবনু রবি রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَىْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ "انْظُرْ عَلاَمَ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ" فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ. فَقَالَ "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ". قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ "قُلْ لِخَالِدٍ لاَ يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ عَسِيفًا".

আমরা কোনো এক যুদ্ধে রাসুলের সঙ্গে ছিলাম। তিনি লোকদের একটি স্থানে ভিড় জমাতে দেখে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বললেন, দেখে এসো, ওই লোকেরা কী জন্য ভিড় জমিয়েছে। লোকটি এসে বলল, তারা একটি নিহত মহিলার লাশের পাশে একত্র হয়েছে। তিনি বললেন, এ মহিলা তো যুদ্ধ করেনি।[১৮৭] একে কেন হত্যা করা হলো! বর্ণনাকারী বলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিলেন। নবি ﷺ এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বললেন, খালিদকে বলো, কোনো নারী এবং ভাড়াটে শ্রমিককে হত্যা করবে না।[১৮৮]

---

১৮৫ *সহিহ বুখারি* : ৩০১২, ৩০১৩।

১৮৬ *সহিহ মুসলিম* : ১৭৪৫।

১৮৭ অর্থাৎ সে যদি যুদ্ধ করত, তাহলে তাকে হত্যা করাটা সংগত ছিল।

১৮৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৬৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৪২।

ঘাতক ও নিহতের পরিণাম

ঘাতক ও নিহত উভয়ই জান্নাতি

১৪৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

"يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ". فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ".

আল্লাহ তাআলা ওই দু-ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে; অথচ উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিরা বললেন, তা কেমন করে হবে, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহিদ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে এবং সে-ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করবে।[১৮৯]

'সে আমার হাতে সম্মানিত হয়েছে; কিন্তু আমি তার কারণে লাঞ্ছিত হইনি'

১৪৯. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي. فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ، يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ.

---

১৮৯ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৯০; *সহিহ বুখারি*: ২৮২৬।

খায়বার বিজয়ের পর আল্লাহর রাসুল ﷺ সেখানে অবস্থানকালেই আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমাকেও অংশ দিন। তখন সায়িদ ইবনু আসের কোনো এক পুত্র বলে উঠল, আল্লাহর রাসুল, তাকে অংশ দেবেন না। আবু হুরায়রা রা. বললেন, সে তো ইবনু কাউকালের হত্যাকারী। তা শুনে সায়িদ ইবনু আসের পুত্র বললেন, দন পর্বতের চূড়া থেকে হঠাৎ নেমে আসা বুনো বিড়ালের কথায় আশ্চর্য হচ্ছি! সে আমাকে এমন একজন মুসলিমকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে, যাকে আল্লাহ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং যার দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করেননি।[১৯০] (অর্থাৎ, সে শহিদ হয়েছে এবং আমি ইসলাম গ্রহণের কারণে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছি।)

কাফিরের হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না

১৫০. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا

কাফির এবং তার হত্যাকারী (মুমিন) কখনো জাহান্নামে একত্র হবে না।[১৯১]

সহিহ মুসলিম গ্রন্থের অন্য বর্ণনায় হাদিসটি আরও স্পষ্টভাবে এসেছে,

لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ". قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ ".

এমন দুই ব্যক্তি জাহান্নামে একত্র হবে না যে, একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসুল, কারা এ দুই ব্যক্তি? তিনি বললেন, সেই মুমিন ব্যক্তি, যে কোনো কাফিরকে হত্যা করেছে, তারপর নিজে ন্যায় পথে চলেছে।[১৯২]

১৯০ *সহিহ বুখারি*: ২৮২৭।

১৯১ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৯১।

১৯২ *সহিহ মুসলিম*: ১৮৯২।

কোনটি আগে : জিহাদ না আত্মশুদ্ধি

‘জিহাদ ফরজ হলে ইসলামগ্রহণ করেই জিহাদে নেমে পড়ো’

১৫১. বারা রা. বর্ণনা করেন,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُ وَأُسْلِمُ. قَالَ "أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ". فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ، فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا".

লৌহবর্মে আবৃত এক ব্যক্তি রাসুলের নিকট এসে বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি যুদ্ধে শরিক হব নাকি ইসলামগ্রহণ করব? তিনি বললেন, ইসলামগ্রহণ করো, এরপর যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তখন সে ব্যক্তি ইসলামগ্রহণ করে যুদ্ধ শুরু করল এবং শাহাদাত লাভ করল। আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, সে কম আমল করে অধিক পুরস্কার পেল।[১৯৩]

ইমান আনয়নের পর জিহাদ সালাতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ

১৫২. বারা রা. বর্ণনা করেন,

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ - قَبِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا ".

আনসারদের অন্তর্ভুক্ত বনু নাবিতের এক ব্যক্তি নবিজির নিকট এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসুল। তারপর সে অগ্রসর হলো এবং যুদ্ধে

১৯৩ সহিহ বুখারি : ২৮০৮।

নেমে পড়ল। এমনকি শেষপর্যন্ত সে শহিদ হলো।[১৯৪] তখন নবি ﷺ বললেন, সে খুবই সহজ কাজ করেছে, তবে তাঁকে প্রচুর প্রতিদান দেওয়া হয়েছে।

এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও জান্নাত অবধারিত

১৫৩. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ، كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَقَالَ : أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا : بِأُحُدٍ. قَالَ : أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوا : بِأُحُدٍ. قَالَ : أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوا : بِأُحُدٍ. فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا : إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو. قَالَ : إِنِّي قَدْ آمَنْتُ. فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لِأُخْتِهِ : سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لِلهِ فَقَالَ : بَلْ غَضَبًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ. فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلهِ صَلَاةً.

আমর ইবনু উকাইশের জাহিলি যুগের কিছু সুদ অনাদায়ি ছিল। সেগুলো আদায় না করে তিনি মুসলমান হওয়া অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি উহুদযুদ্ধের দিন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চাচাতো ভাইয়েরা কোথায়? লোকেরা বলল, তারা উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? লোকেরা বলল, তারা উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। তখন তিনি তাঁর বর্ম পরিধান করে (যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে) নিজ ঘোড়ায় চড়ে উহুদে রওনা হলেন। মুসলমানগণ তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমর, আমাদের দিক থেকে ফিরে যাও। (আমাদের মধ্যে প্রবেশ করো না। কেননা, তুমি কাফির)। তিনি বললেন, আমি তো ইমান এনেছি। তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আহত হলেন। আহত অবস্থায় তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সাআদ ইবনু মুআজ রা. তাঁর বাড়িতে এলেন। তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি তোমার গোত্রের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য অথবা তাদের (দুশমনদের)

১৯৪ *সহিহ মুসলিম* : ১৯০০।

প্রতি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছ না আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করেছ? তিনি (আমর) বললেন, আমি বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ করেছি। তিনি মারা গেলেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করলেন; অথচ তিনি আল্লাহর সমীপে এক ওয়াক্ত সালাতও পড়ার সুযোগ পাননি।[১৯৫]

জিহাদের পথে পথে ইলমের চর্চা

১৫৪. জারির ইবনু আবদিল্লাহ বাজালি রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي مَسِيرِهِ، فَدَخَلَ خُفُّ بَعِيرِهِ فِي جُحْرِ يَرْبُوعٍ، فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ، فَمَاتَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا"

এক ব্যক্তি এসে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসুল ﷺ চলার পথে তাঁকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তাঁর উটের খুর জারবোয়ার[১৯৬] গর্তে ঢুকে গেল। তখন তাঁর উট তাঁকে নিচে ছিটকে ফেলে ঘাড়ের হাড় ভেঙে দিলো, ফলে তাঁর মৃত্যু হলো। সে সময় রাসুল ﷺ তাঁর কাছে এসে বললেন, সে অল্প আমল করে অধিক প্রতিদানপ্রাপ্ত হয়েছে।[১৯৭]

---

১৯৫ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৫৩৭।

১৯৬ জারবোয়া হলো Dipodidae পরিবারের অন্তর্গত একটি ইঁদুরজাতীয় প্রাণী। উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে পূর্ব ও উত্তর চীন এবং মাঞ্চুরিয়ার মরুভূমিপ্রধান অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। তাড়া করলে এরা সর্বোচ্চ ২৪ কি.মি./ ঘণ্টা বেগে ছুটতে পারে। অসাধারণ শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভর করে এরা রাতে শিকার করে এবং শিকার হওয়া থেকে নিজেদের বাঁচায়। এদের গড় আয়ু ৬ বছর।

১৯৭ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৯১৫৮, ১৯১৫৯, ১৯১৭৭, ১৯২১৩।

জিহাদে আল্লাহর জিকির

অপ্রয়োজনে উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা অর্থহীন

১৫৫. আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

لَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَنِيْ وَأَنَا أَقُوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَقَالَ لِيْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

রাসুল ﷺ যখন খায়বারযুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন, রাসুল ﷺ যখন খায়বার অভিমুখী হলেন, তখন সঙ্গী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে তাকবিরধ্বনি দিতে শুরু করল—আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। তখন রাসুল ﷺ বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া করো। কারণ, তোমরা এমন কোনো সত্তাকে ডাকছ না, যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সত্তাকে, যিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটে অবস্থানকারী, যিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। [আবু মুসা আশআরি রা. বলেন] আমি রাসুলের সওয়ারির পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলতে শুনে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনু কায়স, আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা

শিখিয়ে দেবো কি, যা জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভান্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রাসুল ﷺ বললেন, তা হলো 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[১৯৮]

উঁচুতে ওঠা ও নিচে নামার সময় আল্লাহর স্মরণ

১৫৬. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

আমরা যখন কোনো উঁচু স্থানে উঠতাম, তখন তাকবিরধ্বনি (আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করতাম আর যখন কোনো উপত্যকায় অবতরণ করতাম, সে সময়ে সুবহানাল্লাহ বলতাম।[১৯৯]

---

১৯৮ *সহিহ বুখারি*: ৪২০২; *সহিহ মুসলিম*: ২৭০৪।
১৯৯ *সহিহ বুখারি*: ২৯৯৩।

রাসুল ﷺ ছিলেন শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টিকারী

মুজাহিদকে দেখে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর নুসরত

১৫৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا

অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য (সর্বমর্মী বচন) বলার যোগ্যতাসহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে এবং শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একসময় আমি ঘুমন্ত ছিলাম, তখন পৃথিবীর ধনভান্ডারসমূহের চাবি আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ তো চলে গেছেন আর তোমরা সেগুলো বের করছ (অর্থাৎ, পৃথিবীর বিভিন্ন ধনভান্ডার আবিষ্কার করছ)।[২০০]

২০০ *সহিহ বুখারি*: ২৯৭৭; *সহিহ মুসলিম*: ৫২৩।

দুর্বলদের কারণে সাহায্য আসে

'তোমরা দুর্বলদের দ্বারাই সাহায্য ও রিজিকপ্রাপ্ত হচ্ছ'

১৫৮. মুসআব ইবনু সাআদ রা. বর্ণনা করেন,

رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

সাআদ রা.-এর মনে হতো, অন্যদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা অধিক। তখন নবি ﷺ বললেন, তোমরা দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রিজিকপ্রাপ্ত হচ্ছ।[২০১]

সুনানুন নাসায়ি গ্রন্থে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ»

সাআদ রা.-এর ধারণা ছিল, নবিজির সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা তাঁর চেয়ে নিম্নশ্রেণির, তাঁদের ওপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহর নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে সাহায্য করেন তার দুর্বলদের দ্বারা—তাদের দুআ, সালাত ও ইখলাসের কারণে।[২০২]

মুজাহিদ দুনিয়ার চোখে সাধারণ হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে অসাধারণ

১৫৯. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوْبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

২০১ *সহিহ বুখারি*: ২৮৯৬।
২০২ *সুনানুন নাসায়ি*: ৩১৭৮।

লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে না দিক। ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার চুল উশকো-খুশকো এবং পা ধুলোমলিন। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারও সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ কবুল করা হয় না।[২০৩]

'দুর্বলদের খুঁজে এনে তাদের দিয়ে দুআ করাও'

১৬০. আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

তোমরা দুর্বল লোকদের খুঁজে আমার কাছে নিয়ে এসো। কেননা, তোমরা তোমাদের মধ্যকার দুর্বল লোকদের ফলেই রিজিক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকো।[২০৪]

দুর্বলদের ছোট করে দেখা উচিত নয়

১৬১. সাআদ ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ، أَيَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً؟ قَالَ: "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ"

আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, সম্প্রদায়ের একজন সাহায্যকারীর অংশ ও অন্যদের অংশ কি সমান হবে? রাসুল ﷺ বললেন, হে উম্মু সাআদের পুত্র, ধিক তোমাকে! তোমরা তো তোমাদের দুর্বলদের কারণেই রিজিক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হও।[২০৫]

২০৩ *সহিহ বুখারি*: ২৮৮৭, ২৮৮৬।
২০৪ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৫৯৪; *সুনানুত তিরমিজি*: ১৭০২; *সুনানুন নাসায়ি*: ৩১৭৯।
২০৫ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৪৯৩।

আমিরের নেতৃত্বে যুদ্ধ[২০৬]

জিহাদ করা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খলিফার দায়িত্ব

১৬২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعْ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানি করল। আর যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমিরের নাফরমানি করল, সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানি করল। ইমাম তো ঢালস্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তারই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জিত হয়। ইমাম যদি আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে, তবে এর মন্দ পরিণাম তার ওপরই বর্তাবে।[২০৭]

---

২০৬ পৃথিবীতে যদি মুসলমানদের আমিরই না থাকে অথবা আমির থাকা সত্ত্বেও তিনি জিহাদ ছেড়ে দেন, তাহলে মুসলিম জনসাধারণের জন্য জিহাদ ছেড়ে দেওয়া বৈধ হয়ে যায় না। নিজেদের পক্ষ থেকে আমির নির্ধারণ করে তাদের জন্য জিহাদ চালিয়ে নেওয়া তখন ফরজ হয়ে যায়। বিস্তারিত জানতে পড়ুন—মুফতি আবু জান্দাল জালালাবাদি রচিত *রাত পোহাবার কত দেরি*।

২০৭ *সহিহ বুখারি* : ২৯৫৭।

আমিরের সচেতনতা

আমির সৈন্যদের সাধ্যানুপাতে দায়িত্ব বণ্টন করবেন

১৬৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন,

لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِيْ عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِيْ فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِيْ أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لَكَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِيْ أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللهَ وَإِذَا شَكَّ فِيْ نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوْهُ وَالَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ

আজ আমার নিকট এক ব্যক্তি আগমন করে। সে আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে, যার উত্তর কী দেবো, তা আমার বুঝে আসছিল না। লোকটি বলল, বলুন তো, একব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আমিরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হলো; কিন্তু সে আমির এমনসব নির্দেশ দেন, যা কাজে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমার এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবো? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা নবিজির সঙ্গে ছিলাম। তিনি সাধারণত আমাদের কোনো কঠোর বিষয়ে নির্দেশ দিতেন না; কিন্তু একবার মাত্র এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তা পালন করেছিলাম। আর তোমাদের যে-কেউ ততক্ষণ সৎ থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। আর যখন সে কোনো বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে, তখন সে এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে নেবে, যে তাকে সন্দেহমুক্ত করে দেবে। আর সে যুগ অতি নিকটে,

যখন তোমরা এমন ব্যক্তির খোঁজ পাবে না। শপথ সেই সত্তার, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উপমা এরূপ, যেমন একটি পুকুরের মধ্যে পানি জমেছে। এর পরিষ্কার পানি তো পান করা হয়েছে, আর নিচের ঘোলা পানি বাকি রয়ে গেছে।[২০৮]

২০৮ সহিহ বুখারি : ২৯৬৪।

যুদ্ধ হলো কৌশল

যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া বৈধ

১৬৪. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন,

الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল।[২০৯]

১৬৫. কাব ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

নবি ﷺ কোনো দিকে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে তা অন্যদের থেকে গোপন রেখে ভিন্ন কিছু প্রকাশ করতেন। আর তিনি বলতেন, যুদ্ধ হচ্ছে (প্রতিপক্ষকে) ধোঁকায় ফেলার নামান্তর।[২১০]

---

২০৯ *সহিহ বুখারি* : ৩০৩০; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৩৯। আবু হুরায়রা রা. থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য— *সহিহ বুখারি* : ৩০২৮, ৩০২৯; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৪০।

২১০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৩৭। আয়িশা, ইবনু আব্বাস, আলি ও আনাস রা. থেকেও শেষোক্ত উক্তি বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য— *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৩৩, ২৮৩৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৯৬, ৬৯৭, ১০৩৪, ১৩৩৪১, ১৩৩৪২।

আগুনে পুড়িয়ে শাস্তির বিধান

আল্লাহ তাআলার শাস্তিপদ্ধতি প্রয়োগে বান্দার সীমা

১৬৬. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ إِنِّيْ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا

আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদের এক অভিযানে পাঠান এবং বলেন, তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। তারপর আমরা যখন বের হওয়ার মনস্থ করলাম, তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, আমি ইতিপূর্বে তোমাদের আদেশ দিয়েছিলাম অমুক-অমুককে আগুনে পুড়িয়ে মারতে, তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারবে না। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পাও, তবে তাদের (অন্যভাবে) হত্যা করো।[২১১]

মুরতাদের শাস্তি

১৬৭. ইকরিমা রাহ. বর্ণনা করেন,

أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

আলি রা.-এর কাছে একদল জিন্দিককে (নাস্তিক ও ধর্মত্যাগীকে)

২১১ সহিহ বুখারি : ৩০১৬।

আনা হলো। তিনি তাদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইবনু আব্বাস রা.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি কিন্তু তাদের পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রাসুলের নিষেধাজ্ঞা আছে যে, 'তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিয়ো না।' বরং আমি তাদের (শিরশ্ছেদ করে) হত্যা করতাম। কারণ, রাসুলের নির্দেশ আছে, 'যে-কেউ তার দীন বদলে ফেলে, তাকে তোমরা হত্যা করো।'[২১২]

কোনো প্রাণীকেও পুড়িয়ে হত্যা করা বৈধ নয়

১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا". وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ "مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ". قُلْنَا نَحْنُ. قَالَ "إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ".

একদা আমরা রাসুলের সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে অন্যত্র গেলেন। আমরা তখন দুটি ছানাসহ একটি পাখি দেখতে পেলাম। তখন আমরা ছানা দুটোকে ধরে আনলাম। মা পাখিটা এসে (অস্থির হয়ে) ডানা ঝাঁপটাতে লাগল। রাসুল ﷺ ফিরে এসে বললেন, ছানাগুলো তুলে এনে কে একে যন্ত্রণায় ফেলেছে? ছানাগুলোকে এদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও। তিনি আমাদের পুড়িয়ে দেওয়া একটা পিঁপড়ার ঢিবি দেখতে পেয়ে বললেন, এদের কে পুড়িয়েছে? বললাম, আমরা। তিনি বললেন, আগুনের রব ব্যতীত আগুন দিয়ে কিছুকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কারও নেই।[২১৩]

---

২১২ *সহিহ বুখারি*: ৬৯২২।

২১৩ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৬৭৫, ৫২৬৮।

যুদ্ধকালে সুগন্ধি ব্যবহার

যুদ্ধকালে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে

১৬৯. মুসা ইবনু আনাস রা. বর্ণনা করেন,

وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهْوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمِّ مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لاَ تَجِيءَ قَالَ الآنَ يَا ابْنَ أَخِي. وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ، يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ.

তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, সাবিত ইবনু কায়সের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার উভয় উরু থেকে কাপড় সরিয়ে সুগন্ধি মাখছেন। আনাস রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে চাচা, যুদ্ধে যাওয়া থেকে আপনাকে কীসে বিরত রাখল? তিনি বললেন, ভাতিজা, এখনই যাব। তারপর তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে লাগলেন। এরপর তিনি বসলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লোকদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন।[২১৪]

২১৪ *সহিহ বুখারি*: ২৮৪৫।

রোজার ওপর জিহাদের প্রাধান্য

জিহাদের কারণে রোজা না-রাখার ইখতিয়ার

১৭০. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا، إِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى.

নবিজির জীবদ্দশায় আবু তালহা রা. জিহাদের কারণে সিয়াম পালন করতেন না; কিন্তু রাসুলের ইনতিকালের পর ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহা এই দুদিন ব্যতীত তাঁকে কখনো সিয়াম বাদ দিতে দেখিনি।[২১৫]

২১৫ *সহিহ বুখারি:* ২৮২৮। এর দ্বারা বোঝা গেল, রাসুলের ওফাতের পরে তিনি যুদ্ধ করেননি। ইতিপূর্বে রাসুলের জীবদ্দশায় তিনি যুদ্ধকালে দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কায় নফল রোজা ছেড়েছিলেন। তা ছাড়া মুজাহিদ রোজা না রেখেও রোজার সাওয়াব পেয়ে যায়। রাসুল ﷺ ওফাতের আগেই যেহেতু ইসলাম বিজয়ী করে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর বিদায়ের পরে শেষজীবনে তিনি রোজার আমলও করে নিতে চেয়েছিলেন। তবে মৃত্যুর আগ দিয়ে তিনি আবারও জিহাদের ময়দানে নেমেছিলেন। ইমাম সাআদ, হাকিম ও অন্যরা আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন,

أن أبا طلحة قرأ {انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} فقال: استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني، فقال له بنوه: نحن نغزو عنك، فأبى فجهزوه، فغزا في البحر فمات، فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير.

আবু তালহা রা. একদিন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন—'তোমরা হালকা অবস্থায় থাকো অথবা ভারী অবস্থায় থাকো, যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ো।' [সুরা তাওবা : ৪১] তখন তিনি বলে উঠলেন, 'আমরা যুবক হই আর বৃদ্ধ হই, আল্লাহ আমাদের উদ্দেশে যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। তোমরা আমাকে প্রস্তুত করে দাও।' এ কথা শুনে সন্তানরা বলল, 'আপনার পক্ষ থেকে আমরা যুদ্ধ করব।' তিনি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে তারা (বাধ্য হয়ে) তাঁকে প্রস্তুত করে দিলো। তখন তিনি সামুদ্রিক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করলেন আর তাতেই মৃত্যুবরণ করলেন। সাত দিন পর তারা তাঁকে দাফন করতে সমর্থ হলো। এই সাত দিনে তাঁর দেহ মোটেও বিবর্ণ হয়নি। [*ফাতহুল কাদির*

যুদ্ধের সঠিক সময়

দিনের শেষভাগে সাহায্যের বায়ু প্রবাহিত হয়

১৭১. নুমান ইবনু মুকাররিন রা. বর্ণনা করেন,

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ. قَالَ وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ.

আমি রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। ফজর হয়ে গেলে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ হতে বিরত থাকতেন এবং সূর্য ওঠার পর যুদ্ধ শুরু করতেন। দিনের অর্ধেক চলে যাওয়ার পর তিনি যুদ্ধ স্থগিত করতেন এবং সূর্য পশ্চিমে ঢলে না পড়া পর্যন্ত তা বন্ধ রাখতেন। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি আবার যুদ্ধ শুরু করতেন এবং আসর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতেন। তারপর আসরের সালাত আদায়ের জন্য তা বন্ধ করতেন। সালাত শেষে তিনি আবার যুদ্ধে নেমে যেতেন। বলা হতো, এ সময় (আল্লাহ তাআলার) সাহায্যের বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মুমিনগণ তাদের সালাতের সময় মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য দুআ করতেন।[২১৬]

---

২১৬ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬১২। হাদিসটির বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন। তবে ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ بِإِسْنَادٍ أَوْصَلَ مِنْ هَذَا.

এ হাদিসটি নুমান ইবনু মুকাররিন রা. হতে আরও একের অধিক অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শায়খ মুবারকপুরি রাহ. *তুহফাতুল আহওয়াযি* গ্রন্থে (৪/৫৫৮) লেখেন,

منقطع وقد روي بإسناد موصول ليس فيه انقطاع

হাদিসটির বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন। তবে তা অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, যাতে কোনো বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি।

মুজাহিদদের ইসতিকবাল

মুজাহিদদের ইসতিকবাল

১৭২. ইবনু আবি মুলায়কা রা. বর্ণনা করেন,

قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ

ইবনু জুবায়ের রা. ইবনু জাফর রা.-কে বললেন, তোমার কি মনে আছে যখন আমি, তুমি ও ইবনু আব্বাস রাসুলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম? ইবনু জাফর বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রাসুল ﷺ আমাদের বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে এলেন (অর্থাৎ রেখে এলেন)।[২১৭]

১৭৩. আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ - قَالَ - وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَىْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ - قَالَ - فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ.

যখন রাসুল ﷺ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তাঁর পরিবারের শিশুদের দ্বারা তাঁকে স্বাগত জানানো হতো। একদা তিনি সফর হতে এলেন, প্রথমে আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে দিলেন। তারপর ফাতিমা রা.-এর এক পুত্রকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে তাঁর পেছনে বসালেন। আমরা তিনজন একই সওয়ারিতে চড়ে মদিনায় প্রবেশ করলাম।[২১৮]

---

২১৭ *সহিহ বুখারি*: ৩০৮২।

২১৮ *সহিহ মুসলিম*: ২৪২৮। একই সাহাবি থেকে এ মর্মের হাদিস বর্ণিত হয়েছে *মুসনাদু আহমাদ* গ্রন্থে (হাদিস : ১৭৬০)।

সালাতুল খাওফ

জিহাদ চলাকালে একত্রে সালাত আদায়ের বিবরণ

১৭৪. ইমাম বুখারি রাহ. বর্ণনা করেন,

أَبْوَابُ صَلاَةِ الخَوْفِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ﴿ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ۝ وَ اِذَا كُنْتَ فِیْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْیَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْیَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآىِٕكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآىِٕفَةٌ اُخْرٰى لَمْ یُصَلُّوْا فَلْیُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْیَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیْلُوْنَ عَلَیْكُمْ مَّیْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا﴾

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ؟ - يَعْنِي صَلاَةَ الخَوْفِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ، «فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর করবে, তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি তোমরা সালাত সংক্ষিপ্ত করো এ আশঙ্কায় যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। নিশ্চয় কাফিররা হলো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর আপনি যখন তাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) মধ্যে থাকেন এবং তাদের সালাত পড়াতে চান, তখন যেন তাদের একদল আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তারা যেন নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখে। তারপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করবে তখন যেন তারা তোমাদের পেছনে অবস্থান নেয়, আর অন্য দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করে নেয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা চায় যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের ব্যাপারে অমনোযোগী হও, যাতে তারা একযোগে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা যদি তোমরা অসুস্থ হও, এ অবস্থায় নিজেদের অস্ত্র পরিত্যাগ করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য অবশ্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।' [সুরা নিসা : ১০১-১০২]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসুলের সঙ্গে নাজদ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। একদল তাঁর সঙ্গে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুদলের মুখোমুখি অবস্থানে থাকলেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের নিয়ে রুকু ও দুটি সিজদা করলেন। এরপর এ দলটি যারা সালাত আদায় করেনি, তাদের স্থানে চলে গেলেন এবং তারা রাসুলের পেছনে এগিয়ে এলেন, তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ তাদের নিয়ে এক রুকু ও দুটি সিজদা করলেন এবং পরে সালাম ফেরালেন। তারপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকু ও দুটি সিজদা (-সহ সালাত) শেষ করলেন।'[২১৯]

২১৯ *সহিহ বুখারি* : ৯৪২।

জিহাদ থেকে পলায়ন

কৌশলগত কারণে পিছিয়ে আসা পলায়ন নয়

১৭৫. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ - قَالَ - فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ فَقُلْنَا نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا وَنَذْهَبُ وَلاَ يَرَانَا أَحَدٌ - قَالَ - فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا - قَالَ - فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ "لاَ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ". قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ "أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ".

তিনি রাসুল ﷺ কর্তৃক পাঠানো কোনো এক সামরিক অভিযানকারী দলের সঙ্গে ছিলেন। তখন সৈন্যরা (কৌশলগত কারণে) পিছিয়ে আসলে আমিও তাদের সঙ্গে আত্মগোপন করি। এরপর বিপন্মুক্ত হয়ে বাইরে এসে পরামর্শ করি, এখন কী করা যায়? আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হঠার কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হয়েছি। আমরা বললাম, চলো আমরা মদিনায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি, যেন কেউ আমাদের দেখতে না পায়। দ্বিতীয়বার জিহাদের সুযোগ এলে আমরা তাতে যোগদান করব। ইবনু উমর রা. বলেন, তারপর আমরা মদিনায় প্রবেশ করে পরস্পর বলাবলি করলাম, আমরা যদি নিজেদের রাসুলের সামনে পেশ করি এবং আমাদের জন্য যদি তাওবার সুযোগ থাকে তাহলে মদিনায় থেকে যাব। এর অন্যথা হলে মদিনা ছেড়ে চলে যাব। এরপর আমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই (মসজিদে) গিয়ে রাসুলের অপেক্ষায় বসে থাকলাম। তারপর তিনি

বেরিয়ে এলে আমরা দাঁড়িয়ে বললাম, আমরা তো পলাতক সৈনিক। তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, না, বরং তোমরা পুনরায় যুদ্ধে যোগদানকারী। এ কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুমু খেলাম। রাসুল ﷺ বললেন, আমি মুসলিমদের আশ্রয়স্থল।[২২০]

২২০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৪৭; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৭১৬।

মুখ দ্বারা জিহাদ

‘তোমরা কথার দ্বারা জিহাদ করো’

১৭৬. আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্পদ, জীবন ও কথার দ্বারা জিহাদ করো।[২২১]

জালিম শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলা একটি উত্তম জিহাদ

১৭৭. আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ". أَوْ" أَمِيرٍ جَائِرٍ".

স্বৈরাচারী বাদশা বা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলা উত্তম জিহাদ।[২২২]

ঝুঁকি অনুপাতে সাওয়াবে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে

১৭৮. তারিক ইবনু শিহাব রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল—আর তখন তিনি তাঁর পদদ্বয় ঘোড়ার পা-দানিতে রেখেছিলেন—কোন জিহাদ সর্বোত্তম?

২২১ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫০৪; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩০৯৬, ৩১৯২; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৭৫।
২২২ *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩৪৪; *সুনানুত তিরমিজি* : ২১৭৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪০১১।

তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।[২২৩]

'মুমিন তরবারি ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই জিহাদ করে'

১৭৯. আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি কাব রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ "

আল্লাহ তাআলা কাব্যের নিন্দা করে যখন আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন কাব ইবনু মালিক রা. নবিজির কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা কাব্যের ব্যাপারে যে নিন্দামূলক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা তো আপনার জানা রয়েছে। এখন এ ব্যাপারে আপনার মত কেমন? তখন নবি ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই মুমিন তার তরবারি ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে।[২২৪]

কবিতার দ্বারা কাফিরদের বিদ্রুপ করা

১৮০. বারা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ " اهْجُهُمْ ـ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ ـ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ ".

নবি ﷺ হাসসান (ইবনু সাবিত) রা.-কে বললেন, তুমি কাফিরদের বিদ্রুপ করো। জিবরিল আ. এ কাজে তোমাকে সাহায্য করবেন।[২২৫]

---

২২৩ *সুনানুন নাসায়ি* : ৪২২০। এটাকে জিহাদ বলে অভিহিত করার কারণ হলো, রণাঙ্গনের জিহাদে জয়-পরাজয় উভয়টির সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু জালিম শাসকের সামনে সত্য বললে ক্ষতির আশঙ্কাই প্রবল থাকে। মূলত এই পরিণামের বিচারে এটাকে জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২২৪ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৭৮৫

২২৫ *সহিহ বুখারি* : ৬১৫৩, ৪১২৩, ৪১২৪, ৩২১৩। *মুসনাদু আহমাদ* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আম্মার রা. বলেন,

لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ، شَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ "

মুশরিকরা যখন আমাদের বিদ্রুপ করল, আমরা রাসুলের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানালাম। তখন তিনি বললেন, তারা যেমন তোমাদের বলছে, তোমরাও তাদের অনুরূপ বলো। [*মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৩১৪]

মুসনাদু আহমাদের এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী—শারিক ইবনু আবদিল্লাহ নাখয়ি—দুর্বল। এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য, *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিম* গ্রন্থের বর্ণনাকারী।

নফসের জিহাদ

শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নফসের জিহাদের গুরুত্ব

১৮১. ফাজালা ইবনু উবায়েদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

মুজাহিদ তো সে, যে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে।[২২৬]

---

২২৬ *সুনানুত তিরমিজি*: ১৬২১। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে না, শয়তান তাকে প্রকৃত জিহাদের ময়দানেও উপস্থিত হতে দেয় না। কারণ, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে; অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।' [সুরা বাকারাহ : ২১৬] আর প্রকাশ থাকে যে, নফসের অপছন্দনীয় কাজ করার জন্য নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বাঞ্ছনীয়।

কঠিন সময়ে জিহাদ

অর্থসংগতি, বাহন ও সহযোগীর অভাব থাকাকালে জিহাদ

১৮২. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. বর্ণনা করেন,

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ : "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ". يَعْنِي أَحَدِهِمْ. فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَالَ : مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي.

একদা রাসুল ﷺ যুদ্ধে বের হওয়ার সময় বললেন, হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়, তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যাদের যুদ্ধে খরচের নিজস্ব অর্থসংগতি নেই এবং তাদের সহযোগিতা করার মতো কোনো আত্মীয়স্বজনও নেই। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের সঙ্গে (বাহন ও খাবারে) তাদের দুই কিংবা তিনজনকে শামিল করে নেওয়া। তখন আমাদের কারও সঙ্গে একের অধিক মালবাহী সওয়ারি ছিল না, তাই পালা নির্ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জাবির রা. বলেন, অতঃপর আমি তাদের দুই বা তিনজনকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। জাবির রা. বলেন, আমার মাত্র একটি উট ছিল। আমিও অন্যদের মতো তাতে পালা করে আরোহণ করি।[২২৭]

---

২২৭ সুনানু আবি দাউদ : ২৫৩৪।

জিহাদের সাওয়াব প্রাপ্তির অফুরন্ত সুযোগ

যুদ্ধের সরঞ্জাম দানকারীর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব

১৮৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي

গাজির জন্য তার নির্ধারিত সাওয়াব রয়েছে। আর যুদ্ধের সরঞ্জাম দানকারীর জন্য সাওয়াব রয়েছে, উপরন্তু সে গাজির সমান সাওয়াবও লাভ করবে (অর্থাৎ সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে)।[২২৮]

অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করলে পরকালে কোনো প্রতিদান নেই

১৮৪. ইয়ালা ইবনু উমাইয়া রা. বর্ণনা করেন,

آذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ : "مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى".

রাসুল ﷺ যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালেন। তখন আমি খুবই বৃদ্ধ ছিলাম এবং আমার কোনো খাদিম ছিল না। তাই আমি এমন একজন শ্রমিক খুঁজলাম, যে আমার সহায়তা করতে সক্ষম এবং আমি তাকে (গনিমতের) অংশ দেওয়ারও চিন্তা করলাম। তখন আমি এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েও গেলাম। যুদ্ধে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে সে

---

২২৮ সুনানু আবি দাউদ : ২৫২৬।

এসে আমাকে বলল, আমি সৈনিকের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে কিছুই অবহিত নই এবং আমাকে কী পরিমাণ প্রাপ্য দেওয়া হবে, তা-ও আমি জানি না। কাজেই আমার মজুরি নির্ধারণ করুন। আমি তার জন্য তিন দিনার মজুরি নির্ধারণ করলাম। তারপর গনিমত বণ্টনের সময় উপস্থিত হলে আমি তাকে এর একটি অংশ দেওয়ার ইচ্ছা করলাম। এমতাবস্থায় (যুদ্ধের পূর্বে তার জন্য মজুরি হিসেবে নির্ধারিত) দিনারের কথা স্মরণ হলো। তখন আমি নবিজির নিকট এসে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, আমি এ যুদ্ধের বিনিময়ে দুনিয়া এবং আখিরাতে তার জন্য নির্ধারিত অংশ (দিনার) ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।[২২৯]

২২৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫২৭। আবু আইয়ুব আনসারি রা. থেকে জয়িফ সনদে রাসুল ﷺ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ : مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَلاَ وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ

অচিরেই বহু শহর তোমাদের অধীনস্থ হবে এবং সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী গঠন করা হবে। তোমরা তাতে সৈনিক হিসেবে নিয়োজিত হবে। সে সময় তোমাদের মধ্যকার কেউ কেউ (পারিশ্রমিক ছাড়া) উক্ত বাহিনীতে যোগ দিতে অপছন্দ করবে। এ কারণে সে দল থেকে কেটে পড়বে। তারপর সে বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে গিয়ে তাদের কাছে নিজেকে সেনাদলে ভাড়ায় নেওয়ার জন্য পেশ করে বলবে, 'কে আমাকে মজুরির বিনিময়ে কাজে লাগাবে?' 'কে আমাকে মজুরির বিনিময়ে কাজে লাগাবে?' জেনে রেখো, এ ব্যক্তি তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ভাড়াটে শ্রমিকই থাকবে (মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না)। [*সুনানু আবি দাউদ* : ২৫২৫]

শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে দুআ

যুদ্ধকালের দুআ

১৮৫. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ "اللهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ".

রাসুল ﷺ যুদ্ধ আরম্ভের সময় বলতেন, হে আল্লাহ, আপনিই আমার শক্তির উৎস ও সাহায্যকারী। আপনার সাহায্যেই আমি কৌশল অবলম্বন করি, আপনার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি।[২৩০]

আল্লাহর সাহায্য না থাকলে ধ্বংস অপরিহার্য

১৮৬. সুহায়ব রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ أَيَّامَ حُنَيْنٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ نَبِيًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَعْجَبَتْهُ أُمَّتُهُ، فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْمَوْتَ"، قَالَ: "فَقَالُوا: أَمَّا الْقَتْلُ أَوِ الْجُوعُ، فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَمَاتَ فِي ثَلَاثٍ سَبْعُونَ أَلْفًا»، قَالَ: فَقَالَ: "فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ: اللهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ"

হুনাইনযুদ্ধের দিনগুলোতে রাসুল ﷺ দু-ঠোঁট নাড়াতেন (অর্থাৎ কী

২৩০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৩২; *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৫৮৪।

যেন পড়তেন), যা তিনি ইতিপূর্বে করেননি। নবি ﷺ নিজেই বললেন, তোমাদের পূর্বে কোনো এক নবিকে তাঁর উম্মত মুগ্ধ করল। ফলে তিনি বললেন, কোনো কিছুই এদের ক্ষতি করবে না। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহি অবতীর্ণ করলেন, আপনি তাদের এই তিনটির কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিন : (ক) আমি তাদের ওপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেবো, তখন শত্রু তাদের ধ্বংস করে ছাড়বে, (খ) ক্ষুধা ও (গ) মৃত্যু। তারা বলল, হত্যা বা ক্ষুধা সওয়ার শক্তি তো আমাদের নেই। তাহলে মৃত্যুই বেছে নিলাম। রাসুল ﷺ বললেন, তখন তিন দিনে ৭০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করল। তাই এখন আমি দুআ করছি, 'হে আল্লাহ, আপনার সাহায্যেই আমি কৌশল অবলম্বন করি, আপনার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি।'[২৩১]

২৩১ মুসনাদু আহমাদ : ১৮৯৪০।

শহিদের মৃত্যুযন্ত্রণা

সবচেয়ে সহজ মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু

১৮৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ

তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে, একজন শহিদ মৃত্যুর কষ্ট শুধু ততটুকুই অনুভব করে।[২৩২]

২৩২ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৬৮; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৬১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮০২; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৫২।

বাহিনী, সেনাদল ও সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম

১২ হাজার সৈন্যের বাহিনী সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হয় না

১৮৮. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ

সফরে উত্তম হচ্ছে চারজন সঙ্গী, ক্ষুদ্রবাহিনীতে ৪০০ এবং সেনাবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ৪ হাজার হওয়া উত্তম। আর ১২ হাজার সৈন্যের বাহিনী সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হয় না।[২৩৩]

সুনানুদ দারিমি গ্রন্থে হাদিসের শেষাংশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَا بَلَغَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا فَصَبَرُوا وَصَدَقُوا فَغُلِبُوا مِنْ قِلَّةٍ

সৈন্যসংখ্যা ১২ হাজারে উপনীত হলে এবং তারা সবর করলে ও সত্য বললে সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।[২৩৪]

২৩৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬১১; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৫৫; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৮২।
২৩৪ *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৮২।

জিহাদ সর্বদা জারি থাকবে

তিনটি বিষয় ইমানের মূলের অন্তর্ভুক্ত

১৮৯. আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ : الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ

তিনটি বিষয় ইমানের মূলের অন্তর্ভুক্ত : (১) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে তার ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা, কোনো গুনাহের কারণে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত না করা এবং কোনো আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার না করা। (২) আমাকে (রাসুল করে) পাঠানোর সময় থেকে জিহাদ চালু রয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। অবশেষে উম্মতের জিহাদকারী সর্বশেষ দল দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার অথবা কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ইনসাফ এটাকে রহিত করতে পারবে না। (তিন) তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা।[২৩৫]

শাসকের অধীনে জিহাদ কার্যকর রাখতে হবে

১৯০. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلاَةُ

২৩৫ সুনানু আবি দাউদ : ২৫৩২। শায়খ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান লি-গাইরিহি বলেছেন।

وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ

প্রত্যেক শাসকের নেতৃত্বে জিহাদ করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব—সে সৎ হোক বা অসৎ। প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে সালাত আদায় করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব—সে সৎ হোক বা অসৎ; এমনকি সে কবিরা গুনাহ করলেও। প্রত্যেক (মৃত) মুসলিমের জানাজা পড়া ওয়াজিব—সে নেককার হোক অথবা পাপী; এমনকি সে কবিরা গুনাহ করলেও।[২৩৬]

'একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে'

১৯১. সালামা ইবনু নুফায়ল কিন্দি রা. বর্ণনা করেন,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَقَالُوا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ

(একদিন) আমি রাসুলের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর রাসুল, লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে এবং তারা বলছে, এখন আর কোনো জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তিনি তার প্রতি লক্ষ করে বললেন, তারা মিথ্যা বলছে। এখন, এখনই জিহাদের উপযুক্ত সময়। আর সর্বদা আমার উম্মতের একদল হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে। আল্লাহ তাদের জন্য অনেক সম্প্রদায়ের অন্তর বাঁকা করে দেবেন (অর্থাৎ, মুজাহিদদেরকে পরীক্ষা করতে তাদের

---

২৩৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৩৩। ইমাম কাসতাল্লানি রাহ. বলেন,

إسناده لا بأس به إلا أن مكحول لم يسمع من أبي هريرة.

হাদিসের বর্ণনাসূত্রে সমস্যা নেই; তবে মাকহুল আবু হুরায়রা রা. থেকে সরাসরি হাদিস শোনেননি। [*ইরশাদুস সারি* : ৫/৭০]

শত্রু তৈরি করবেন)। আর আল্লাহ তাদেরকে (অর্থাৎ মুজাহিদদের) কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুদের দ্বারা রিজিক দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের সঙ্গে কল্যাণ সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমাকে এ কথা ওহি দ্বারা জানানো হয়েছে যে, অচিরেই আমাকে তুলে নেওয়া হবে (ইনতিকাল হবে); (চিরদিন) আমাকে রাখা হবে না। আর তোমরা আমার পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তোমরা একে অন্যের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েবে; আর ইমানদারদের নিরাপদ ঠিকানা হবে শাম[২৩৭]।[২৩৮]

২৩৭ সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান এবং লেবানন নিয়ে তখনকার শাম গঠিত ছিল।
২৩৮ *সুনানুন নাসায়ি*: ৩৫৬৩।

ঝান্ডা ও পতাকা

রাসুলের পতাকা

১৯১. ইউনুস ইবনু উবায়েদ রাহ. বর্ণনা করেন,

بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتْ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

রাসুলের পতাকা কীরূপ ছিল, তা জিজ্ঞেস করতে মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আমাকে বারা ইবনু আজিব রা.-এর নিকট অভিযানে পাঠান। তিনি বললেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো, বর্গাকৃতির ডোরাকাটা কাপড়ের।[২৩৯]

সাদা ঝান্ডা

১৯২. জাবির রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ

মক্কায় প্রবেশের দিন রাসুলের ঝান্ডা ছিল সাদা রঙের।[২৪০]

কালো পতাকা

১৯৩. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ

রাসুলের পতাকা ছিল কালো এবং ঝান্ডা ছিল সাদা।[২৪১]

---

২৩৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৯১; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৮০।

২৪০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৯২; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৭৯; *সুনানুন নাসায়ি* : ২৮৬৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮১৭।

২৪১ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৮১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮১৮।

যুদ্ধে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার

'আমিত, আমিত'

১৯৪. সালামা রা. বর্ণনা করেন,

غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنه- زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ شِعَارُنَا أَمِتْ أَمِتْ.

আমরা রাসুলের যুগে আবু বকর রা.-এর সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করেছিলাম। সে সময় আমাদের সাংকেতিক ডাক ছিল 'আমিত, আমিত' (মারো, মারো)।[২৪২]

'হা-মিম লা ইউনসারুন'

১৯৫. মুহাল্লাব ইবনু আবি সুফরা রাহ. বর্ণনা করেন,

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "إِنْ بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لاَ يُنْصَرُونَ ".

রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন এমন একজন আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসুল ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতের অন্ধকারে শত্রুবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলে তোমাদের সাংকেতিক পরিচয় হবে, 'হা-মিম লা ইউনসারুন'।

২৪২ সুনানু আবি দাউদ : ২৫৯৬, ২৬৩৮; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৪০।

বাহিনী বিন্যস্তকরণ

এক জায়গায় সমবেত থাকার নির্দেশ

১৯৬. আবু সালাবা খুশানি রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرٌو كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْزِلاً - تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ" إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ". فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

রাসুলের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যরা যখন কোনো স্থানে (বিশ্রামের জন্য) নামতেন তখন তারা বিভিন্ন গিরিপথে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তেন। সে জন্য রাসুল ﷺ বললেন, এসব গিরিপথে ও পাহাড়ি উপত্যকায় তোমাদের বিভক্ত হয়ে পড়াটা শয়তানের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রস্বরূপ। (বর্ণনাকারী বলেন,) এরপর থেকে যে স্থানেই তিনি (অবস্থান নেওয়ার জন্য) নামতেন, দলের লোকজন একত্রে অবস্থান করত। এমনকি এরূপ বলা হতো যে, যদি একটি কাপড় তাদের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয়, তাদের সবাইকে এর মধ্যে ঢেকে নেওয়া সম্ভব।[২৪৩]

যুদ্ধের জন্য বের হলেও মানুষকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার অনুমতি নেই

১৯৭. মুআজ ইবনু আনাস জুহানি রা. বর্ণনা করেন,

غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

২৪৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬২৮।

আমি আল্লাহর নবি ﷺ-এর সঙ্গে অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদান করেছি। একদা সৈনিকেরা (বিক্ষিপ্তভাবে তাঁবু ফেলে) স্থান সংকীর্ণ করে ফেলেছিল ও পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন আল্লাহর নবি ﷺ এক সাহাবিকে লোকদের (সেনাদের) মাঝে এ কথা ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন, 'যে লোক স্থান সংকীর্ণ করেছে এবং যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, তার কোনো জিহাদ নেই (অর্থাৎ জিহাদে তার কোনো অংশ নেই)।'[২৪৪]

২৪৪ সুনানু আবি দাউদ: ২৬২৯, ২৬৩০।

জিহাদে প্রহরার ফজিলত

‘তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত’

১৯৮. সাহল ইবনুল হানজালিয়া রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ، حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ، وَنَعَمِهِمْ، وَشَائِهِمْ، اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ»، ثُمَّ، قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟»، قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَارْكَبْ»، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ»، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مُصَلَّاهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ»، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

তারা (সাহাবিগণ) রাসুলের সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। রাত নামা পর্যন্ত তারা একে অপরের অনুসরণ করে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে রাসুলুলাহ সা-কে সালাতের সময় উপস্থিত হওয়ার কথা জানানো হলো। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাদের কাছে থেকে পৃথক হয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে উঠে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াজিন গোত্রের নারীপুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই তাদের উট, বকরি সবকিছু নিয়ে হুনাইনে একত্র করেছে। এ কথা শুনে রাসুল ﷺ স্মিত হেসে বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এ সবকিছুই মুসলিমদের গনিমতের বস্তু হবে। তারপর তিনি বললেন, আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে? আনাস ইবনু আবি মারসাদ আল গানাবি রা. বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমি। তিনি বললেন, তাহলে ঘোড়ায় চড়ো। তিনি তাঁর ঘোড়ায় চড়ে রাসুলের কাছে গেলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি এ গিরিপথের দিকে খেয়াল রাখবে এবং এর শেষ চূড়ায় উঠে পাহারা দেবে। সাবধান! আমরা যেন তোমার অসর্তকতার কারণে ধোঁকায় না পড়ি। তারপর ভোর হলে রাসুল ﷺ সালাতের জন্য বেরিয়ে এসে দু-রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করে বললেন, তোমাদের অশ্বারোহীর কী খবর? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহর রাসুল, তাঁর কোনো খবর নেই। তারপর সালাতের ইকামত দেওয়া হলে রাসুল ﷺ সালাত পড়ালেন এবং গিরিপথের দিকে তাকাতে থাকলেন। সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের অশ্বারোহী এসে গেছে। সাহাবিগণ বললেন, আমরা গাছের ফাঁক গলিয়ে গিরিপথের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি আসছেন। তিনি সোজা রাসুলের সামনে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, আমি রাসুলের আদেশমতো গিরিপথের একদম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছি এবং ভোর বেলায় উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি; কিন্তু কোথাও কাউকে (কোনো শত্রুকেই) দেখতে পাইনি। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি রাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছিলে? তিনি বললেন, সালাত ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া নামিনি। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার জন্য

[illegible]

(জান্নাত) অবধারিত করেছ, এরপর তোমার কোনো (অতিরিক্ত) নেক কাজ না করলেও চলবে।[২৪৫]

প্রহরী চোখের ফজিলত

১৯৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ

জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে চোখ (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে নির্ঘুম রাত পার করে দেয়।[২৪৬]

যেসব চোখের ওপর জাহান্নাম হারাম

২০০. আবু রায়হানা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَسَمِعَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقُولُ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ» قَالَ: وَقَالَ: الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا، قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: ذَاكَ «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، أَوْ عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

এক যুদ্ধে তিনি রাসুলের সঙ্গে ছিলেন। এক রাতে তিনি তাঁকে বলতে শুনলেন, জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে এমন চোখের ওপর, যে চোখ আল্লাহর পথে বিনিদ্র রজনী যাপন করে। জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে এমন চোখের ওপর, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয়।... জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে এমন চোখের ওপর, যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত ক্ষেত্রসমূহ থেকে দৃষ্টি অবনত রাখে। জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে এমন চোখের ওপর, যে চোখ আল্লাহর পথে ফুঁড়ে দেওয়া হয়।[২৪৭]

---

২৪৫ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫০১।

২৪৬ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৩৯।

২৪৭ *সুনানুদ দারিমি* : ২৪২৮, ২৫৫৩।

দূত ও বার্তাবাহকের বিধান

দূত জিন্দিক হলেও তাকে হত্যা করা বৈধ নয়

২০১. মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রাহ. বর্ণনা করেন,

كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ "مَا تَقُولاَنِ أَنْتُمَا" قَالاَ نَقُولُ كَمَا قَالَ. قَالَ "أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا".

একদা রাসুল ﷺ-কে মুসায়লিমা (নবুওয়াতের ভণ্ড দাবিদার) চিঠি লেখে। রাসুল ﷺ যখন তার চিঠি পড়েন, তখন তার উভয় দূতকে লক্ষ করে বলেন, এ লোক সম্পর্কে তোমরা কী বলো? তারা বলল, আমরা তা-ই বলি, যা তিনি বলেছেন। (অর্থাৎ তার নবুওয়াতের দাবি মানি)। নবি ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ, দূতহত্যা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের উভয়ের গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিতাম।[২৪৮]

'তুমি দূত না হলে আমি তোমার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিতাম'

২০২. হারিসা ইবনু মুদাররিব রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَرْتُ

---

২৪৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৬১। এ হাদিসের আলোকে প্রতিভাত হয়, জিন্দিকের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। জিন্দিক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে ইসলামের কোনো শাশ্বত অকাট্য বিধানের অপব্যাখ্যা করে বা তার অপব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে; কিন্তু প্রকাশ্যে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। যেমন, তারা খতমে নবুওয়াতের আকিদার অপব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিল; কিন্তু নিজেদের মুসলিম বলে আখ্যায়িত করত।

بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ". فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلاً بِالسُّوقِ.

তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর কাছে এসে বললেন, আরববাসী কারও সঙ্গেই আমার কোনো শত্রুতা নেই; কিন্তু আমি বনু হানিফার মসজিদে যাওয়ার সময় দেখলাম, এ গোত্রের লোকেরা (নবুওয়াতের ভণ্ড দাবিদার) মুসায়লিমার প্রতি ইমান এনেছে। তখন আবদুল্লাহ রা. তাদের ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। তাদের নিয়ে আসা হলে ইবনুন নাওয়াহা ব্যতীত সকলকে তিনি তওবা করতে বললেন। আর ইবনুন নাওয়াহাকে বললেন, (যখন মুসায়লিমা তোমাকে বার্তাসহ রাসুলের কাছে পাঠিয়েছিল, তখন) আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছিলাম, তুমি দূত না হলে আমি তোমার গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিতাম। (আবদুল্লাহ রা. বলেন,) তুমি তো আজ দূত নও! তারপর তিনি কারাজা ইবনু কাবকে তাকে হত্যার আদেশ দেন। তিনি তাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে (জনসম্মুখে) হত্যা করেন। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইবনুন নাওয়াহাকে দেখতে চায়, সে যেন বাজারে এসে তার লাশ দেখে যায়।[২৪৯]

২৪৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৬২। একই মর্মের হাদিস *সুনানুদ দারিমি* গ্রন্থেও (হাদিস : ২৫৪৫) বর্ণিত হয়েছে।

যুদ্ধকালে নীরব থাকার নির্দেশনা

সাহাবিরা যুদ্ধকালে আওয়াজ অপছন্দ করতেন

২০৩. কায়স ইবনু উবাদ রাহ. বর্ণনা করেন,

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ.

নবিজির সাহাবিগণ যুদ্ধের সময় উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।[২৫০]

২৫০ সুনানু আবি দাউদ: ২৬৫৬।

যুদ্ধকালে অহংকার প্রদর্শন

শত্রুর বিরুদ্ধে মুজাহিদের অহংকার আল্লাহ পছন্দ করেন

২০৪. জাবির ইবনু আতিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলতেন,

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ".

আল্লাহ এক প্রকার আত্মমর্যাদাবোধ পছন্দ করেন এবং আরেক প্রকার আত্মমর্যাদাবোধ ঘৃণা করেন। মহান আল্লাহ যেটা পছন্দ করেন তা হলো, সন্দেহজনক বিষয় বর্জনের আত্মসম্মানবোধ। সন্দেহজনক বিষয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। অনুরূপভাবে এক প্রকার অহংকার প্রদর্শনকে আল্লাহ অপছন্দ করেন আর এক প্রকার অহংকারকে পছন্দ করেন। আল্লাহ যে অহংকার প্রদর্শন পছন্দ করেন তা হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় অহংকার প্রদর্শন করা (যেন দুশমন ভয় পায়) এবং সাদাকা দেওয়ার সময় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করা (অর্থাৎ, আন্তরিক সন্তুষ্টির সঙ্গে দান করা এবং বড় পরিমাণ ব্যয় করতেও দ্বিধা না করা)। মহান আল্লাহ যেরূপ অহংকারকে ঘৃণা করেন তা হলো, জুলুম-অত্যাচারমূলক কাজে অহংকার প্রদর্শন করা।[২৫১]

২৫১ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৬৫৯; *সুনানুন নাসায়ি*: ২৫৫৭; *সুনানুদ দারিমি*: ২২৭২।

অঙ্গা কেটে বিকৃত করা নিষেধ

রাসুল ﷺ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন

২০৫. হাইয়াজ ইবনু ইমরান রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ عِمْرَانَ، أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَأَرْسَلَنِي لأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ.

ইমরান রা.-এর একটি গোলাম পালিয়ে গেল। তিনি আল্লাহর নামে মানত করলেন যে, তিনি তাকে কাবু করতে পারলে তার হাত কেটে দেবেন। তিনি আমাকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে সামুরা ইবনু জুনদুব রা.-এর নিকট পাঠান। আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসুল ﷺ আমাদেরকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করতেন এবং মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন। তারপর আমি ইমরান ইবনু হুসাইন রা.-এর নিকট আসি এবং তাঁকেও একই বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তিনিও বললেন, রাসুল ﷺ আমাদের দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করতেন আর মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত করতে নিষেধ করতেন।[২৫২]

২৫২ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৬৭; *সুনানুদ দারিমি* : ১৬৯৭।

অস্ত্রশস্ত্র

গনিমত হিসেবে অস্ত্র

২০৬. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ.

রাসুল ﷺ তাঁর জুলফিকার নামক তরবারি বদরের যুদ্ধের দিন গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন। উহুদযুদ্ধের দিন এটিকে জড়িয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন।[২৫৩]

২৫৩ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৬১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮০৮।

বন্দি হত্যা

কাফির বন্দিদের হত্যার যৌক্তিকতা

২০৭. ইবরাহিম রাহ. বর্ণনা করেন,

أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ " النَّارُ ". فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

দাহহাক ইবনু কায়স উমামা রা. মাসরুক রাহ.-কে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। উমারা ইবনু উকবা তাঁকে বললেন, আপনি কি উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের মধ্যে বেঁচে থাকা একজনকে কর্মচারী নিযুক্ত করবেন? মাসরুক রাহ. তখন বললেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. আমাদের বর্ণনা করেছেন—আর তিনি আমাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য হাদিসবক্তা—নবি ﷺ যখন তোমার পিতা (উকবা)-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ইচ্ছা করেন,[২৫৪] তখন তোমার পিতা বলল, আমার বাচ্চাদের কী অবস্থা হবে? তিনি (ﷺ) জবাবে বলেন, আগুন।[২৫৫] মাসরুক রাহ. বলেন, রাসুল ﷺ তোমার জন্য যা পছন্দ করেছেন, আমিও তোমার জন্য সেটাই পছন্দ করেছি।[২৫৬]

---

২৫৪ এই অংশটাই আমাদের শিরোনামের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। কারণ, উমারার পিতা উকবাকে রাসুল ﷺ বন্দি অবস্থায় হত্যা করেছিলেন। হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, বন্দি হত্যা বৈধ।

২৫৫ অর্থাৎ, তুমি নিজের কথা ভাবো। তোমার জন্য যে আগুন প্রস্তুত রয়েছে, তা নিয়ে ফিকির করো। বাচ্চাদের বিষয় নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। কারণ, আল্লাহই তাদের তত্ত্বাবধায়ক। [*আওনুল মাবুদ*]

২৫৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৮৬।

বন্দির হাত-পা বেঁধে তির ছুড়ে হত্যা করা নিষেধ

২০৮. ইবনু ইয়ালা রাহ. বর্ণনা করেন,

غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلاَجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.

একদা আমরা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর পুত্র আবদুর রহমানের সঙ্গে এক যুদ্ধে যোগদান করি। শত্রুদের চারজন হৃষ্টপুষ্ট লোককে ধরে আনা হলো। তিনি তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলেন এবং সেই মোতাবেক তাদের হাত-পা বেঁধে হত্যা করা হলো। (অন্য সব বর্ণনায় এসেছে, বেঁধে তির মেরে হত্যা করা হয়েছে। এ সংবাদ আবু আইয়ুব আনসারির নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে হাত-পা বেঁধে হত্যা করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। একটি মুরগিকেও আমি এভাবে বেঁধে হত্যা করব না। এ কথা আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাহ.-এর কানে পৌঁছালে তিনি চারজন গোলাম মুক্ত করে দেন।[২৫৭]

---

২৫৭ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৬৮৭; *সুনানুদ দারিমি*: ২০১৭। ইমাম ইবনু হিব্বান, ইবনু হাজার আসকালানি, আইনি ও শায়খ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ ও এর সনদকে শক্তিশালী বলেছেন।

দায়লাম ও কনস্টান্টিনোপল বিজয়

মাহদির আগমনবার্তা

২০৯. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ

দুনিয়ার একটিমাত্র দিনও যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে মহামহিম আল্লাহ সেই দিনটিকে দীর্ঘায়িত করবেন, যে পর্যন্ত-না আমার আহলে বায়তের এক ব্যক্তি দায়লাম এবং কনস্টান্টিনোপলের অধিপতি হবে।[২৫৮]

২৫৮ সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৭৭৯। ইমাম কুরতুবি ও সুয়ুতি রাহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

গাজওয়াতুল হিন্দ

গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদরা জাহান্নাম থেকে মুক্ত

২১০. রাসুলের আজাদকৃত গোলাম সাওবান রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

আমার উম্মতের দুটি দল—আল্লাহ তাআলা তাদের জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন—একদল যারা হিন্দের জিহাদ করবে; আর একদল যারা ইসা ইবনু মারইয়াম আ.-এর সঙ্গী হবে।[২৫৯]

গাজওয়াতুল হিন্দে শরিক হওয়ার জন্য সাহাবির আকাঙ্ক্ষা

২১১. আবু হুরায়রা রা. বলেন,

وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

রাসুল ﷺ আমাদের হিন্দের জিহাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই, তাহলে আমি তাতে আমার জানমাল বিলিয়ে দেবো। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তাহলে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শহিদদের মধ্যে গণ্য হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তাহলে আমি হব (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত আবু হুরায়রা।[২৬০]

২৫৯ *সুনানুন নাসায়ি*: ৩১৫৭।

২৬০ *সুনানুন নাসায়ি*: ৩১৭৩, ৩১৭৪। শায়খ আহমাদ শাকির এর সনদকে সহিহ বলেছেন।

এই উম্মাহর সন্ন্যাসী জীবন

সন্ন্যাসী হতে চাইলে মুজাহিদ হও

২১২. আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى".

এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর রাসুল, আমাকে সন্ন্যাসী জীবন অবলম্বনের অনুমতি দিন। নবি ﷺ বললেন, আমার উম্মতের সন্ন্যাস হলো মহান আল্লাহর পথের জিহাদ।[২৬১]

২৬১ সুনানু আবি দাউদ : ২৪৮৬।

কাফিরদের সাথে বসবাস

কাফিরদের সাথে বসবাস করা তাওহিদের দাবির বিপরীত

২১৩. সামুরা ইবনু জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

কেউ কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করলে সে তাদের মতোই।[২৬২]

মুশরিক ও মুসলমান কখনো একত্রে বাস করতে পারে না

২১৪. জারির ইবনু আবদিল্লাহ রা. বর্ণনা করেন,

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ -قَالَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ قَالَ "لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا".

রাসুল ﷺ খাসআম গোত্রের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। সৈন্যদল সেখানে পৌঁছে দেখল যে, ওই গোত্রের কিছু লোক সিজদায় পড়ে আছে। এতৎসত্ত্বেও তাদের ত্বরিত হত্যা করা হলো। নবিজির কাছে এ সংবাদ এলে তিনি তাদের ওয়ারিসদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আমি প্রত্যেক এমন মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কেন? তিনি বললেন, (মুশরিক ও মুসলমান একসঙ্গে বসবাসের অনুমতি নেই)। তারা একে অপর হতে এরূপ দূরত্বে বাস করবে, যাতে একের ঘরে প্রজ্বলিত প্রদীপ অপরের ঘর হতে দেখা না যায়।[২৬৩]

২৬২ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৮৭; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬০৫।

২৬৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৪৫; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬০৪, ১৬০৫।

কাফিরদের জোটবদ্ধ আক্রমণ

'শীঘ্রই কাফিরগোষ্ঠী জোটবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে'

২১৫. সাওবান রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

"يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا". فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ "بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ". فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ "حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ".

খাবার গ্রহণকারীরা যেভাবে একে অপরকে খাবারের পাত্রের দিকে আহ্বান করে, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই পরস্পর যুদ্ধের আহ্বান করবে। এক ব্যক্তি বলল, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে বানের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ব্যাপারে আতঙ্ক দূর করে দেবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ভরে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর রাসুল, ওয়াহান কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[২৬৪]

---

২৬৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৯৭। আবু হুরায়রা রা. থেকেও একই মর্মের হাদিস *মুসনাদু আহমাদ* (হাদিস : ৮৭১৩) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মুসলিম গোয়েন্দা

কে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে

২১৬. ইবরাহিম তাইমি রাহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ "أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ "أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ "قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ". فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ "اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ". فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ "وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ". وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ "قُمْ يَا نَوْمَانُ".

আমরা হুজায়ফা রা.-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হায়, আমি যদি রাসুল ﷺ-কে পেতাম, তবে তাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম এবং তাতে কোনোরূপ পিছপা হতাম না। হুজায়ফা রা. বললেন, হয়তো তুমি তা করতে; কিন্তু আমি তো খন্দকের রাতে রাসুলের সঙ্গে ছিলাম। (সে রাতে) প্রচণ্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। এমন সময় রাসুল ﷺ ঘোষণা করলেন, 'ওহে, এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দেবে? আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে (মর্যাদার আসনে)

রাখবেন।' আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার বললেন, 'ওহে, এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দেবে? আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে (মর্যাদার আসনে) রাখবেন।' এবারও আমরা চুপ রইলাম আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার ঘোষণা করলেন, 'ওহে, এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দেবে? আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে (মর্যাদার আসনে) রাখবেন।' এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এবার তিনি বললেন, 'হে হুজায়ফা, ওঠো, আর তুমি শত্রুদের খোঁজখবর আমাকে এনে দাও।' রাসুল ﷺ যেহেতু এবার আমার নাম ধরেই ডাক দিলেন, তাই ওঠা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। এবার তিনি বললেন, 'শত্রুপক্ষের খবর আমাকে এনে দাও; কিন্তু সাবধান, তাদের আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলো না।' তারপর আমি যখন তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে চলছি। এভাবে আমি তাদের (শত্রুপক্ষের) নিকটে পৌঁছে গেলাম। তখন আমি লক্ষ করলাম, আবু সুফিয়ান আগুনের দ্বারা তার পিঠে ছেঁক দিচ্ছে। আমি তখন একটি তির তুলে ধনুকে সংযোজন করলাম এবং তা নিক্ষেপ করতে মনস্থ করলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল রাসুল ﷺ বলে দিয়েছেন, 'তাদের আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলো না।' আমি যদি তখন তির ছুড়তাম, তবে তির নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ করত। অগত্যা আমি ফিরে এলাম এবং ফিরে আসার সময়ও উষ্ণতার মধ্যদিয়ে অতিক্রমের মতো উষ্ণতা অনুভব করলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন প্রতিপক্ষের খবর রাসুল ﷺ-কে প্রদান করলাম। আমার দায়িত্ব পালন করে অবসর হতেই আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করলাম। তখন রাসুল ﷺ তাঁর অতিরিক্ত একটি কম্বল দিয়ে আমাকে আবৃত করে দিলেন, যা তিনি সাধারণত সালাত আদায়ের সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা নিদ্রায় বিভোর রইলাম। যখন ভোর হলো তখন তিনি বললেন, 'হে গভীর নিদ্রামগ্ন! এখন উঠে পড়ো।'[২৬৫]

---

২৬৫ সহিহ মুসলিম : ১৭৮৮।

হারাম মাসে যুদ্ধ

হারাম মাসে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ চলবে

২১৭. জাবির রা. বর্ণনা করেন,

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَاكَ، أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ

রাসুল ﷺ হারাম মাসে[২৬৬] যুদ্ধ করতেন না, তবে তাঁর বিরুদ্ধে (অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ রচিত হলে তিনি যুদ্ধ করতেন। (অন্যথায়) হারাম মাস এলে তিনি তা শেষ হওয়া পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করতেন।[২৬৭]

২৬৬ জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম ও রজব—এই মাস চতুষ্টয়কে হারাম তথা সম্মানিত মাস বলা হয়।

২৬৭ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৪৫৮৩, ১৪৭১৩।

জাহান্নামি ব্যক্তিও জিহাদ করে

আল্লাহ পাপিষ্ঠ লোক দ্বারাও ইসলাম সুদৃঢ় করেন

২১৮. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الَّذِيْ قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيْلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

আমরা রাসুলের সঙ্গে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামি। অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন সে লোকটি তুমুল যুদ্ধ করল এবং আহত হলো। তখন বলা হলো, আল্লাহর রাসুল, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে জাহান্নামি, আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং ইতিমধ্যে মারা গেছে। নবি ﷺ বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথার ওপর কারও কারও অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয়। তারা এ নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, এমন সময় খবর এলো যে, লোকটি মারা যায়নি; বরং গুরুতর আহত হয়েছে। যখন রাত নামল, সে আঘাতের কষ্ট-যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করল। তখন নবিজির নিকট এ সংবাদ

পৌঁছানো হলো। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তারপর নবি ﷺ বিলাল রা.-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তাআলা তো কখনো কখনো এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারাও সাহায্য করেন।[২৬৮]

২৬৮ *সহিহ বুখারি*: ৩০৬২।

ঘোড়া প্রতিপালন

ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রয়েছে

২১৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ আছে কিয়ামত অবধি।[২৬৯]

২২০. উরওয়াহ বারিকি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত—অর্থাৎ, (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গনিমতের সম্পদ।[২৭০]

ঘোড়ার আকুতি

২২১. আবু জর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اللهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ

আরবি ঘোড়াকে প্রতি ভোররাতে দুটো দুআ করার অনুমতি দেওয়া হয়, 'হে আল্লাহ, যে মানুষের হাতে তুমি আমাকে সোপর্দ করেছ, আমাকে তার নিকট তার সম্পদ ও পরিবারের মধ্যে অধিক প্রিয় করে দাও। (অথবা হাদিসের শব্দ এরূপ) তার সম্পদ ও পরিবারের মধ্যে

---

২৬৯ *সহিহ বুখারি* : ২৮৪৯; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭১।

২৭০ *সহিহ বুখারি* : ২৮৫২; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৩। একই মর্মে আরও একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি* : ২৮৫১, ৩৬৪৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৪, ১৮৭২; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩৫৭৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৩০৫।

যারা তার প্রিয়, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।[২৭১]

ঘোড়ার চুলের ব্যাপারে নির্দেশনা

২২২. উতবা ইবনু আবদ সুলামি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لاَ تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاَ أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا، وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ

তোমরা ঘোড়ার কপালের, ঘাড়ের ও লেজের চুল কাটবে না। কেননা, এর লেজ মাছি তাড়ানোর জন্য, ঘাড়ের চুল শীত নিবারণের জন্য এবং কপালের চুল কল্যাণের প্রতীক।[২৭২]

জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে ঘোড়া পালনের ফজিলত

২২৩. আসমা বিনতু ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا احْتِسَابًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا، وَرِيَّهَا، وَظَمَأَهَا، وَأَرْوَاثَهَا، وَأَبْوَالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَفَرَحًا، وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبَعَهَا، وَجُوعَهَا، وَرِيَّهَا، وَظَمَأَهَا، وَأَرْوَاثَهَا، وَأَبْوَالَهَا خُسْرَانٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে ঘোড়া বাঁধবে, জিহাদে সাওয়াব অর্জনের প্রত্যাশায় ঘোড়ার পেছনে অর্থ খরচ করবে; ঘোড়ার পরিতৃপ্তি, ক্ষুধা, পানি পান করা, তেষ্টা, মল ও মূত্র সবকিছুই কিয়ামতদিবসে আমলের দাঁড়িপাল্লায় সফলতার উপকরণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘোড়া বাঁধবে লোক দেখানোর জন্য, মানুষের প্রশংসা শোনার জন্য কিংবা গর্ব ও অহংকারস্বরূপ; ঘোড়ার পরিতৃপ্তি, ক্ষুধা, পানি পান করা, তেষ্টা, মল ও মূত্র সবকিছুই কিয়ামতদিবসে আমলের দাঁড়িপাল্লায় ক্ষতির কারণ হবে।[২৭৩]

---

২৭১ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩৫৮১।

২৭২ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৪২।

২৭৩ *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭৫৭৪, ২৭৫৯৩।

জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা

২২৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির (সাওয়াবের) পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, মল ও মূত্র ওজন করা হবে।[২৭৪]

ঘোড়ার নামকরণ

২২৫. সাহল ইবনু সাআদ সাইদি রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللُّخَيْفُ.

আমাদের বাগানে নবিজির একটি ঘোড়া থাকত, যাকে লুহাইফ বলা হতো। আর কেউ কেউ বলেছেন, (তার নাম ছিল) লুখাইফ।[২৭৫]

ঘোড়াকে নিজ হাতে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ানোর ফজিলত

২২৬. তামিম দারি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) একটি ঘোড়া লালন করে একে নিজ হাতে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ায়, তার আমলনামায় প্রতিটি দানার বিনিময়ে একটি করে সাওয়াব লেখা হয়।[২৭৬]

ঘোড়ার মালিক তিন ধরনের হয়

২২৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

---

২৭৪ *সহিহ বুখারি* : ২৮৫৩।
২৭৫ *সহিহ বুখারি* : ২৮৫৫।
২৭৬ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৯১।

"الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ". وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ "مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾"

ঘোড়া একজনের জন্য সাওয়াব, একজনের জন্য ঢাল এবং আরেকজনের জন্য পাপ। সাওয়াব হয় তার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে তা বেঁধে রাখে এবং সে ঘোড়ার রশি চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়। এমতাবস্থায় সে ঘোড়া চারণভূমি বা বাগানে তার রশির দৈর্ঘ্য পরিমাণ যতটুকু চরবে, সে ব্যক্তির জন্য সে পরিমাণ সাওয়াব লেখা হবে। যদি তার রশি ছিঁড়ে যায়, এবং সে একটি কিংবা দুটি টিলা অতিক্রম করে, তাহলে তার প্রতিটি পদক্ষেপ ও গোবর মালিকের জন্য সাওয়াব হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তা কোনো নহরের পাশ দিয়ে যায় এবং মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সে তা হতে পান করে, তাহলে এ জন্য মালিক সাওয়াব পাবে।

ঘোড়া ঢালস্বরূপ সে লোকের জন্য, যে পরনির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে অব্যাহতি পেতে তা বেঁধে রাখে। তারপর এর পিঠে ও গর্দানে আল্লাহর নির্ধারিত হক আদায় করতে ভুল করে না (অর্থাৎ, তা দ্বারা অর্থ উপার্জন করে)।

পাপের বোঝা সে লোকের জন্য, যে তাকে অহংকার ও লোক দেখানো কিংবা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে।

আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার প্রতি কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। তবে ব্যাপক

অর্থবোধক অনুপম এ আয়াতটি আমার ওপর নাজিল হয়েছে—'কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে।' [সুরা জিলজাল : ৭-৮][২৭৭]

ঘোড়দৌড় ও উটের দৌড় প্রতিযোগিতা

২২৮. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

আল্লাহর রাসুল ﷺ যুদ্ধের জন্য তৈরি ঘোড়াগুলো নিয়ে হাফয়া হতে সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। আর যে ঘোড়াগুলো যুদ্ধের জন্য তৈরি নয়, সেসব ঘোড়া নিয়ে সানিয়া হতে জুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. অগ্রগামী ছিলেন।[২৭৮]

সহিহ বুখারির অন্য বর্ণনায় এসেছে, সুফিয়ান রাহ. বলেন,

بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.

হাফয়া থেকে সানিয়্যাতুল ওয়াদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বনু জুরায়কের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।[২৭৯]

২২৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ.

নবি ﷺ ঘোড়দৌড় করাতেন এবং পাঁচ বছর বয়সী ঘোড়ার জন্য দূরত্ব নির্দিষ্ট করে দিতেন।[২৮০]

২৭৭ *সহিহ বুখারি* : ২৩৭১; *সহিহ মুসলিম* : ৯৮৭। *মুসনাদু আহমাদ* (হাদিস : ২৩২৩০, ১৬৬৪৫, ৩৭৫৭, ৩৭৫৬) গ্রন্থেও একই মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

২৭৮ *সহিহ বুখারি* : ৪২০; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭০।

২৭৯ *সহিহ বুখারি* : ২৮৬৮।

২৮০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৭৭।

উত্থানের পর পতন

২৩০. আনাস রা. বর্ণনা করেন,

كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ

রাসুলের আদবা নামের একটি উটনী ছিল। তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যেত না। একবার একজন বেদুইন তার একটি উটে সওয়ার হয়ে এলে সেটি তাকে (অর্থাৎ আদবাকে) অতিক্রম করে গেল। মুসলিমদের জন্য তা মনঃকষ্টের কারণ হলো। তারা বলল যে, আদবাকে তো অতিক্রম করে গেল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআলার বিধান হলো, দুনিয়ার কোনো জিনিসকে উত্থিত করলে তার পতনও ঘটিয়ে থাকেন।[২৮১]

তিন প্রকার প্রতিযোগিতা বৈধ

২৩১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

উটের দৌড়, ঘোড়ার দৌড় অথবা তিরন্দাজি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।[২৮২]

ঘোড়ার শরীরচর্চা

২৩২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا.

আল্লাহর নবি ﷺ ঘোড়াকে ছিপছিপে ও সুঠাম বানাতেন; তিনি ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করতেন।[২৮৩]

---

২৮১ *সহিহ বুখারি* : ৬৫০১।

২৮২ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৭৪; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৭০০; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩৫৮৭, ৩৫৮৯, ৩৫৯১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৭৮।

২৮৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৭৬।

রাসুল ﷺ শিকাল ঘোড়া পছন্দ করতেন না

২৩৩. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

রাসুল ﷺ শিকাল ঘোড়া পছন্দ করতেন না। শিকাল হচ্ছে ঘোড়ার ডান পায়ে ও বাম হাতে (সামনের পায়ে) অথবা ডান হাত ও বাম পায়ে শ্বেত বর্ণ হওয়া।[২৮৪]

সালাফগণ তেজি ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন

২৩৪. রাশিদ ইবনু সাআদ রাহ. বলেন,

كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ ؛ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ.

সালাফগণ তেজি ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। কেননা, সেগুলো হতো খুব দ্রুতগামী ও সাহসী।[২৮৫]

লাল ঘোড়া

২৩৫. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا

লাল ঘোড়ায় কল্যাণ রয়েছে।[২৮৬]

কালো ঘোড়া

২৩৬. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

خَيْرُ الْخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ الأَرْثَمُ ثُمَّ الأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ

কালো ঘোড়া সবচেয়ে উত্তম, যার কপাল ও উপরের ঠোঁট সাদা।

---

২৮৪ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৫।

২৮৫ *সহিহ বুখারি*, অধ্যায় : ৫৬/৫০।

২৮৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৪৫; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৯৫।

তারপর উত্তম হলো, যে ঘোড়ার কপাল এবং ডান পা ব্যতীত অন্য পাগুলো সাদা। কালো বর্ণের ঘোড়া পাওয়া না গেলে লাল-কালো মিশ্রিত বর্ণের ঘোড়া উত্তম।[২৮৭]

মাদি ঘোড়ার নামকরণ

২৩৭. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّي الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا.

রাসুল ﷺ মাদি ঘোড়াকে ফারাস নামে আখ্যায়িত করতেন।[২৮৮]

সফরে বাহনের যত্নআত্তি

২৩৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.

যখন তোমরা উর্বর ভূমি দিয়ে চলাচল করো, তখন উটকে ভূমি থেকে তার পাওনা আদায় করতে দিয়ো। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম করো, তখন তাড়াতাড়ি অতিক্রম করবে এবং যখন কোথাও রাতযাপনের জন্য অবতরণ করবে, তখন রাস্তায় অবস্থান নেবে না। কেননা, তা হচ্ছে জন্তুদের রাতে চলার পথ এবং ছোট ছোট ক্ষতিকর প্রাণীদের রাত্রিকালের আশ্রয়স্থল। আর যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত বা অনুর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম করো, তখন তাড়াতাড়ি (বাহনের চলার শক্তি বাকি থাকতে) তা অতিক্রম করে যাও। আর যখন রাতযাপনের জন্য কোথাও অবতরণ করো, তখন পথ (পথে তাঁবু খাটানো) থেকে সরে থাকবে। কেননা, তা হচ্ছে জীবজন্তু ও সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির রাত্রিবেলার আশ্রয়স্থল।[২৮৯]

---

২৮৭ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৯৬, ১৬৯৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৮৯।

২৮৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৪৬।

২৮৯ *সহিহ মুসলিম* : ১৯২৬।

সফরের উত্তম সময়

২৩৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ

তোমাদের রাতের প্রথমাংশে সফর করা উচিত। কেননা, রাতের বেলা জমিন সংকুচিত করে দেওয়া হয়।[২৯০]

বাহনের মালিক সামনে বসার অধিক হকদার

২৪০. বুরায়দা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ. وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لِي". قَالَ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ. فَرَكِبَ.

একদিন রাসুল ﷺ হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গাধা নিয়ে এসে বলল, আল্লাহর রাসুল, আরোহণ করুন। এ বলে লোকটি একটু পেছনে সরে গেল। রাসুল ﷺ বললেন, না, আমার চেয়ে তুমিই সামনে বসার অধিক হকদার। অবশ্য তুমি আমার জন্য তা ছেড়ে দিলে (ভিন্ন কথা)। সে বলল, আমি তা আপনার জন্য ছেড়ে দিলাম। তখন তিনি তাতে আরোহণ করলেন।[২৯১]

---

২৯০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৭১।

২৯১ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৭২; *সুনানুত তিরমিজি* : ২৭৭৩।

তিরন্দাজি

তিরচালনায় উৎসাহদান

২৪১. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বর্ণনা করেন,

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوْا وَأَنَا مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُوْنَ قَالُوْا كَيْفَ نَرْمِيْ وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوْا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

নবি ﷺ আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তিরন্দাজি চর্চা করছিল। নবি ﷺ বললেন, হে বনু ইসমাইল, তোমরা তির নিক্ষেপ করতে থাকো। কারণ, তোমাদের পূর্বপুরুষ দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন এবং আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে দু-দলের এক দল তির নিক্ষেপ বন্ধ করে দিলো। আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, তোমাদের কী হলো যে, তোমরা তির নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিলো, আমরা কীভাবে তির নিক্ষেপ করতে পারি; অথচ আপনি তাদের সঙ্গে আছেন (অর্থাৎ, আপনার বিরুদ্ধে কীভাবে তির নিক্ষেপ করি), নবি ﷺ বললেন, তোমরা তির নিক্ষেপ করতে থাকো। আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি।[২৯২]

'জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে তিরন্দাজি'

২৪২. উকবা ইবনু আমির রা. বর্ণনা করেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ"

২৯২ সহিহ বুখারি : ২৮৯৯।

রাসুল ﷺ-কে মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলার বাণী—'এবং তোমরা তাদের মোকাবিলায় শক্তি প্রস্তুত করে রাখো।' [সুরা আনফাল : ৬০] জেনে রেখো, এ শক্তি হচ্ছে তিরন্দাজি। জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে তিরন্দাজি। জেনে রেখো, শক্তি হচ্ছে তিরন্দাজি।[২৯৩]

'তোমরা বিজয়ী শক্তি হলেও তিরন্দাজির অভ্যাস ত্যাগ করবে না'

২৪৩. উকবা ইবনু আমির রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন,

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

অচিরেই অনেক ভূখণ্ড তোমাদের পদানত হবে। আর শত্রুদের মোকবিলায় আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। তোমাদের কোনো ব্যক্তি যেন তির দ্বারা খেলার (তিরন্দাজির) অভ্যাস ত্যাগ না করে।[২৯৪]

সুনানুত তিরমিজি গ্রন্থে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

أَلاَ إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ لَكُمُ الأَرْضَ وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ فَلاَ يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা খুব শীঘ্রই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিজিত করবেন এবং তোমাদের নিজেদের ব্যয়ভার সংকুলানের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ সচ্ছলতা অর্জিত হবে)। সুতরাং তিরন্দাজির অনুশীলন হতে তোমাদের কেউ যেন কাতর হয়ে না পড়ে।[২৯৫]

'তিরন্দাজি শিখে ভুলে গেলে সে আমার উম্মতের কেউ নয়'

২৪৪. আবদুর রহমান ইবনু শুমাসা রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ، قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ. قَالَ عُقْبَةُ لَوْلاَ كَلاَمٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ

---

২৯৩ *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৭।

২৯৪ *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৮।

২৯৫ *সুনানুত তিরমিজি* : ৩০৮৩।

أَعَانِهِ. قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ "مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى".

ফুকায়ম লাখমি রা. উকবা ইবনু আমির রা.-কে বললেন, এই বৃদ্ধ বয়সে দুই লক্ষ্যস্থলের মধ্যে বার বার চেষ্টা করে যাচ্ছেন (তিরন্দাজি করছেন), এটা আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, আমি যদি এই একটি কথা রাসুলের মুখে না শুনতাম, তবে এমন কষ্ট করতাম না। ইবনু শুমাসা রাহ. থেকে বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনু শুমাসা রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কথাটি কী? তিনি বললেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তিরন্দাজি শিখল, তারপর তার অভ্যাস ছেড়ে দিলো, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে অবাধ্য হলো।[২৯৬]

শত্রুর উদ্দেশে একটি তির ছুড়লে জাহান্নাম থেকে মুক্তি

২৪৫. আমর ইবনু আবাসা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বৃদ্ধ হবে, কিয়ামতের দিন সেই বার্ধক্য তার জন্য নুর হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তির ছুড়বে, তা শত্রুর গায়ে বিদ্ধ হোক বা না হোক, তার জন্য একটি গোলাম আজাদের অনুরূপ সাওয়াব লিখিত হবে। আর যে ব্যক্তি একজন মুমিন গোলাম আজাদ করবে, তা তার জন্য জাহান্নাম হতে পরিত্রাণের কারণ হবে—(গোলামের) প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে (আজাদকারীর) এক একটি অঙ্গ (নাজাত পাবে)।[২৯৭]

জিহাদে তির ছুড়লে আল্লাহ মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করে দেন

২৪৬. কাব ইবনু মুররা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

---

২৯৬ *সহিহ মুসলিম* : ১৯১৯।

২৯৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৯৬৫।

ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

তোমরা তির ছুড়বে। যে ব্যক্তি শত্রুর দিকে একটি তির ছুড়ল, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা এক স্তর বৃদ্ধি করবেন। ইবনু নাহহাম রা. বললেন, আল্লাহর রাসুল, কীরূপ স্তর? তিনি বললেন, তা তোমার মায়ের ঘরের চৌকাঠ নয়। প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে পার্থক্য হবে ১০০ বছরের।[২৯৮]

আল্লাহ একটি তিরের কারণে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

২৪৭. উকবা ইবনু আমির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلَاثٌ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا". أَوْ قَالَ : "كَفَرَهَا".

একটি তিরের কারণে মহান আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন : (ক) তির প্রস্তুতকারী, যদি সে জিহাদের নেক আশায় তা প্রস্তুত করে। (খ) (যুদ্ধে) তির নিক্ষেপকারী। (গ) নিক্ষেপের উপযোগী করে নিক্ষেপকারীকে সরবরাহকারী। তোমরা তিরন্দাজি ও অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণ নাও। তোমাদের অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণের চেয়ে তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন ধরনের খেলাধুলা অনুমোদিত—কোনো ব্যক্তির তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ প্রদান, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে খেলা-স্ফূর্তি করা এবং তির-ধনুকের প্রশিক্ষণ নেওয়া। যে ব্যক্তি তিরন্দাজি শেখার পর অনাগ্রহবশত তা ছেড়ে দেয়, সে আল্লাহর দেওয়া এক নিয়ামত বর্জন করল। অথবা তিনি বলেছেন, সে এই নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হলো।[২৯৯]

---

২৯৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩১৪৮।

২৯৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫১৩; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬৩৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৪৬, ৩৫৮০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮১১; *সুনানুদ দারিমি* : ২৪৪৯। ইমাম ইবনু কাসির রাহ. বলেন,

গনিমত উত্তম রিজিক

পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য গনিমত ভোগের অনুমতি ছিল না

২৪৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا؟ وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ، فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا، وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا

কোনো একজন নবি[৩০০] জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা রাখে; কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন কোনো ব্যক্তিও না, যে ঘর তৈরি

[روي] من طرق

হাদিসটি অনেক বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। [*জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান* : ৭৫৩২]। শায়খ শুআইব আরনাউত রাহ. বলেন,

حسن بطرقه وشواهده

হাদিসটি তার অন্যান্য বর্ণনাসূত্র ও সমর্থক হাদিসসমূহের কারণে হাসান। [*তাখরিজুল মুসনাদ*: ১৭৩৩৮

৩০০ তিনি ছিলেন ইউশা ইবনু নুন আ.।

করেছে; কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না, যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে এলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ, আপনি সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন সূর্যকে থামিয়ে দেওয়া হলো। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করলেন। তারপর তিনি গনিমত একত্র করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এলো; কিন্তু আগুন তা জ্বালিয়ে দিলো না। নবি আ. তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনিমত) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র হতে একজন যেন আমার নিকট বায়আত করে। সে সময় একজনের হাত নবির হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার নিকট বায়আত করে। এ সময় দু-ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর মাথাপরিমাণ স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিলো। তখন আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। এরপর আল্লাহ আমাদের জন্য গনিমত হালাল করে দিলেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ করেছেন। তাই আমাদের জন্য তা হালাল করে দিয়েছেন।[৩০১]

সহিহ মুসলিম গ্রন্থের বর্ণনায় একটি বাক্য বর্ধিত রয়েছে,

فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا

আমাদের পূর্বে কারও জন্য গনিমতের সম্পদ হালাল করা হয়নি।[৩০২]

‘আমার রিজিক বর্শার ছায়াতলে’

২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

৩০১ *সহিহ বুখারি*: ৩১২৪; *সহিহ মুসলিম*: ১৭৪৭।

৩০২ *সহিহ মুসলিম*: ৭৯২, ১৯১৬, ৩৬২৭।

বর্শার ছায়াতলে আমার রিজিক রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার বিধানের বিরোধিতা করে, তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে।[৩০৩]

গনিমত ভোগের বৈধতা উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্বের অংশ

২৫০. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِي عَلَى الأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ أُمَّتِي عَلَى الأُمَمِ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ

আমাকে আল্লাহ তাআলা সকল নবির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন; অথবা তিনি বলেছেন, সকল উম্মতের ওপর আমার উম্মতকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং গনিমতের সম্পদকে আমাদের জন্য বৈধ করেছেন।[৩০৪]

বদরযুদ্ধের পরে গনিমত ভোগের বৈধতা ঘোষিত হয়

২৫১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا قَالَ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ: فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلاَّ أَبُو هُرَيْرَةَ، الآنَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

তোমাদের পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের লোকদের জন্য গনিমতের সম্পদ বৈধ ছিল না। আকাশ থেকে আগুন নেমে আসত এবং তা পুড়িয়ে ফেলত। বর্ণনাকারী সুলায়মান আমাশ বলেন, আজকের দিনে এ হাদিস আবু হুরায়রা রা. ব্যতীত আর কে বর্ণনা করতে পারে? বদরযুদ্ধ সংঘটিত হলে লোকেরা গনিমতের সম্পদ ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়েন; অথচ গনিমতের সম্পদ তখন পর্যন্ত তাদের জন্য বৈধ ঘোষিত হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'আল্লাহ তাআলার পূর্ব নির্ধারিত বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের ওপর মহা শাস্তি আপতিত হতো।' [সুরা আনফাল : ৬৮][৩০৫]

---

৩০৩ *সহিহ বুখারি* : ৪/৪০।

৩০৪ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৫৩।

৩০৫ *সুনানুত তিরমিজি* : ৩০৮৫।

রাসুলের সর্বোচ্চ গনিমত ছিল ২১০ ভরি রৌপ্যমুদ্রা

২৫২. উম্মু সালামা রা. বর্ণনা করেন,

أَكْثَرُ مَا عَلِمْتُ أُتِيَ بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَالِ بِخَرِيطَةٍ فِيهَا ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

আমি যতটুকু জানি, রাসুলের কাছে সর্বোচ্চ সম্পদ আনা হয়েছিল একটি থলিতে করে, যাতে ছিল ৮০০ রৌপ্যমুদ্রা।[৩০৬]

গনিমত না পেলে পূর্ণ প্রতিদান আখিরাতে পাবে

২৫৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ

যেকোনো বাহিনী—যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করল এবং গনিমত লাভ করল, তারপর নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করল, তারা আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময়ই নগদ পেয়ে গেল। যারা খালি হাতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে এলো, তাদের পুরো বিনিময়ই পাওনা রয়ে গেল।[৩০৭]

৩০৬ *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৫৭৩। ১ দিরহামের ওজন হলো ৩.০৬১৮ গ্রাম। সুতরাং ৮০০ দিরহাম = ২,৪৪৯.৪৪ গ্রাম। বর্তমান আন্তর্জাতিক হিসাবে ১ ভরি = ১১.৬৬৪ গ্রাম হলে ২,৪৪৯.৪৪ গ্রামে হয় ২১০ ভরি।

৩০৭ *সহিহ মুসলিম* : ১৯০৬।

গনিমত বণ্টনের পদ্ধতি

ঘোড়ার দুই অংশ ও আরোহীর এক অংশ

২৫৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

আল্লাহর রাসুল ﷺ গনিমতের সম্পদ থেকে ঘোড়ার জন্য দু-অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছিলেন।[৩০৮]

অর্থাৎ, যাদের ঘোড়া থাকবে তারা মোট তিনটি করে ভাগ পাবে।

২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. বর্ণনা করেন,

ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ

রাসুল ﷺ খায়বারযুদ্ধের পর জুবায়ের ইবনু আওয়ামকে গনিমতের সম্পদ থেকে চার অংশ দেন। এক অংশ তাঁর নিজের, জুবায়রের মা সাফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিব যেহেতু (রাসুলের) নিকটাত্মীয়; সে হিসাবে এক অংশ এবং দুই অংশ ঘোড়ার জন্য।[৩০৯]

২৫৬. আবু আমরা রা. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন,

أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ.

আমরা চার ব্যক্তি রাসুলের কাছে এলাম। আমাদের সঙ্গে একটি ঘোড়াও ছিল। তিনি আমাদের প্রত্যেককে গনিমত থেকে এক ভাগ করে দিলেন; আর ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ দিলেন।[৩১০]

---

৩০৮ *সহিহ বুখারি* : ২৮৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৬২।
৩০৯ *সুনানুন নাসায়ি* : ৩৫৯৫।
৩১০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৩৪।

পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহীর অংশে ব্যবধান

২৫৭. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ

খায়বারযুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ ঘোড়ার দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যের জন্য এক অংশ হিসেবে (গনিমতের) সম্পদ বণ্টন করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, নাফি রাহ. হাদিসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে, সে পাবে তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, সে পাবে এক অংশ।[৩১১]

শরিয়ত-নির্দেশিত খাতে বণ্টনের গুরুত্ব

২৫৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

আমি তোমাদের দানও করি না এবং তোমাদের বঞ্চিতও করি না। আমি তো বণ্টনকারী মাত্র। যেভাবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্দেশপ্রাপ্ত হই, সেভাবে ব্যয় করি।[৩১২]

গনিমতে মজুরির বিনিময়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর ভাগ

২৫৯. ইমাম বুখারি রাহ. বর্ণনা করেন,

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ : يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ.

হাসান বসরি ও ইবনু সিরিন রাহ. বলেন, মজুরি নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারীকেও গনিমতলব্ধ সম্পদ থেকে অংশ প্রদান করা হবে। আতিয়্যা ইবনু কায়স রা. এক ব্যক্তি থেকে একটি ঘোড়া এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, গনিমতলব্ধ সম্পদে প্রাপ্তব্য অংশ অর্ধেক

---

৩১১ *সহিহ বুখারি*: ৪২২৮।

৩১২ *সহিহ বুখারি*: ৩১১৭।

করে বণ্টিত হবে। তিনি ঘোড়াটি বাবদ ৪০০ দিনার পেয়েছিলেন। তখন তিনি ২০০ দিনার নিজে গ্রহণ করেন এবং ২০০ দিনার ঘোড়ার মালিককে প্রদান করেন।[৩১৩]

গনিমতের ক্ষেত্রে আমির সাধারণ মুসলিম অপেক্ষা অধিক হকদার নয়

২৬০. আলি রা. বর্ণনা করেন,

مَرَّتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

একটি সাদাকার উট রাসুলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। তখন তিনি উটের পাশের দিকের একটি পশমের প্রতি ইশারা করে বললেন, এই পশমটির ব্যাপারে আমি একজন সাধারণ মুসলিম অপেক্ষা অধিক হকদার নই।[৩১৪]

গনিমতের সম্পদে সেনাপতির বিশেষ অংশ

২৬১. আয়িশা রা. বলেন,

كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ.

সাফিয়্যা রা. সাফি (অর্থাৎ, সেনাপতির বিশেষ অংশ)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৩১৫]

২৬২. ইয়াজিদ ইবনু আবদিল্লাহ রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ فَقُلْنَا كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ. فَقَالَ أَجَلْ. قُلْنَا نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأْنَاهَا فَإِذَا فِيهَا "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ". فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

৩১৩ *সহিহ বুখারি*, অধ্যায় : ৫৬/১২০।
৩১৪ *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৬৭।
৩১৫ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯৪৪।

আমরা আল-মিরবাদ নামক জায়গায় ছিলাম। তখন উস্কখুস্ক চুলের এক লোক এলো, তার হাতে ছিল একটুকরা লাল চামড়া। আমরা বললাম, তুমি হয়তো কোনো যাযাবর। লোকটি বলল, হ্যাঁ, আমরা বললাম, তোমার হাতের লাল চামড়ার টুকরাটি আমাদের দাও। সে আমাদের তা দিলে আমরা সেটির লেখাগুলো পড়ি। তাতে লেখা ছিল—'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ হতে বনু জুহায়ের ইবনু উকায়েশ গোত্রের লোকদের প্রতি। তোমরা যদি এ সাক্ষ্য প্রদান করো; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর সালাত কায়িম করো, জাকাত দাও এবং গনিমতের সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ দান করো, তা থেকে নবিজির অংশ এবং নেতার অংশ (সাফি) আদায় করো, তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হতে নিরাপত্তা পাবে।' আমরা জিজ্ঞেস করি, এ ফরমান তোমার কাছে কে লিখে পাঠিয়েছে? সে বলল, রাসুল ﷺ।[৩১৬]

গনিমত বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখা

২৬৩. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,

أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَلَكِنِّيْ أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُوْنَهَا.

মনে রেখো, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি আমার সকল বিজিত এলাকা সেভাবে বণ্টন করে দিতাম, যেভাবে নবি ﷺ খায়বার বণ্টন করে দিয়েছিলেন; কিন্তু আমি তা তাদের জন্য গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি, যেন পরবর্তী বংশধরগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারে।[৩১৭]

মন জয়ের উদ্দেশ্যে দান

২৬৪. সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. বর্ণনা করেন,

---

৩১৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯৯৯; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪১৫৭।

৩১৭ *সহিহ বুখারি* : ৪২৩৫।

أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ "أَوْ مُسْلِمًا" قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ "أَوْ مُسْلِمًا". قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ "أَوْ مُسْلِمًا ـ يَعْنِي فَقَالَ ـ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ "أَقْبِلْ أَىْ سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ".

আল্লাহর রাসুল ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। আমি তাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। নবি ﷺ তাদের মধ্য হতে একব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না। অথচ সে ছিল আমার বিবেচনায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। আমি রাসুলের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললাম, অমুকের ব্যাপারে আপনার কী হলো? আমি তো তাকে অবশ্য মুমিন বলে মনে করি। তিনি বললেন, বরং মুসলিম (বলো)। সাআদ রা. বলেন, এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে অবশ্য মুমিন বলে মনে করি। তিনি বললেন, বরং মুসলিম। এবারও কিছুক্ষণ নীরব রইলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কী হলো? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে মনে করি। নবি ﷺ বললেন, বরং মুসলিম! এভাবে তিনবার বললেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, আমি একজনকে দিয়ে থাকি; অথচ অন্য ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয়—এই আশঙ্কায় যে, তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।... এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ আমার কাঁধে হাত

রেখে বললেন, হে সাআদ, অগ্রসর হও। আমি সে লোকটিকে (এখন) অবশ্যই দেবো।[৩১৮]

২৬৫. আমর ইবনু তাগলিব রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ" أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ". فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ.

রাসুলের নিকট কিছু মাল বা কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দি উপস্থিত করা হলে তিনি তা বণ্টন করে দিলেন। বণ্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ দিলেন। এরপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, যাদের তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, হামদ ও সালাতের পর কথা হলো, আল্লাহর শপথ, আমি কোনো লোককে দিই আর কোনো লোককে দিই না। যাকে আমি দিই না, সে আমার নিকট যাকে আমি দিই তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তবে আমি এমন লোককে দিই, যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই; আর কিছু লোককে—আল্লাহ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন—তাদের সে অবস্থার ওপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আমর ইবনু তাগলিব একজন। বর্ণনাকারী আমর ইবনু তাগলিব রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীর আমি লাল উটও[৩১৯] পছন্দ করি না।[৩২০]

---

৩১৮ *সহিহ বুখারি* : ১৪৭৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৫০। অর্থাৎ, কাফিরদের ইসলামের দিকে আকর্ষিত করতে রাসুল ﷺ দান করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাদের ভালোবাসেন; বরং ইসলামের সূচনালগ্নে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরকে ইসলামের দিকে আকর্ষিত করতে এই বিধান দিয়ে রেখেছিলেন; পরবর্তীকালে যার ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায়।

৩১৯ তৎকালে আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

৩২০ *সহিহ বুখারি* : ৯২৩।

দারুল হারবে খাবার পাওয়া গেলে তার বিধান

২৬৬. আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

আমরা খায়বারদুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোনো এক লোক একটি থলে ফেলে দিলো; তাতে কিছু চর্বি ছিল। আমি তা নিতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ দেখি যে, নবি ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। এতে আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম।[৩২১]

২৬৭. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন,

كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ.

আমরা যুদ্ধের সময় মধু ও আঙুর লাভ করতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম, জমা রাখতাম না।[৩২২]

২৬৮. মুহাম্মাদ ইবনু আবি মুজালিদ রাহ. বর্ণনা করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ - يَعْنِي الطَّعَامَ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলের যুগে কি আপনারা খাদ্যদ্রব্য থেকেও এক-পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে) বের করতেন? এক সাহাবি বললেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমরা খাদ্যদ্রব্য পেয়েছিলাম। সে সময় লোকজন এসে তাদের প্রয়োজনমতো খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। (অর্থাৎ তা আর ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি।)[৩২৩]

২৬৯. আবদুর রহমান ইবনু গানাম রাহ. বর্ণনা করেন,

رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا

---

৩২১ *সহিহ বুখারি*: ৩১৫৩; *সহিহ মুসলিম*: ১৭৭২।

৩২২ *সহিহ বুখারি*: ৩১৫৪।

৩২৩ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৭০৪।

غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مُعَاذٌ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ.

আমরা শুরাহবিল ইবনুস সিম্ত রা.-এর নেতৃত্বে কিন্নাসরিন শহর অবরোধ করি। তা বিজিত হলে সেখানে কিছু মেষ ও গরু গনিমত হিসেবে লাভ হলো। তিনি এর একটি অংশ আমাদের মধ্যে বণ্টন করে বাকি অংশ গনিমতের খাতে রেখে দিলেন। পরে আমি মুআজ ইবনু জাবাল রা.-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। তিনি বললেন, আমরা রাসুলের সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমরা কিছু মেষ পেলাম। রাসুল ﷺ তার একটা অংশ আমাদের মাঝে বণ্টন করেন এবং বাকি অংশ গনিমতের খাতে রেখে দেন।[৩২৪]

দারুল হারবে মুসলমানদের হারানো সম্পদ পাওয়া গেলে তা মূল মালিক পাবে

২৭০. নাফি রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوْهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ

ইবনু উমর রা.-এর একটি গোলাম পালিয়ে গিয়ে রোমের মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. রোম জয় করেন। তখন তিনি সে গোলামটি আবদুল্লাহ (ইবনু উমর) রা.-কে ফেরত দিয়ে দেন। এ ছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমে চলে যায়। তারপর উক্ত এলাকা মুসলিমদের দখলে এলে তারা ঘোড়াটি ইবনু উমর রা.-কে ফেরত দিয়ে দেন।[৩২৫]

আমির চাইলে নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা দিতে পারেন

২৭১. আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন,

৩২৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭০৭।

৩২৫ *সহিহ বুখারি* : ৩০৬৮।

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﷺ لاَهَا اللهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ" صَدَقَ". فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرِفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ.

হুনাইনের বছর আমরা রাসুলের সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হলো। এমন সময় আমি এক মুশরিককে দেখতে পেলাম, সে একজন মুসলমানের ওপর চেপে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনে এসে তরবারি দ্বারা তার ঘাড়ের রগে আঘাত হানলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে এমনভাবে জাপটে ধরল যে, আমি তাতেই মৃত্যুর আশঙ্কা করলাম। পরক্ষণে মৃত্যু তাকেই পেয়ে বসল আর আমাকে ছেড়ে দিলো। এরপর আমি উমর রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কী হয়েছে? উমর রা. বললেন, আল্লাহর হুকুম। তারপর লোকজন ফিরে এলো এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ বসলেন। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর প্রমাণ রয়েছে, নিহতের কাছে পাওয়া মাল-সামান তারই (হত্যাকারীরই) প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রাসুল ﷺ আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট হতে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি

দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ, যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। আল্লাহর রাসুল ﷺ তৃতীয়বার এরূপ বললেন। আমি আবার দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, হে আবু কাতাদা, তোমার কী হয়েছে? আমি তখন পুরো ঘটনা বললাম। তখন একজন বলে উঠল, আল্লাহর রাসুল, আবু কাতাদা ঠিক বলেছে। সে ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ হতে একে সম্মত করিয়ে দিন (যাতে মাল-সামানগুলো আমারই থাকে)। তখন আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন, কখনো না, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুল ﷺ কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে হতে কোনো সিংহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসুল ﷺ নিহত ব্যক্তির মাল-সামান তোমাকে দিয়ে দেবেন! তখন নবি ﷺ বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। ফলে আল্লাহর রাসুল ﷺ তা আমাকে প্রদান করলেন। আমি তা হতে একটি বর্ম বিক্রি করে বনু সালামায় একটি বাগান কিনে নিই। এটাই ইসলামে প্রবেশের পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি পেয়েছিলাম।[৩২৬]

২৭২. আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ - يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ- "مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ قَالَتْ أَرَدْتُ وَاللهِ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ ঘোষণা দিলেন, কেউ কোনো কাফিরকে হত্যা করলে সে-ই হবে নিহতের মালপত্রের অধিকারী। সেদিন আবু তালহা রা. ২০ জনকে হত্যা করে তাদের মালপত্রের অধিকারী হন। যুদ্ধ চলাকালে উম্মু সুলায়মের সঙ্গে আবু তালহা রা.-এর দেখা হয়। তখন উম্মু সুলায়ম রা.-এর হাতে একটি বড় খঞ্জর[৩২৭] ছিল। আবু তালহা রা. বললেন, হে উম্মু সুলায়ম, আপনার হাতে এটা

---

৩২৬ *সহিহ বুখারি* : ৩১৪২।

৩২৭ ইমাম আবু দাউদ রা. বলেন,

وَكَانَ سِلاَحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ.

সে সময়ে খঞ্জর ছিল অনারবদের যুদ্ধাস্ত্র।

কী? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি তাদের (কাফিরদের) কেউ আমার কাছে আসে, এটা দিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলব। আবু তালহা রা. ঘটনাটি রাসুল ﷺ-কে জানালেন।[৩২৮]

নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত জিনিস হত্যাকারী মুজাহিদকে দিলে তাতে খুমুস নেই

২৭৩. আওফ ইবনু মালিক আশজায়ি ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ.

রাসুল ﷺ নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র হত্যাকারীকে দেওয়ার হুকুম করেন এবং তিনি নিহতের মালে (বায়তুলমালের জন্য) খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ধার্য করেননি।[৩২৯]

মুজাহিদদের পুরস্কৃত করা

২৭৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا إِبِلًا كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا

আল্লাহর রাসুল ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনিমত হিসেবে তাঁরা বহু উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে ১১টি কিংবা ১২টি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদের পুরস্কার হিসেবে আরও একটি করে উট দেওয়া হয়।[৩৩০]

বাহিনীর বিশেষ কাউকে পুরস্কার দেওয়া

২৭৫. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ

৩২৮ সুনানু আবি দাউদ : ২৭১৮।

৩২৯ সুনানু আবি দাউদ : ২৭২১।

৩৩০ সহিহ বুখারি : ৩১৩৪; সহিহ মুসলিম : ১৭৪৯।

আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁর পাঠানো সেনাদলে কিছু কিছু ব্যক্তিকে সাধারণ সৈন্যদের প্রাপ্য অংশের চেয়ে অতিরিক্ত দান করতেন।[৩৩১]

পুরস্কার হিসেবে সুন্দরী নারী

২৭৬. সালামা রা. বর্ণনা করেন,

غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ الْقِشْعُ النَّطَعُ - مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ". فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ.

আমরা ফাজারা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম। আবু বকর রা. ছিলেন আমাদের আমির। রাসুল ﷺ তাঁকে আমাদের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। যখন আমাদের এবং পানির স্থানের মাঝে এক ঘণ্টার দূরত্ব ছিল, তখন আবু বকর রা. আমাদের (রাতের শেষের দিকে সেখানে অবতরণের) নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমরা রাতের শেষাংশেই সেখানে অবতরণ করলাম। এরপর তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পানির নিকট পৌঁছালেন। আর যাদের তাঁর বিরুদ্ধে পেলেন হত্যা এবং বন্দি করলেন। আমি লোকদের একটি দলকে দেখতে পাচ্ছিলাম যাদের মধ্যে শিশু ও নারী রয়েছে। আমি

৩৩১ *সহিহ বুখারি*: ৩১৩৫; *সহিহ মুসলিম*: ১৭৫০।

আশঙ্কা করছিলাম যে, তারা হয়তো-বা আমার আগেই পাহাড়ে পৌঁছে যাবে। অতএব, আমি তাদের ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় তির নিক্ষেপ করলাম। তারা তির দেখতে পেয়ে থেমে গেল। তখন আমি তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম। তাদের মাঝে চামড়ার পোশাক পরিহিত বনু ফাজারার একজন মহিলা ছিল, যার সঙ্গে তার এক কন্যাও ছিল। সে ছিলো আরবের অন্যতম সেরা সুন্দরী। আমি সকলকেই হাঁকিয়ে আবু বকর রা.-এর কাছে নিয়ে এলাম। আবু বকর রা. মহিলার সেই কন্যাকে পুরস্কার হিসেবে আমার নিকট সোপর্দ করলেন। এরপর আমি মদিনায় ফিরে এলাম। আমি তখনো তার পোশাক অনাবৃত করিনি (অর্থাৎ সহবাস করিনি)। পরে বাজারে আমার সঙ্গে রাসুলের সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, হে সালামা, তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাআলার কসম, তাকে আমার অত্যধিক পছন্দ হয়েছে এবং এখনো আমি তার পরন খুলে দেখিনি। পরের দিন আবারও বাজারে আমার সঙ্গে রাসুলের সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে সালামা, তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়ে দাও। আল্লাহ তোমার পিতার কল্যাণ করুন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম, সে আপনার জন্যই। আমি এখনো তার পোশাক খুলিনি। তারপর আল্লাহর রাসুল ﷺ ওই কন্যাটিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে কয়েকজন মুসলিম বন্দিকে মুক্ত করে আনলেন, যাঁরা মক্কায় ইতিপূর্বে বন্দি ছিলেন।[৩৩২]

রাসুল ﷺ যেভাবে পুরস্কার দিতেন

২৭৭. হাবিব ইবনু মাসলামা ফিহরি রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ.

রাসুল ﷺ গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করতেন।[৩৩৩]

২৭৮. হাবিব ইবনু মাসলামা ফিহরি রা. বর্ণনা করেন,

---

৩৩২ *সহিহ মুসলিম* : ১৭৫৫।

৩৩৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৪৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৫১; *সুনানুদ দারিমি* : ২৫৬২।

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ.

রাসুল ﷺ এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্ট মালের এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত হিসেবে দান করতেন এবং যুদ্ধ হতে ফেরার পর এক-পঞ্চমাংশ পৃথক রেখে অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ তাদের অতিরিক্ত দান করতেন।[৩৩৪]

২৭৯. হাবিব ইবনু মাসলামা ফিহরি রা. বর্ণনা করেন,

شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ.

আমি নবিজির সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রথমে গনিমত থেকে (এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর বাকি সম্পদের) এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত দিতেন এবং যুদ্ধশেষে ফেরার পথে এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত দিতেন।[৩৩৫]

২৮০. আমর ইবনু শুয়াইব তাঁর বাবা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন,

لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ قَالَ رَجَاءٌ فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لَهُ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ فَقَالَ عَمْرٌو أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولٍ

রাসুলের পর আর কোনো পুরস্কার (অতিরিক্ত) দেওয়া যাবে না। শক্তিশালী মুসলমানরা দুর্বল মুসলমানদেরকে গনিমতের সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী রাজা রাহ. বলেন, আমি সুলায়মান ইবনু মুসাকে বলতে শুনেছি, মাকহুল আমাকে হাবিব ইবনু মাসলামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবি ﷺ যুদ্ধের প্রথমভাগের অর্জিত গনিমতের সম্পদের এক-চতুর্থাংশ এবং শেষভাগে অর্জিত গনিমতের এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কারস্বরূপ দিতেন। আমর রা. বলেন, আমি যেখানে তোমাকে আমার পিতা ও দাদার সূত্রে হাদিস শোনাচ্ছি, সেখানে তুমি আমাকে মাকহুলের সূত্রে হাদিস শোনাচ্ছ![৩৩৬]

---

৩৩৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ১৭৪৯।

৩৩৫ *সুনানু আবি দাউদ* : ১৭৫০।

৩৩৬ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৫৩।

এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণের পরই অতিরিক্ত দেওয়া যায়

২৮১. আবু জুওয়াইরিয়া জারমি রাহ. বর্ণনা করেন,

أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لاَ نَفْلَ إِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ". لأَعْطَيْتُكَ. ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ.

আমি মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে রোম এলাকায় স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) ভরতি লাল রঙের একটি কলস পাই। এ সময়ে আমাদের সেনাপতি ছিলেন সুলায়ম গোত্রের মা'ন ইবনু ইয়াজিদ রা. নামক নবিজির এক সাহাবি। আমি কলসটি নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি সৈনিকদের মধ্যে দিনারগুলো ভাগ করে দিলেন। তিনি অন্যদের মতো আমাকেও এক ভাগ দিলেন। তিনি বললেন, আমি যদি রাসুল ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনতাম, 'এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণের পরই অতিরিক্ত দেওয়া যায়', তাহলে আমি তোমাকে অতিরিক্ত দিতাম। তারপর তিনি তাঁর অংশ থেকে আমাকে কিছু দিতে চাইলে আমি নিতে অসম্মতি জানাই।[৩৩৭]

ফাইয়ের বিধান

ফাই পুরোটাই বায়তুলমালের প্রাপ্য

২৮২. উমর রা. বর্ণনা করেন,

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

বনু নাজিরের সম্পদ আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-কে 'ফাই'[৩৩৮] হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলমানরা ঘোড়া বা সওয়ারি চালনা করেনি। এ কারণে তা রাসুলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ সম্পদ থেকে নবি ﷺ তাঁর পরিবারকে একবছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতিকল্পে হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদি খাতে ব্যয় করতেন।[৩৩৯]

---

৩৩৮ ফাই : লড়াই ছাড়া অমুসলিমদের থেকে অর্জিত সম্পদকে ফাই বলা হয়। ফাইয়ের পুরোটাই বায়তুলমালের অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ তাঁর রাসুলকে তাদের যে সম্পদ ফাই হিসেবে দান করেছেন, তার জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছ, না উট; কিন্তু আল্লাহ নিজ রাসুলগণকে যার ওপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে অন্যান্য জনপদবাসীদের থেকে ফাই হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, রাসুলের আত্মীয়বর্গের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য, যাতে সে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মধ্যেই শুধু হাতবদল হতে না থাকে। রাসুল তোমাদের যা দেয়, তা গ্রহণ করো আর তোমাদের যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' [সুরা হাশর : ৬-৭] আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ফাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে আর এক-পঞ্চমাংশে ভাগ করা হবে না; বরং এর পুরোটাই বায়তুলমালে প্রদান করা হবে।

৩৩৯ *সহিহ বুখারি* : ২৯০৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৫৭।

ফাই শুধু রাসুলের জন্য নির্ধারিত ছিল

২৮৩. মালিক রাহ. বর্ণনা করেন,

بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مَالِكُ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي. قَالَ اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلاَ فَسَلَّمَا فَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. قَالَ عُمَرُ تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا اللهَ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالاَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ـ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيرٌ﴾ ـ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ أَعْطَاكُمُوهُ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ

حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا - يُرِيدُ عَلِيًّا - يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ قَالاَ نَعَمْ. قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا.

একবার আমি আমার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বসা ছিলাম। যখন রোদ প্রখর হলো, তখন উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এর দূত আমার নিকট এসে বলল, আমিরুল মুমিনিন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওনা হয়ে উমর রা.-এর নিকট পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর বসে রয়েছেন, যাতে কোনো বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালিক, তোমার গোত্রের কিছু লোক আমার নিকট এসেছে। আমি

তাদের জন্য সামান্য পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি বললাম, আমিরুল মুমিনিন, এ কাজটির জন্য আমাকে ব্যতীত যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন! তিনি বললেন, ওহে, তুমি তা গ্রহণ করো। আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান ইবনু আফফান, আবদুর রাহমান ইবনু আউফ, জুবায়ের (ইবনু আওয়াম) ও সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. আপনার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমর রা. বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। ইয়ারফা ক্ষণিক পরে এসে বলল, আলি ও আব্বাস রা. আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। উমর রা. বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তারপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম দিলেন এবং বসে পড়লেন। আব্বাস রা. বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বনু নাজিরের সম্পদ হতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তারা উভয়ে বিরোধ করছিলেন। উসমান রা. ও তাঁর সাথিগণ বললেন, হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনিন, এঁদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন হতে মুক্ত করে দিন। উমর রা. বললেন, একটু থামুন। আমি আপনাদের সে মহান সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও জমিন আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসুল ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবিগণের) মিরাস বণ্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদাকারূপে গণ্য হয়। এর দ্বারা আল্লাহর রাসুল ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। উসমান রা. ও তাঁর সাথিগণ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল ﷺ এমন বলেছেন। তারপর উমর রা. আলি এবং আব্বাস রা.-এর প্রতি লক্ষ করে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা কি জানেন যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ এমন বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন বলেছেন। উমর রা. বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা ফাইয়ের সম্পদ হতে স্বীয় রাসুল ﷺ-কে বিশেষভাবে দান করেছেন, যা তিনি ব্যতীত কাউকেই দান করেননি। এরপর উমর রা. এই

আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—'আর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ -কে তাদের অর্থাৎ ইয়াহুদিদের নিকট হতে যে ফাই দিয়েছেন, এর জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি। আল্লাহ তাআলাই তো যাদের ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসুলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। [সুরা হাশর : ৬] সুতরাং এসকল সম্পত্তি বিশেষত রাসুলের জন্য নির্ধারিত ছিল; কিন্তু আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুল ﷺ এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি হতে যা উদ্‌বৃত্ত রয়ে যেত, তা থেকে রাসুল ﷺ নিজ পরিবার-পরিজনের বার্ষিক খরচ নির্বাহ করতেন। তারপর যা অবশিষ্ট থাকত, তা আল্লাহর সম্পদে জমা করে দিতেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ আজীবন এরূপই করেছেন। আপনাদের আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি তা জানেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি। তারপর উমর রা. আলি ও আব্বাস রা.-কে লক্ষ করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি এ বিষয়ে অবগত আছেন? এরপর উমর রা. বললেন, তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিজিকে ওফাত দিলেন। তখন আবু বকর রা. বললেন, আমি আল্লাহর রাসুলের পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ কথা বলে তিনি এসকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ এ সবের আয়-উৎপাদন যেসব কাজে ব্যয় করতেন, সেসব কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তাআলা জানেন যে, তিনি এ ক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা আবু বকর রা.-কে ওফাত দেন। এখন আমি আবু বকর রা.-এর পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু-বছর এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা আল্লাহর রাসুল ﷺ ও আবু বকর রা. যা যা করতেন তা করেছি। আল্লাহ তাআলাই জানেন যে, আমি এ ক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রয়েছি। তারপর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই, আপনাদের ব্যাপার একই। হে আব্বাস, আপনি আমার

নিকট আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবি নিয়ে এসেছেন আর আলিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তিনি আমার নিকট তাঁর স্ত্রীর বরাতে পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আমরা নবিগণের সম্পদ বণ্টিত হয় না। আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদাকারূপে গণ্য হয়।' তারপর আমি সংগত মনে করেছি যে, এ সম্পত্তি আপনাদের দায়িত্বে ছেড়ে দেবো। এখন আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা যদি চান তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট সমর্পণ করে দেবো এ শর্তে যে, আপনাদের ওপর আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকবে, আপনারা এ সম্পত্তির আয়-আমদানি সেসব কাজে ব্যয় করবেন, যেসব কাজে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আবু বকর ও আমি আমার খিলাফতকালে এ যাবৎ ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলছেন, এ সম্পত্তি আমাদের নিকট দিয়ে দিন। আমি উক্ত শর্তের ওপর আপনাদের প্রতি সমর্পণ করেছি। আপনাদের (উসমান রা. ও তাঁর সাথিগণকে) উদ্দেশ্য করে আমি আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, বলুন তো আমি কি তাঁদের এ শর্তে এই সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তারপর উমর রা. আলি ও আব্বাস রা.-এর প্রতি লক্ষ করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, বলুন তো, আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর রা. বললেন, আপনারা কি আমার নিকট এ ছাড়া অন্য কোনো মীমাংসা চান? আল্লাহর কসম, যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এ ব্যাপারে এর বিপরীত কোনো মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অক্ষম হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ হতে এ সম্পত্তির দেখাশোনার জন্য আমিই যথেষ্ট।[৩৪০]

গনিমতের মতো ফাই এক-পঞ্চমাংশে ভাগ হবে না

২৮৪. হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ রা. বর্ণনা করেন,

---

৩৪০ *সহিহ বুখারি*: ৩০৯৪।

أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

তোমরা যেকোনো জনপদে এসে অবস্থান করবে, সেখান থেকে (প্রাপ্ত ফাইয়ের) এক অংশ পাবে। আর যেকোনো জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করবে, (অর্থাৎ, যুদ্ধ করবে) তবে তার (সম্পদের) এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের জন্য।[৩৪১]

ফাইয়ের একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র রাসুলের বৈশিষ্ট্য

২৮৫. মালিক ইবনুল আওস ইবনু হাদাসান রাহ. বর্ণনা করেন,

كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لأَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

উমর রা. নিজ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি পেশ করে বললেন, কেবল রাসুলের জন্য ফাইয়ের সম্পদে তিনটি বিশেষ অংশ ছিল : বনু নাজির, খায়বার ও ফাদাক। বনু নাজির এলাকা থেকে প্রাপ্ত আয় দৈনন্দিনের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করা হতো। ফাদাক থেকে অর্জিত আয় মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা হতো। খায়বার এলাকার আয়কে রাসুল ﷺ তিন ভাগে ভাগ করেছেন। দুই অংশ মুসলিমদের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হতো এবং অপর অংশ দ্বারা তাঁর পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা হতো। আর অবশিষ্ট অংশ গরিব মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করা হতো।[৩৪২]

ফাই থেকে আজাদকৃত গোলামদের অংশ প্রদান

২৮৬. জায়েদ ইবনু আসলাম রাহ. বর্ণনা করেন,

---

৩৪১ *সহিহ মুসলিম* : ১৭৫৬।

৩৪২ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯৬৭।

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. মুআবিয়া রা.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। মুআবিয়া রা. বললেন, হে আবু আবদির রহমান, আপনার প্রয়োজন বলুন। তিনি বললেন, আজাদকৃত গোলামদের ভাগ প্রদানের ব্যবস্থা করুন। কেননা, আমি রাসুল ﷺ-কে দেখেছি, তাঁর কাছে ফাইলব্ধ সম্পদ এলে সেখান থেকে প্রথমে আজাদকৃত গোলামদের অংশ দিতেন।[৩৪৩]

২৮৭. আয়িশা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالأَمَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي ﷺ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

নবিজির নিকট একটি আংটির থলে আনা হলে তিনি স্বাধীন নারী ও বাঁদিদের মধ্যে তা বন্টন করেন। আয়িশা রা. বলেন, আমার পিতা স্বাধীন পুরুষ ও ক্রীতদাসদের মাঝে ফাই বণ্টন করে দিতেন।[৩৪৪]

বিবাহিতদের জন্য দু-ভাগ এবং অবিবাহিতদের জন্য এক ভাগ

২৮৮. আওফ ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا. زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا.

যখন রাসুলের কাছে ফাইলব্ধ সম্পদ আসত, তিনি ওই দিনই তা বণ্টন করতেন। তিনি বিবাহিতদের দু-ভাগ এবং অবিবাহিতদের এক ভাগ দিতেন। ইবনুল মুসাফফার বর্ণনায় রয়েছে, আমাদের ডাকা হলো, আর আমাকে আম্মারের পূর্বে ডাকা হলো। আমাকে ডেকে তিনি দুই ভাগ দিলেন। কেননা আমার পরিবার ছিল। আমার পর

৩৪৩ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৯৫১।
৩৪৪ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৯৫২।

আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে ডাকা হলো। (অবিবাহিত বলে) তাঁকে এক ভাগ দেওয়া হলো।[৩৪৫]

ফাইয়ের সম্পদ যাদের প্রাপ্য

২৮৯. জুহরি রাহ. বর্ণনা করেন,

قَالَ عُمَرُ ﴿وَمَآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ﴾. قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا ﴿مَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَلِلۡفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُخۡرِجُوا مِنۡ دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ. وَالَّذِينَ جَآءُوا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾ فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ

উমর রা. বলেছেন, (মহান আল্লাহর বাণী) ‘আর যা কিছু আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদিদের) থেকে তাঁর রাসুলকে ফাই হিসেবে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছ, না উট; কিন্তু আল্লাহ নিজ রাসুলগণকে যার ওপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের ওপরই ক্ষমতাবান।’ [সুরা হাশর : ৬] উমর রা. বলেন, উরাইনাহ, ফাদাক ইত্যাদি এলাকা রাসুলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তাঁর রাসুলকে অন্যান্য জনপদবাসীদের থেকে ফাই হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসুলের এবং (রাসুলের) আত্মীয়বর্গের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য...। তা ছাড়া ফাইয়ের সম্পদ সেই গরিব মুহাজিরদের প্রাপ্য, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও অর্থসম্পদ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে...। এবং ফাইয়ের সম্পদ তাদেরও প্রাপ্য, যারা আগে থেকেই এ নগরে (অর্থাৎ মদিনায়) ইমানের সঙ্গে অবস্থানরত আছে। এবং ফাইয়ের সম্পদ তাদেরও প্রাপ্য, যারা তাদের (মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে[৩৪৬]...।’ [সুরা হাশর : ৭-১০] এ আয়াতগুলো সকল লোককে

৩৪৫ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯৫৩।

৩৪৬ এর দ্বারা এক তো যারা সাহাবিগণের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন বা তাঁদের পরে ইসলাম গ্রহণ

অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমন কোনো মুসলিম নেই, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে যার অধিকার নেই। আইয়ুব রাহ. বলেন, অথবা বর্ণনাকারী 'অধিকার'-এর স্থলে 'অংশ' শব্দ বলেছেন। হ্যাঁ, তোমাদের কতিপয় ক্রীতদাস এ থেকে বাদ পড়েছে।[৩৪৭]

করেছেন, তাদের বোঝানো হয়েছে। তাদেরও ফাই থেকে অংশ দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত এর অর্থ এটাও যে, ফাইয়ের যে পরিমাণ বায়তুলমালে সংরক্ষিত থাকবে, তা পরবর্তীকালের মুসলিমদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এ আয়াতের ভিত্তিতেই ইরাকের জমি-জিরাত মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন না করে তার ওপর খারাজ (কর) ধার্য করেছিলেন। যাতে তা বায়তুলমালে জমা হয়ে সমস্ত মুসলিমের কাজে আসে।

৩৪৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯৬৬; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪১৫৯।

গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ

গনিমত আত্মসাতের ভয়াবহ শাস্তি

২৯০. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً إِلاَّ الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

আমরা রাসুলের সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধের দিন বের হলাম। আমরা মাল, আসবাবপত্র ও কাপড়চোপড় ছাড়া সোনা বা রুপা গনিমত হিসেবে পাইনি। জুবায়েব গোত্রের রিফাআ ইবনু জায়েদ নামের এক লোক রাসুল ﷺ-কে একটি গোলাম হাদিয়া দিলেন, যার নাম ছিল মিদআম। রাসুল ﷺ ওয়াদিউল কুরার দিকে রওনা হলেন। তিনি যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলেন, তখন মিদআম রাসুলের সওয়ারির হাওদা থেকে মালপত্র নামাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি তির এসে তার গায়ে বিঁধল এবং তাতে সে মারা গেল। লোকেরা বলল, সে জান্নাত লাভ করুক। তখন রাসুল ﷺ বললেন, কখনো না, কসম ওই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, খায়বারের যুদ্ধের দিন গনিমতের সম্পদ থেকে বণ্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে নিয়ে গিয়েছিল, তার গায়ে

তা আগুনের শিখা হয়ে জ্বলবে। যখন লোকেরা এটা শুনল, তখন এক লোক (গনিমত হতে পূর্ব-আত্মসাৎকৃত) একটি বা দুটি ফিতা নিয়ে নবিজির কাছে এসে হাজির হলো। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে জাহান্নামের একটি ফিতা বা জাহান্নামের দুটি ফিতা।[৩৪৮]

আত্মসাৎকৃত সম্পদ মানুষ কিয়ামতের দিন বয়ে বেড়াবে

২৯১. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ

নবি ﷺ একদা আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি এই অপরাধের ভীষণতা ও ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, সে তার কাঁধে বকরি বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তার কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ওই ব্যক্তি আমাকে বলবে, আল্লাহর রাসুল, আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট, যা চিৎকার করছে। সে আমাকে বলবে, আল্লাহর রাসুল, একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধনদৌলত এবং আমাকে বলবে, আল্লাহর রাসুল,

৩৪৮ *সহিহ বুখারি* : ৬৭০৭; *সহিহ মুসলিম* : ১১৫।

আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরা, যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, আল্লাহর রাসুল, আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।[৩৪৯]

গনিমত আত্মসাৎকারী নবির খাদিম হলেও তার পরিণতি জাহান্নাম

২৯২. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ كَرْكَرَةُ يَعْنِيْ بِفَتْحِ الْكَافِ وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا

এক ব্যক্তি নবিজির পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরা নামে ডাকা হতো। একদিন সে মারা গেল। আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, সে জাহান্নামি! লোকেরা তাকে দেখতে গেল আর তারা একটি আবা[৩৫০] পেল, যা সে আত্মসাৎ করেছিল। আবু আবদুল্লাহ রাহ. বলেন, ইবনু সালাম রাহ. বলেছেন, তার নামের উচ্চারণ হবে কারকারা।[৩৫১]

গনিমত আত্মসাৎকারীরা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে

২৯৩. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বর্ণনা করেন,

لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ". قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ "أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ".

---

৩৪৯ *সহিহ বুখারি* : ৩০৭৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৩১।

৩৫০ এক প্রকার ঢিলা জামা।

৩৫১ *সহিহ বুখারি* : ৩০৭৪।

খায়বারযুদ্ধের দিন রাসুলের একদল সাহাবি এসে বলতে লাগলেন অমুক অমুক শহিদ হয়েছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সে-ও শহিদ হয়েছে। রাসুল ﷺ বললেন, কখনোই না। গনিমতের সম্পদ থেকে চাদর আত্মসাতের কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি। তারপর রাসুল ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, যাও লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও, 'জান্নাতে কেবল প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে'। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, 'শুনে রেখো, কেবল প্রকৃত মুমিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৩৫২]

বণ্টনের পূর্বে গনিমতের সম্পদ ব্যবহার নিষেধ

২৯৪. রুওয়াফি ইবনু সাবিত আনসারি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ইমান রাখে, সে যেন (বণ্টনের পূর্বে) মুসলিমদের যুদ্ধলব্ধ পশুর পিঠে না চড়ে, অবশেষে সে তা দুর্বল ও শীর্ণ করে ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ইমান রাখে, সে যেন মুসলিমদের গনিমতের কাপড় না পরে, অবশেষে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়।[৩৫৩]

বণ্টনের পূর্বে গনিমতের সম্পদ বিক্রয় নিষেধ

২৯৫. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.

গনিমতের সম্পদ ভাগ করার আগে তা বিক্রয় করতে রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন।[৩৫৪]

---

৩৫২ *সহিহ মুসলিম* : ১১৪।

৩৫৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৫৯, ২৭০৮; *সুনানুদ দারিমি* : ২৫৩১।

৩৫৪ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৬৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২১৯৬। একই মর্মের হাদিস বর্ণিত হয়েছে—

লুণ্ঠন নিষেধ

২৯৬. আবু লাবিদ রাহ. বর্ণনা করেন,

كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَى. فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.

আমরা এক অভিযানে কাবুল নামক জায়গায় আবদুর রহমান ইবনু সামুরা রা.-এর সঙ্গী হই। গনিমত সংগ্রহের সুযোগ এলে লোকেরা তা লুটে নেয়। আবদুর রহমান রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রাসুল ﷺ-কে গনিমত বণ্টনের পূর্বে তা থেকে কিছু নিতে নিষেধ করতে শুনেছি। তখন লোকেরা যা নিয়েছিল, তা ফেরত দিলো। পরে তিনি সেগুলো তাঁদের মধ্যে (যথারীতি) বণ্টন করে দিলেন।[৩৫৫]

২৯৭. আসিম ইবনু কুলায়ব রাহ. তাঁর পিতা সূত্রে জনৈক আনসারি সাহাবি রা. থেকে বর্ণনা করেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ". أَوْ "إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ".

একদা আমরা রাসুলের সঙ্গে এক সফরে বের হই। লোকেদের ভীষণ ক্ষুধা পেয়ে বসল। ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক ছাগল তাদের হস্তগত হলো; কিন্তু বণ্টনের পূর্বেই তারা সেগুলো লুটে নেয়। আমাদের হাঁড়িগুলোতে গোশত টগবগ করে ফুটছিল—এমন সময় রাসুল ﷺ তাঁর ধনুকে ভর দিয়ে এখানে উপস্থিত হলেন এবং ধনুক দিয়ে গোশতের হাঁড়ি উলটিয়ে ফেলে দিয়ে তা ধুলাবালির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এই লুটের মাল মৃত জন্তুর চেয়ে কিছু কম নয়। অথবা বলেছেন, মৃত জন্তু এই লুটের মালের চেয়ে মোটেও কম নয়।[৩৫৬]

২৯৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

(বণ্টনের পূর্বে গনিমতের সম্পদ) যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৩৫৭]

২৯৯. সালাবা ইবনু হাকাম রা. বর্ণনা করেন,

أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ".

আমরা শত্রুপক্ষের মেষপালের নাগাল পেয়ে তা লুট করলাম। তারপর আমরা সেগুলোর গোশত পাতিলে করে রান্না করছিলাম। এমতাবস্থায় নবি ﷺ পাতিলগুলো অতিক্রমকালে (সেগুলো উলটে) ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলে তা উলটে ফেলে দেওয়া হলো। তারপর তিনি বললেন, লুটতরাজ করা হালাল নয়।[৩৫৮]

গনিমত আত্মসাৎকারীদের ব্যাপারে রাসুলের কঠোরতা

৩০০. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَقَالَ "أَسَمِعْتَ بِلاَلاً يُنَادِي". ثَلاَثًا. قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ". فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ "كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ".

রাসুল ﷺ গনিমতের সম্পদ একত্র করতে বিলাল রা.-কে ঘোষণা করার নির্দেশ দিতেন। তিনি ঘোষণা দিলে লোকেরা তাদের গনিমত নিয়ে এসে জমা করত। তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করে দিতেন। একদা এক ব্যক্তি গনিমত বণ্টনের পর পশমের একটি দড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, আল্লাহর রাসুল, এই দড়িটা আমাদের গনিমতের অংশ। তিনি বললেন, বিলাল

৩৫৭ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৬০১।

৩৫৮ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৯৩৮।

যে তিনবার ঘোষণা দিলো, তা কি তুমি শুনতে পেয়েছিলে? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে কীসে তোমাকে এটা নিয়ে উপস্থিত হতে বাধা দিলো? সে কিছু ওজর পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি এভাবেই থাকো, তুমি কিয়ামতের দিন এটাসহ উপস্থিত হবে। আমি তোমার থেকে এটা গ্রহণ করব না।[৩৫৯]

গনিমতের সুঁই-সুতার চেয়ে কম সম্পদ আত্মসাৎ করাও অপমান, গ্লানি এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হবে

৩০১. উবাদা ইবনু সামিত রা. বর্ণনা করেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً - يَعْنِي وَبَرَةً - فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَنَارٌ"

হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ আমাদের নিয়ে গনিমতের উটের পাশে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি উটের দেহ থেকে একটি পশম নিয়ে তা তাঁর দু-আঙুলের মাঝে রেখে বলেন, হে লোকসকল, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের গনিমতের সম্পদ। সুতা-সুঁই, এরচেয়ে পরিমাণে যা বেশি কিংবা কম, সবই তোমরা গনিমতের সম্পদের মধ্যে জমা দাও। কারণ, গনিমতের সম্পদ চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন তা আত্মসাৎকারীর জন্য অপমান, গ্লানি এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হবে।

তিন জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যাবে

৩০২. সাওবান রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে লোক তিনটি বিষয়—অহংকার, গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ ও ঋণ, এসব হতে মুক্ত অবস্থায় মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৬০]

---

৩৫৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭১২।

৩৬০ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৭২।

রাসুল ﷺ গনিমত আত্মসাৎকারীর জানাজা আদায় করেননি

৩০৩. জায়েদ ইবনু খালিদ জুহানি রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لاَ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.

নবিজির একজন সাহাবি খায়বারযুদ্ধের দিন মারা যায়। রাসুল ﷺ-কে খবর দেওয়া হলে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সাথির জানাজা পড়ে নাও। তাঁর এ কথা শুনে লোকদের চেহারা (ভয়ে) বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমাদের সাথি আল্লাহর পথে (গনিমতের সম্পদ) আত্মসাৎ করেছে। আমরা তার জিনিসপত্র অনুসন্ধান করে ইয়াহুদিদের ব্যবহৃত একটি পুঁতির মালা পাই, (অথচ) যার মূল্য দুই দিরহামও নয়।[৩৬১]

৩৬১ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭১০; *সুনানুন নাসায়ি* : ১৯৫৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৪৮।

যুদ্ধবন্দি নারীদের বিধান

যুদ্ধবন্দিনী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস অবৈধ

৩০৪. ইরবাজ ইবনু সারিয়া রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ.

গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীদের সঙ্গে সন্তান প্রসব হওয়ার আগ পর্যন্ত সহবাস করতে রাসুল ﷺ বারণ করেছেন।[৩৬২]

অন্যের ফসলে নিজের পানি সিঞ্চন করা নিষিদ্ধ

৩০৫. হানাশ সানআনি রাহ. বর্ণনা করেন,

قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ "لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ". يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى" وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ".

(রুয়াইফি ইবনু সাবিত রা.) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদানের সময় বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছি তোমাদের শুধু তা-ই বলব। তিনি হুনাইনের দিন বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি ইমান রাখে, তার জন্য বৈধ নয় অন্যের ফসলে নিজের পানি সিঞ্চন করা। অর্থাৎ, গর্ভবতী মহিলার সঙ্গে মিলিত হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান রাখে, তার জন্য বৈধ নয় কোনো বন্দি নারীর সঙ্গে সহবাস করা, যতক্ষণ-না সে নারী

---

৩৬২ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৬৪।

নিজেকে পবিত্র করে (অর্থাৎ গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা আর গর্ভবতী না হলে মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিবসের প্রতি ইমান রাখে, তার জন্য বৈধ নয় বণ্টনের পূর্বেই গনিমতের সম্পদ বিক্রয় করা।[৩৬৩]

যুদ্ধবন্দিনী গর্ভবতী না হলেও মাসিক ঋতু শেষ হওয়ার আগে সহবাস করা যাবে না

৩০৬. আবু সায়িদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ "لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".

রাসুল ﷺ আওতাসযুদ্ধের বন্দি দাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন, সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতীর সঙ্গে সহবাস করা যাবে না। আর গর্ভবতী নয় এমন নারীর মাসিক ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গেও মিলিত হওয়া যাবে না।[৩৬৪]

যুদ্ধবন্দিনীর শিশুসন্তান থাকলে তাকে মায়ের থেকে আলাদা করা যাবে না

৩০৭. আবু আইয়ুব রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে লোক (বন্দিনী) মা ও তার সন্তানকে একে অপর হতে আলাদা করে দিলো, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতদিবসে তাকে এবং তার প্রিয়জনদের পরস্পর আলাদা করে দেবেন।[৩৬৫]

যুদ্ধবন্দিনী মাকে দাসী হিসেবে বিক্রি করতে চাইলে সন্তানসহ বিক্রি করতে হবে

৩০৮. মায়মুন ইবনু আবি শাবিব রাহ. আলি রা.-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ.

---

৩৬৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৫৮, ২১৫৯; *সুনানুত তিরমিজি* : ১১৩১; *সুনানুদ দারিমি* : ২৫২০।
৩৬৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৫৭।
৩৬৫ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৬৬; *সুনানুদ দারিমি* : ২৫২২।

তিনি বাঁদি ও তার সন্তানদের পৃথক করেন। নবি ﷺ তাঁকে এভাবে (আলাদাভাবে) বিক্রয় করতে নিষেধ করে এ বিক্রয় বাতিল সাব্যস্ত করেন।[৩৬৬]

'গর্ভবতী দাসীর সঙ্গে সহবাসকারী আমার উম্মত নয়'

৩০৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى

যে ব্যক্তি কোনো গর্ভবতী দাসীর সঙ্গে সহবাস করল, সে আমার উম্মত নয়।[৩৬৭]

গর্ভবতী দাসীর সঙ্গে মিলিত হওয়া নিষেধ

৩১০. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ

কোনো ব্যক্তি যেন কোনো নারীর সঙ্গে এমতাবস্থায় সহবাস না করে, যখন সে অন্য পুরুষ কর্তৃক গর্ভবতী থাকে।[৩৬৮]

---

৩৬৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৯৬।

৩৬৭ *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩১৮।

৩৬৮ *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৮১৪।

বন্দি বিনিময়ের বিধান

রাসুল ﷺ বন্দি বিনিময় করেছেন

৩১১. ইমরান ইবনু হুসাইন রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

রাসুল ﷺ একজন মুশরিক বন্দির সঙ্গে দুজন মুসলমান বন্দি বিনিময় করেছেন।[৩৬৯]

---

৩৬৯ সুনানুত তিরমিজি : ১৫৬৮। ইমাম তিরমিজি রাহ. লেখেন,

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارَى وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيَفْدِيَ مَنْ شَاءَ . وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ نَسَخَتْهَا: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْتُ لأَحْمَدَ إِذَا أُسِرَ الأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الْكَثِيرَ.

রাসুলের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ সাহাবি ও তাবেয়ি এ হাদিস মোতাবিক আমল করেছেন। তাঁদের মতে, আমির চাইলে কোনো বন্দিকে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক মুক্তি দিতে পারেন, চাইলে মেরে ফেলতে পারেন অথবা বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়েও দিতে পারেন। বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে মেরে ফেলাকেই কিছু অভিজ্ঞ আলিম উত্তম মনে করেন। আওজায়ি রাহ. বলেন, আমি জানতে পেরেছি, নিম্নলিখিত আয়াত মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে—'তারপর হয় অনুগ্রহ করবে অথবা বিনিময় গ্রহণ করে মুক্ত করে দেবে'। (সুরা মুহাম্মাদ : ৪)। নাসিখ (রহিতকারী) আয়াত হলো—'তাদের যে যেখানে পাও, সেখানেই মেরে ফেলো।' (সুরা বাকারা : ১৯১, সুরা নিসা : ৯১)। ইবনুল মুবারক রাহ. আওজায়ি রাহ. হতে এই উক্তি বর্ণনা করেছেন।

ইসহাক ইবনু মানসুর রাহ. বলেন, আহমাদ রাহ.-কে আমি প্রশ্ন করলাম, কাফির যোদ্ধা বন্দি অবস্থায় এলে আপনি তাকে মেরে ফেলা পছন্দ করেন, নাকি বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেওয়া পছন্দ করেন? তিনি উত্তরে বললেন, বিনিময় দিতে রাজি হলে তা নিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়াতেও কোনো সমস্যা নেই; অথবা মেরে ফেলতেও কোনো আপত্তি নেই। ইসহাক রাহ. বলেন, তাকে মেরে ফেলাটাই আমি উত্তম বলে মনে করি। তবে সে প্রসিদ্ধি লাভ করলে এবং তার দ্বারা নানাবিধ সুবিধা লাভের সুযোগ থাকলে (তাকে মুক্তি দেওয়াই উচিত)।

খুমুসের বিধান

খুমুস ইমামের অধিকারে থাকবে

৩১২. ইমাম বুখারি রাহ. লেখেন,

بَابٌ : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ - مَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.

খুমুস ইমামের জন্য। কোনো আত্মীয়কে বাদ দিয়ে অপর কোনো আত্মীয়কে দেওয়ার অধিকার তার হাতেই ন্যস্ত। এর দলিল এই যে, নবি ﷺ খায়বারের খুমুস[৩৭০] থেকে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকেই দিয়েছেন।

উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহ. বলেছেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ সাধারণভাবে সকল কুরাইশকে দেননি এবং যে ব্যক্তি অধিকতর অভাবগ্রস্ত, তার ওপর কোনো আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেননি। যদিও তিনি যাদের দিয়েছেন তা এ জন্য যে, তারা তাঁর নিকট নিজেদের অভাবের কথা জানিয়েছে। আর এ জন্য যে, রাসুলের পক্ষ গ্রহণ করায় তারা নিজ গোত্র ও স্বজনদের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।[৩৭১]

খুমুস মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় হয়

৩১৩. আমর ইবনু আবাসা রা. বর্ণনা করেন,

---

৩৭০ গনিমতের এক-পঞ্চমাংশকে খুমুস বলা হয়, যা বায়তুলমালের প্রাপ্য।

৩৭১ *সহিহ বুখারি* : ৫৭/১৭।

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ "وَلاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ".

রাসুল ﷺ (সুতরাস্বরূপ)[৩৭২] গনিমতের একটি উট সামনে রেখে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি উটের পিঠের একটি পশম নিয়ে বললেন, এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া তোমাদের গনিমত থেকে আমার জন্য এতটুকুও বৈধ নয়। আর এই এক-পঞ্চমাংশ তোমাদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।[৩৭৩]

খুমুসের অর্থ দ্বারা অভাবী ব্যক্তিদের জিহাদে পাঠানো যাবে

৩১৪. আবু জুবায়ের রাহ. বর্ণনা করেন,

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ؟ قَالَ: "كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ"

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসুল ﷺ এক-পঞ্চমাংশ কীভাবে ব্যয় করতেন? তিনি বললেন, তিনি তা দ্বারা এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদে পাঠাতেন, এরপর আরেক ব্যক্তিকে পাঠাতেন, এরপর আরেক ব্যক্তিকে পাঠাতেন।[৩৭৪]

---

৩৭২ সুতরা (আরবি : سترة) শব্দের অর্থ হলো আড়াল। ফিকহের পরিভাষায় সুতরা বলা হয় সালাতের সময় ব্যবহৃত এমন বস্তুকে, যা সালাত আদায়কারী ব্যক্তিকে তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সবকিছু থেকে আলাদা করে রাখে। রাসুল ﷺ মসজিদের খুঁটি, ফাঁকা ময়দানে বর্শা গেড়ে, নিজের উটকে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে সুতরা বানাতেন। তিনি (ﷺ) বিভিন্ন সময় উটের পিঠে বসার জিনপোশ, গাছ ও শোয়ার খাটকে সামনে রেখেও সালাত পড়েছেন।

৩৭৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৫৫। একই মর্মের হাদিস আরও বর্ণিত হয়েছে— *সুনানুন নাসায়ি* : ৪১৪৯, ৪১৫০; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৯৪।

৩৭৪ *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৯৩২।

দাসের অংশ

দাসের জন্য গনিমতে নির্দিষ্ট অংশ নেই

৩১৫. আবুল লাহামের আজাদকৃত গোলাম উমায়ের রা. বর্ণনা করেন,

شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ.

আমি আমার মনিবের সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে যাই। তাঁরা আমার ব্যাপারে রাসুলের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি মুজাহিদদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিলেন। পরে আমার কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। (শারীরিক গড়ন খাটো হওয়ার কারণে) আমি তরবারিটি টেনে টেনে চলতাম। তিনি পরে অবহিত হলেন যে, আমি একজন মুক্ত দাস। তিনি আমাকে কিছু জিনিসপত্র দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু দাউদ রাহ. বলেন, এর অর্থ হলো, রাসুল ﷺ তাঁকে গনিমতের (নির্দিষ্ট) অংশ দেননি।[৩৭৫]

---

৩৭৫ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৩০; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৫৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৫৫; *সুনানুদ দারিমি* : ২৫১৮।

আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাধীন

মুসলিম ক্রীতদাস দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করলে স্বাধীন বলে বিবেচিত হয়

৩১৬. আলি ইবনু আবি তালিব রা. বর্ণনা করেন,

خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ - يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ - قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ "مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا". وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ "هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

হুদায়বিয়ার দিন সন্ধির পূর্বে মুশরিকদের কিছু গোলাম রাসুলের কাছে চলে এলে তাদের মনিবরা তাঁকে চিঠি লিখে বলল, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর শপথ, এরা তোমার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার নিকট আসেনি। তারা তাদের গোলামি থেকে পালিয়ে এসেছে। কতিপয় লোক বলল, আল্লাহর রাসুল, মনিবরা সত্যই বলেছে। এদের তাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। এতে তিনি ﷺ খুবই নারাজ হলেন এবং বললেন, হে কুরাইশরা, আমি দেখছি তোমরা অন্যায় হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোক না পাঠান, যারা তোমাদের গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তিনি তাদের ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে বলেন; এরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাধীন।[৩৭৬]

সুনানুত তিরমিজি গ্রন্থে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو

৩৭৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭০০।

وَأُنَاسٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَائِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَرِقَّائِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا خَرَجُوا فِرَارًا مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا. "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ سَنُفَقِّهُهُمْ". فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ" يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّينِ قَدِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ عَلَى الإِيمَانِ". قَالُوا مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ". وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের কয়েকজন লোক আমাদের কাছে আসে। তাদের মধ্যে সুহাইল ইবনু আমরসহ আরও কিছু প্রভাবশালী মুশরিক ব্যক্তি ছিল। তারা বলল, আল্লাহর রাসুল, আমাদের সন্তানসন্ততি, ভাই ও ক্রীতদাসসহ কিছুসংখ্যক লোক আপনার নিকট এসে পড়েছে। ধর্ম সম্পর্কে তারা মূর্খ এবং তারা আমাদের সম্পদ ও গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। অতএব, আপনি তাদের আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। যেহেতু ধর্ম বিষয়ে তাদের তেমন জ্ঞান নেই, তাই আমরা তাদের বোঝাব। রাসুল ﷺ বললেন, হে কুরাইশের লোকেরা, তোমরা এহেন কর্মকাণ্ড হতে বিরত হও। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিরুদ্ধে এমন এক লোক পাঠাবেন, যে তোমাদের ঘাড়ে দীনের তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের অন্তরগুলোকে ইমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তখন মুসলমানরা জানতে চান—আল্লাহর রাসুল, কে সেই ব্যক্তি? আবু বকর রা.-ও বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, কে সেই ব্যক্তি? উমর রা.-ও বলেন, আল্লাহর রাসুল, কে সেই লোক? তিনি বললেন, সে একজন জুতা সেলাইকারী! রাসুল ﷺ আলি রা.-কে তাঁর জুতাটা সেলাই করতে দিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আলি রা. আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার থাকার জায়গা নির্ধারণ করে নিল।[৩৭৭]

---

৩৭৭ *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৭১৫।

সন্ধিচুক্তি

অঙ্গীকার ভঙ্গ করে জিহাদে অংশগ্রহণ কাম্য নয়

৩১৭. হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. বর্ণনা করেন,

مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي - حُسَيْلٌ - قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلاَّ الْمَدِينَةَ. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلاَ نُقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ "انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ".

শুধু একটি বিষয় আমাকে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। একদিন আমি এবং আমার পিতা হুসায়ল ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরোলাম। এমন সময় কুরাইশ কাফিররা আমাদের ধরে বসে এবং বলে যে, তোমরা নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের কাছে যেতে মনস্থ করেছ। জবাবে আমরা বললাম, আমরা তাঁর কাছে যেতে চাই না; বরং আমরা মদিনায় (ফিরে) যেতে চাই। তখন তারা আল্লাহর নামে আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিল যে, আমরা অবশ্যই মদিনায় ফিরে যাব এবং তাঁর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করব না। তারপর আমরা রাসুলের নিকট এলাম এবং সে সংবাদ তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, ফিরে যাও। আমরা তাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য চাইব।[৩৭৮]

মুজাহিদের পক্ষ থেকে 'ভয় নেই' বলা নিরাপত্তাদানের নামান্তর

৩১৮. ইমাম বুখারি রাহ. বর্ণনা করেন,

---

৩৭৮ *সহিহ মুসলিম*: ১৭৮৭।

قَالَ عُمَرُ : إِذَا قَالَ : مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا. وَقَالَ : تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ.

উমর রা. বলেন, কেউ যদি বলে— مَتْرَسْ (মাতরাস) 'ভয় করো না', তবে সে তাকে নিরাপত্তা দান করল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সকল ভাষা জানেন। উমর রা. (হুরমুজান পারসিকে) বললেন, কথা বলো, কোনো অসুবিধা নেই।[৩৭৯]

চুক্তির ব্যতিক্রম করতে হলে যা করা অপরিহার্য

৩১৯. সুলায়ম ইবনু আমির রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ". فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ.

মুআবিয়া রা. ও রোমকদের মধ্যে (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির) চুক্তি হয়। মুআবিয়া রা. তাদের জনপদে সফর করছিলেন এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তখন এক ব্যক্তি আরবি বা তুর্কি ঘোড়ায় চড়ে এসে বলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; ওয়াদা রক্ষা করতে হবে, ভঙ্গ করা চলবে না। লোকেরা দেখল, লোকটি আমর ইবনু আসাবাহ রা.। এরপর মুআবিয়া রা. তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমর রা.-কে (কীসের ওয়াদা ভঙ্গ হচ্ছে তা) জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যদি কারও সঙ্গে কোনো সম্প্রদায়ের চুক্তি থাকে, সে যেন এই চুক্তি ভঙ্গ না করে এবং তার বিপরীত কিছুও না করে। চুক্তির সময় শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত অথবা প্রতিপক্ষকে পরিষ্কারভাবে জানানোর আগ পর্যন্ত তা ভঙ্গ করা যাবে না। এরপর মুআবিয়া রা. (যুদ্ধ না করে) ফিরে আসেন।[৩৮০]

৩৭৯ *সহিহ বুখারি*, অধ্যায় : ৫৮/১১।

৩৮০ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৫৯; *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৮০।

রাসুল ﷺ চুক্তির খেলাফ করে দূতকেও আশ্রয় দেননি

৩২০. আবু রাফি রা. বর্ণনা করেন,

بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُلْقِيَ فِي قَلْبِيَ الإِسْلاَمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ " . قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ . قَالَ بُكَيْرٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ يَصْلُحُ .

কুরাইশ নেতারা আমাকে রাসুলের কাছে পাঠালেন। রাসুল ﷺ-কে দেখামাত্র আমার অন্তরে ইসলামগ্রহণের প্রেরণা জাগল। আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই তাদের কাছে ফিরে যাব না। রাসুল ﷺ বললেন, আমি ওয়াদা ভঙ্গ করব না এবং দূতকেও আটকে রাখব না; বরং তুমি ফিরে যাও, তোমার অন্তরে এখন যা আছে, পরেও যদি তা স্থিত থাকে তাহলে তুমি ফিরে এসো। আবু রাফি রা. বলেন, তখন আমি চলে এলাম এবং পরে নবিজির কাছে ফিরে এসে ইসলামগ্রহণ করলাম। বুকায়র রাহ. বলেন, আমাকে হাসান ইবনু আলি রা. জানিয়েছেন, আবু রাফি ছিলেন কিবতি গোলাম। আবু দাউদ রাহ. বলেন, এই নিয়ম ওই যুগের প্রেক্ষাপটে কার্যকর ছিল। এ যুগে কোনো দূত ইসলামগ্রহণ করে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে।[৩৮১]

চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে হত্যা করা যাবে না

৩২১. আমর ইবনু শুআইব রাহ. তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

৩৮১ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৭৫৮।

সকল মুসলিমের রক্ত সমান। একজন সাধারণ মুসলিমও যেকোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সকলের কর্তব্যে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে দূরবর্তী স্থানের মুসলিমরাও তাদের পক্ষে এ ধরনের আশ্রয় দিতে পারে। প্রত্যেক মুসলিম তার প্রতিপক্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য মুসলিমকে সাহায্য করবে। যার শক্তিশালী ও দ্রুত-গতিসম্পন্ন সওয়ারি আছে, সে দুর্বল ও ধীরগতিসম্পন্ন সওয়ারির অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে থেকে চলবে। সেনাবাহিনীর কোনো বিশেষ অংশ গনিমতের সম্পদ অর্জন করলে তা সকলের মধ্যে বণ্টিত হবে। কোনো কাফির হত্যার অপরাধে কোনো মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। চুক্তিবদ্ধ কোনো কাফিরকে[৩৮২] চুক্তির মেয়াদের মধ্যে হত্যা করা যাবে না।[৩৮৩]

সাধারণ মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান

৩২২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ

মুসলমানের জীবনের মূল্য একসমান। তাঁরা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (একতাবদ্ধ)। তাঁদের একজন সাধারণ লোকও অপরকে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাঁদের দূরবর্তী ব্যক্তিও গনিমতে শরিক হবে (সেনানায়ক যদি তাকে অন্যত্র কোনো প্রয়োজনে পাঠিয়ে থাকে)।[৩৮৪]

'তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম'

৩২৩. আবু তালিব কন্যা উম্মু হানি রা. বর্ণনা করেন,

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ "مَنْ هَذِهِ". فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ

৩৮২ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেউ যদি মুরতাদ বা জিন্দিক হয়ে যায় কিংবা শাতিমে রাসুল হয়, তাহলে তার চুক্তি বহাল থাকে না; বরং তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

৩৮৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৫১, ৪৫৩১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৬৮৫।

৩৮৪ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৬৮৩

"مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ". فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَلِكَ ضُحًى.

মক্কাবিজয়ের বছর আমি রাসুলের নিকট গেলাম। তখন তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর মেয়ে ফাতিমা রা. তাঁকে পর্দা দ্বারা আড়াল করে রাখছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, এ কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানি বিনতু আবি তালিব। তখন তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মু হানি। গোসল সম্পন্ন করে একখানা কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমার সহোদর ভাই আলি রা. হুবায়রার অমুক পুত্রকে হত্যার সংকল্প করেছে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, হে উম্মু হানি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মু হানি রা. বলেন, এটা চাশতের সময় ছিল।[৩৮৫]

নারীও প্রতিপক্ষের কাউকে চাইলে আশ্রয় দিতে পারবে

৩২৪. আয়িশা রা. বর্ণনা করেন,

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ.

কোনো নারী মুসলিমদের প্রতিপক্ষ কাউকে আশ্রয় দিলে তা বৈধ হবে।[৩৮৬]

চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে জান্নাতের ঘ্রাণও পাওয়া যাবে না

৩২৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ

৩৮৫ *সহিহ বুখারি* : ৩১৭১; *সহিহ মুসলিম* : ৩৩৬।
৩৮৬ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৬৪।

পাবে না; অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ ৪০ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়।[৩৮৭]

৩২৬. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেবেন।[৩৮৮]

চুক্তিবদ্ধ কাফিরের ওপর জুলুম করা হারাম

৩২৭. রাসুলের সাহাবিদের কিছু সন্তান তাঁদের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে বা তার প্রাপ্য কম দেবে; কিংবা তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করবে; অথবা তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব।[৩৮৯]

৩২৮. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ فَلاَ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

সাবধান! যে লোক সন্ধিচুক্তি করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জিম্মা (নিরাপত্তা) নিয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি খুন করল, সে আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারিকে ছিন্ন করল। সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও লাভ করবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ ৭০ বছরের দূরত্ব (পথ) হতেও পাওয়া যায়।[৩৯০]

---

৩৮৭ *সহিহ বুখারি*: ৩১৬৬।

৩৮৮ *সুনানু আবি দাউদ*: ২৭৬০; *সুনানুন নাসায়ি*: ৪৭৬১-৪৭৬২; *সুনানুদ দারিমি*: ২৫৪৬।

৩৮৯ *সুনানু আবি দাউদ*: ৩০৫২।

৩৯০ *সুনানুত তিরমিজি*: ১৪০৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ*: ২৬৮৭।

বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা

বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা

৩২৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ

বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা দাঁড় করানো হবে। আর বলা হবে যে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।[৩৯১]

বায়আত রক্ষায় সাহাবিদের কঠোরতা

৩৩০. নাফি রাহ. বর্ণনা করেন,

لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَّ كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

যখন মদিনার লোকেরা ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া-এর বায়আত ভঙ্গ করল, তখন ইবনু উমর রা. তাঁর বিশেষ ভক্তবৃন্দ ও সন্তানদের একত্র করে বললেন, আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে ঝান্ডা (পতাকা) ওঠানো হবে। আর আমরা এ লোকটির (ইয়াজিদের) প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত দিয়েছি। বস্তুত কোনো একজন লোকের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেওয়া শর্ত মোতাবিক

৩৯১ *সহিহ বুখারি*: ৬১৭৮; *সহিহ মুসলিম*: ১৭৩৫।

বায়আত দেওয়ার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের চেয়ে বড় কোনো বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলে জানি না। ইয়াজিদকে দেওয়া বায়আত ভঙ্গ করেছে, কিংবা তার আনুগত্য করছে না—আমি যেন কারও সম্পর্কে এমনটা জানতে না পারি। তা না হলে তার ও আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।[৩৯২]

শত্রুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের দলভুক্ত হওয়ার ভান করে হত্যা করা

৩৩১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ

ইমানের দাবি হলো, কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা না করা। কাজেই কোনো মুমিন গুপ্তহত্যা[৩৯৩] করবে না।[৩৯৪]

৩৩২. রিফাআ ইবনু শাদ্দাদ রাহ. বর্ণনা করেন,

لَوْلاَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ، عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

আমর ইবনুল হামিক আল খুজায়ি রা.-এর নিকট আমি যে বাক্যটি শুনেছি তা না থাকলে (অর্থাৎ বিষয়টি তেমন না হলে) আমি মুখতারের মাথা ও দেহের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতাম (তাকে হত্যা করতাম)। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো লোকের প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়ার পর তাকে হত্যা করল, সে কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার ঝান্ডা বয়ে বেড়াবে।[৩৯৫]

---

৩৯২ *সহিহ বুখারি* : ৭১১১।

৩৯৩ ক্ষেত্রবিশেষে গুপ্তহত্যা বৈধ। যেমনটা রাসুলের নির্দেশ ও নির্দেশনায় কাব ইবনু আশরাফ প্রমুখ শাতিমিনে রাসুলের ক্ষেত্রে হয়েছে।

৩৯৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৬৯।

৩৯৫ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৬৮৮।

জিজয়া

উমর রা. অগ্নিপূজকদের থেকে জিজয়া গ্রহণ করতেন

৩৩৩. আমর ইবনু দিনার রাহ. বর্ণনা করেন,

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ، سَنَةَ سَبْعِينَ - عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ. حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ.

আমি, জাবির ইবনু জায়েদ ও আমর ইবনু আউস রাহ.-সহ জমজমের সিঁড়ির নিকট বসে ছিলাম। হিজরি ৭০ সনে—যে বছর মুসআব ইবনু জুবায়ের রা. বসরাবাসীদের নিয়ে হজ আদায় করেছিলেন। সে সময় বাজালাহ তাদের উভয়কে এ হাদিস বর্ণনা করেন, আমি আহনাফের চাচা জাজয়ি ইবনু মুআবিয়া রা.-এর লেখক ছিলাম। আমাদের নিকট উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পক্ষ হতে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে একটি চিঠি আসে যে, যে-সকল অগ্নিপূজক মাহরামদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, তাদের আলাদা করে দাও। আর উমর রা. অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিজয়া[৩৯৬] গ্রহণ করতেন না, যে পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলেন যে,

---

৩৯৬ জিজয়ার তাৎপর্য : কুফর ও শিরক মানে হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে বিদ্রোহ করা। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন করে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, কুফফার (কাফিরগোষ্ঠী) যদি ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামি আইনকানুন মেনে নিয়ে থাকতে চায়, তবে তাদের থেকে সামান্য জিজয়া-কর নিয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং দারুল ইসলামের নাগরিক হিসেবে তাদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। কেউ তাদের ব্যাপারে অসংগত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরিয়তে এটিই জিজয়ার তাৎপর্য।

আল্লাহর রাসুল ﷺ 'হাজার' এলাকার অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছেন।[৩৯৭]

'ইসলাম গ্রহণ করো কিংবা জিজয়া দাও, অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও'

৩৩৪. জুবায়ের ইবনু হাইয়া রাহ. বর্ণনা করেন,

بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ. قَالَ نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ، فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى. وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ تُرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ. قَالَ مَا أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلاَءٍ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرَضِينَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا، نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ. فَقَالَ النُّعْمَانُ رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

---

৩৯৭ *সহিহ বুখারি*: ৩১৫৬, ৩১৫৭।

উমর রা. মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বড় বড় বিভিন্ন শহরের দিকে সৈন্যদল পাঠালেন। সে সময় হুরমুজান (পারসি) ইসলাম গ্রহণ করেন। উমর রা. তাকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এসব দেশ এবং এতে মুসলিমদের দুশমন যে-সকল লোক বাস করছে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি পাখির মতো, যার একটি মাথা, দুটি ডানা ও দুটি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙে দেওয়া হয়, তবে সে পাখিটি উভয় পা, একটি ডানা ও মাথার উপর ভর করে উঠে দাঁড়াবে। যদি অপর ডানা ভেঙে দেওয়া হয়, তবে সে দুটি পা ও মাথার উপর ভর করে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা ভেঙে দেওয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই অকেজো হয়ে যাবে। (পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি) কিসরা শত্রুদের মাথা, (রোম অধিপতি) কায়সার হলো একটি ডানা, আর (গোটা) পারস্য অপর একটি ডানা। কাজেই মুসলমানদের আদেশ করুন, তারা যেন কিসরার ওপর হামলা করে।

বাকর ও জিয়াদ রাহ. উভয়ে জুবায়ের ইবনু হাইয়া রাহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তারপর উমর রা. আমাদের ডাকলেন আর আমাদের ওপর নুমান ইবনু মুকাররিনকে আমির নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শত্রুদেশে পৌঁছলাম, কিসরার এক সেনাপতি ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মোকাবিলায় এলো। তখন তার পক্ষ হতে একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন আমার সঙ্গে আলোচনায় বসুক। তখন মুগিরা (ইবনু শুবা) রা. বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পারো। সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। দীর্ঘদিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য এবং কঠিন বিপদে ছিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা চামড়া ও খেজুর গুটি চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম। বৃক্ষ ও পাথরের পূজা করতাম। আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত, তখন আসমান ও জমিনের প্রতিপালক আমাদের মধ্য হতে আমাদের নিকট একজন নবি পাঠালেন। তাঁর পিতামাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নবি ও আমাদের রবের রাসুল ﷺ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন, যে পর্যন্ত-না তোমরা এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো কিংবা (বশ্যতা মেনে) জিজয়া দাও। আর আমাদের

নবি ﷺ মহান রবের পক্ষ হতে আমাদের জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য হতে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে এমন নিয়ামত লাভ করবে, যা কখনো কেউ দেখেনি। আর আমাদের মধ্য হতে যারা জীবিত থাকবে, তারা তোমাদের গর্দানের মালিক হবে। নুমান রাহ. মুগিরা রা.-কে বললেন, আপনাকে আল্লাহ তাআলা এমন অনেক যুদ্ধে নবিজির সাথি করেছেন আর তিনি আপনাকে লজ্জিত ও অসম্মানিত করেননি আর আমিও রাসুলের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তাঁর নিয়ম এ ছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্ণে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।[৩৯৮]

জিজয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হবে

৩৩৫. ইবনু আবি নাজিহ রাহ. বর্ণনা করেন,

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ : جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

আমি মুজাহিদ রাহ.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কী যে, শামবাসীদের ওপর চার দিনার এবং ইয়ামেনবাসীদের ওপর এক দিনার করে জিজয়া ধার্য করা হয়েছে? তিনি বললেন, তা সচ্ছলতার বিবেচনায় ধার্য করা হয়েছে।[৩৯৯]

অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিজয়া আদায়

৩৩৬. সায়িদ ইবনু ইয়াজিদ রাহ. বর্ণনা করেন,

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ.

রাসুল ﷺ বাহরাইনের মাজুসিদের (অগ্নিপূজকদের) নিকট হতে জিজয়া গ্রহণ করেন। উমর রা. পারস্যের মাজুসিদের নিকট হতে এবং উসমান ফুরসের মাজুসিদের নিকট হতে তা আদায় করেন।[৪০০]

---

৩৯৮ *সহিহ বুখারি* : ৩১৫৯, ৩১৬০।

৩৯৯ *সহিহ বুখারি*, অধ্যায় : ৫৮/১।

৪০০ *সুনানুত তিরমিজি* : ১৫৮৮।

জিজয়া মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে

৩৩৭. আনাস ইবনু মালিক এবং উসমান ইবনু আবি সুলায়মান রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ.

নবি ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে দুমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদির ইবনু আবদিল মালিকের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। সাহাবিরা তাকে গ্রেফতার করে নবিজির নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করলেন এবং জিজয়া আদায়ের শর্তে তার সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন।[৪০১]

রাসুল ﷺ নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যেভাবে চুক্তি করেছেন

৩৩৮. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةِ ثَلاَثِينَ دِرْعًا وَثَلاَثِينَ فَرَسًا وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا وَثَلاَثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُونَ بِهَا وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَلاَ يُخْرَجُ لَهُمْ قَسٌّ وَلاَ يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا نَقَضُوا بَعْضَ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا.

রাসুল ﷺ নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে বছরে দুই হাজার জোড়া কাপড় দেওয়ার শর্তে সন্ধি করেন। তারা অর্ধেক কাপড় সফর মাসে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক রজব মাসে মুসলিমদের নিকট পরিশোধ করবে এবং তারা ৩০টি লৌহবর্ম, ৩০টি ঘোড়া, ৩০টি উট আর প্রত্যেক প্রকারের যুদ্ধাস্ত্র হতে ৩০টি করে মুসলিমদের জিহাদের জন্য ধার হিসেবে প্রদান করবে। কেউ যদি ইয়ামেনে বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা বিদ্রোহ করে তাহলে তা দমনের জন্য এ অস্ত্র ব্যবহার করা

৪০১ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০৩৭।

হবে। যুদ্ধের পর মুসলিমরা এগুলো তাদের ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এ ধার দেওয়ার বিনিময়ে তাদের গির্জাসমূহ ধ্বংস করা হবে না, তাদের পুরোহিতদের বিতাড়িত করা হবে না এবং তাদের ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। চুক্তির এ শর্তগুলো ততক্ষণই বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ তারা বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি না করবে এবং সুদের ব্যবসায় না জড়াবে। বর্ণনাকারী ইসমাইল বলেন, নাজরানবাসীরা সুদের ব্যবসায় জড়িয়ে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে।[৪০২]

জিজয়ার দ্বারা প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা অর্জিত হয়

৩৩৯. ইরবাজ ইবনু সারিয়া রা. বর্ণনা করেন,

نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ "يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ أَلاَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةِ". قَالَ فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ "أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلاَّ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلاَ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلاَ أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ".

আমরা নবিজির সঙ্গে খায়বারে অবতরণ করলাম। তখন তাঁর সঙ্গে সাহাবিরাও ছিলেন। খায়বার অঞ্চলের নেতা ছিল দুষ্টস্বভাবের বিদ্রোহী ব্যক্তি। সে নবিজির সামনে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ, আমাদের গাধাগুলো জবাই করা, আমাদের ফল খাওয়া এবং আমাদের নারীদের নির্যাতন করা কি তোমাদের জন্য বৈধ? এ কথা শুনে নবি ﷺ রাগান্বিত হলেন। তিনি ইবনু আওফকে বললেন, তুমি ঘোড়ায় চড়ে ঘোষণা করো, 'মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কারও জন্য জান্নাত হালাল নয়; তোমরা

৪০২ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০৪১।

সালাতের জন্য একত্র হও।' বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবিগণ একত্র হলে নবি ﷺ তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কেউ কি তার আসনে হেলান দিয়ে বসে এরূপ মত ব্যক্ত করবে যে, আল্লাহর এই কুরআনে যা আছে তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেননি? সাবধান! আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোনো কোনো বিষয়ে উপদেশ দিয়েছি। আমি তোমাদের যা করার নির্দেশ দিয়েছি এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছি, তা কুরআনেরই অনুরূপ বা তার অতিরিক্ত। কিতাবিরা তাদের ওপর ধার্য জিজয়া তোমাদের প্রদান করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুমতি ছাড়া তাদের ঘরে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের নির্যাতন করা এবং তাদের ফল খাওয়া হালাল করেননি।[৪০৩]

কোনো মুসলিমের ওপর জিজয়া ধার্য হবে না

৩৪০. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ

কোনো মুসলিমের ওপর জিজয়া ধার্য হবে না।[৪০৪]

উমর রা. যেভাবে জিজয়া নির্ধারণ করেছিলেন

৩৪১. উমর রা.-এর আজাদকৃত গোলাম আসলাম রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. অমুসলিম স্বর্ণ-মালিকদের ওপর বার্ষিক চার দিনার এবং রৌপ্য-মালিকদের ওপর বার্ষিক ১০ দিরহাম জিজয়া ধার্য করেছিলেন। এর পাশাপাশি ক্ষুধার্ত মুসলিমদের খাদ্য প্রদান এবং মুসাফিরদের তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪০৫]

---

৪০৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০৫০

৪০৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০৫৩। সুফিয়ান সাওরি রাহ.-কে এই হাদিসের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যখন কেউ ইসলামগ্রহণ করে, তার ওপর আর জিজয়া থাকে না।

৪০৫ *মুয়াত্তা মালিক* : ৬১৮।

জিজয়ার অন্ধ উট

৩৪২. উমর রা.-এর আজাদকৃত গোলাম আসলাম রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَهِيَ عَمْيَاءُ فَقَالَ عُمَرُ يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَاللهِ أَكْلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ قَالَ فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে একবার জানালাম, সরকারি উটগুলোর মধ্যে একটা অন্ধ উটও রয়েছে। উমর রা. বললেন, এমন কোনো অভাবী পরিবারকে দিয়ে দিয়ো, যারা এর দ্বারা উপকৃত হবে। আমি বললাম, উটটি তো অন্ধ। তিনি বললেন, এটাকে উটের দলে বেঁধে দেবে। অন্যান্য উটের সঙ্গে চলাফেরা করবে। আমি বললাম, ঘাস খাবে কীভাবে? তিনি বললেন, এটি জিজয়ার না জাকাতের? আমি বললাম, জিজয়ার। তিনি বললেন, তুমি এটাকে জবাইয়ের ইচ্ছা করেছ নাকি? আমি বললাম, না, এটাতে জিজয়ার চিহ্ন বিদ্যমান। শেষে উমর রা.-এর নির্দেশে ওই উটকে নহর (জবাই) করা হলো। উমর রা.-এর নিকট নয়টি পেয়ালা ছিল। ফলমূল বা ভালো কোনো খাবার জিনিস তাঁর নিকট এলে তিনি ওই পেয়ালাগুলো ভরে উম্মুল মুমিনিনদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সকলের শেষে তদীয় কন্যা উম্মুল মুমিনিন হাফসা রা.-এর নিকট পাঠাতেন। কম পড়লে হাফসা রা.-এর হিস্যাতেই পড়ত। যাহোক, উক্ত অন্ধ উটটি নহর করার পর উল্লিখিত সেই পেয়ালাসমূহ ভরে উম্মুল মুমিনিনদের নিকট পাঠানো হলো। বাকি যা থাকল, তা রান্না করে মুহাজির ও আনসারদের

দাওয়াত করে খাওয়ালেন।[৪০৬]

জিজয়া প্রদানকারীদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে জিজয়া মওকুফ হয়ে যাবে

৩৪৩. ইমাম মালিক রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ

উমর ইবনু আবদিল আজিজ রাহ. তাঁর কর্মচারীদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন যে, জিজয়া প্রদানকারীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের জিজয়া মওকুফ হয়ে যাবে।[৪০৭]

৪০৬ *মুয়াত্তা মালিক*: ৬১৯।

৪০৭ *মুয়াত্তা মালিক*: ৬২০।

উশর

জিম্মিদের ব্যবসায়ের লাভ থেকে কর আদায়

৩৪৪. হারব ইবনু উবায়দিল্লাহ রাহ. হতে তাঁর নানার সূত্রে বর্ণিত; তিনি (নানা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

উশর ধার্য হবে ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের (ব্যবসায়িক পণ্যের) ওপর। মুসলমানদের ওপর কোনো উশর[৪০৮] (ব্যবসায়িক কর) নেই।[৪০৯]

অর্থসংগতি বিবেচনা করে করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে

৩৪৫. সালিম ইবনু আবদিল্লাহ রাহ. তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নাবাতের অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট থেকে গম ও তেলে ২০ ভাগের এক ভাগ কর গ্রহণ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল, মদিনায় যেন এই ধরনের জিনিসের আমদানি বেশি হয়। আর ডালজাতীয় দ্রব্যে তাদের নিকট থেকে এক-দশমাংশ কর গ্রহণ করতেন।[৪১০]

৩৪৬. সায়িব ইবনু ইয়াজিদ রাহ. বর্ণনা করেন,

كُنْتُ غُلَامًا عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ

---

৪০৮ অমুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর ধার্য কর।

৪০৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০৪৬, ৩০৪৭।

৪১০ *মুয়াত্তা মালিক* : ৬২১।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকালে আবদুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাসউদ রা.-এর সঙ্গে আমিও মদিনার বাজারে কর আদায়কারী কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। আমরা তখন নাবাতের অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট থেকে এক-দশমাংশ কর আদায় করতাম।[৪১১]

যে কারণে উমর রা. নাবাতের অমুসলিমদের ওপর এক-দশমাংশ কর ধার্য করেছিলেন

৩৪৭. ইমাম মালিক রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ

নাবাতের অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট থেকে উমর রা. কীসের ভিত্তিতে এক-দশমাংশ কর আদায় করতেন, এই সম্পর্কে মালিক রাহ. একবার ইবনু শিহাব রাহ.-এর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, জাহিলি যুগেও তাদের নিকট থেকে এক-দশমাংশ কর আদায় করা হতো। উমর রা. পরে তা-ই বহাল রাখেন।[৪১২]

৪১১ মুয়াত্তা মালিক : ৬২২।

৪১২ মুয়াত্তা মালিক : ৬২৩।

পাঠকের পাতা

কালান্তর প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য
লেখকের গ্রন্থসমূহ

মৌলিক

১. ফিতনার বজ্রধ্বনি
২. মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী
৩. জান্নাতের সবুজ পাখি
৪. কুফর ও তাকফির

অনুবাদ

১. তাওহিদের মর্মকথা
২. ইসলামি আকিদা (প্রথম খণ্ড, তাওহিদ)

সম্পাদনা

১. আকসার কান্না
২. উলামাচরিত
৩. বিয়ে ও ডিভোর্স

প্রকাশিতব্য

১. ক্রুসেডসন্ত্রাস (War of Ideology), শহিদ সামিউল হক হক্কানি
২. ইসলামি আকিদা (২য় ও ৩য় খণ্ড)
৩. ওয়াহাবি আন্দোলন
৪. গুরাবা, ড. সালমান ইবনু ফাহাদ আওদাহ

সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিজি, সুনানুদ দারিমি, সুনানু ইবনি মাজাহ, মুসনাদু আহমাদ এবং *মুয়াত্তা মালিক*—হাদিসের এই কালজয়ী নয়টি গ্রন্থ থেকে ইসলামের মাজলুম ফরজ জিহাদবিষয়ক সহিহ হাদিসের সংকলন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *জান্নাতের সবুজ পাখি*। পুনরুক্তি ছাড়া ৩৪৭টি সহিহ হাদিস এতে সংকলিত হয়েছে।

গ্রন্থটির শুরুতে *জিহাদের তত্ত্বকথা* শিরোনামে ভূমিকাস্বরূপ এক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, যেখানে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ ও যুক্তির আলোকে জিহাদের হাকিকত, তত্ত্ব ও হিকমাহ স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি প্রচলিত কিছু সংশয় নিরসন করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে কোনো জয়িফ (দুর্বল) হাদিস উল্লেখ করা হয়নি—জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা তো নয়ই। তবে এমন কিছু হাদিস আনা হয়েছে, যেগুলো হাদিসশাস্ত্রের নীতি ও ইমামগণের বক্তব্য অনুসারে সহিহ; কিন্তু হালজামানার কোনো হাদিসবিশারদ ভুলবশত সেটা জয়িফ বলেছেন। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে টীকায় হাদিসের বিশুদ্ধতার তাহকিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিটি হাদিসের সঙ্গে তাখরিজ (গ্রন্থসূত্র) রয়েছে। প্রায় সব হাদিসের শুরুতে স্বতন্ত্র শিরোনাম যোগ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক এর মর্মার্থ সহজে অনুধাবন করতে পারেন এবং সবাই যেন হাদিসগুলো পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

মুসলমানদের ঘরে ঘরে যেন এই হাদিসগ্রন্থের তালিম হয়, সবার অন্তরেই যেন দীন বিজয়ের স্বপ্ন এবং শাহাদাতের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, সেই মহান লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

Kalantor Prokashoni

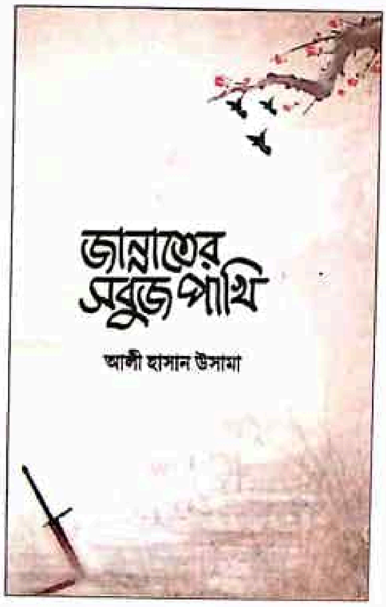

Jannater Sobuj Pakhi
by Ali Hasan Osama
Kalantor Prokashoni
Price : ৳ ৩৮০ US $ 15, UK £ 10
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ, বইবাজার